ADVERTISEMENT.

The following Works by Tek Chand Thackoor will shortly be published.

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়।

A collection of humorous and satirical Sketches and Tales, illustrative of the ill effects of Drinking and Customs regarding Caste, with a few illustrations in one vol., post 8vo. Price per copy, ... 8 Annas, *cash.*

রামা রঞ্জিকা।

A collection of Dialogues on Female Education, Tales illustrative of the benefit of educating females and Exemplary Female Biographical Sketches, in one vol. post 8vo. price per copy, ... 8 Annas. *cash.*

Intending subscribers are requested to forward their names, addresses, and the number of copies to which they wish to subscribe, to Messrs. P. S. D'Rozario & Co., 8, Tank-Square, or to Baboo A. L. Mittra, at Messrs. Purrier & Co.'s Fairlie Place.

নির্ঘণ্ট।

আলালের ঘরের দুলাল।

---

১ বাবুরাম বাবুর পরিচয়—মতিলালের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা।

বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারি আদালতে অনেক কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কর্ম্ম কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্ম পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না—বাবুরাম সেই প্রথানুসারেই চলিতেন। একে কর্ম্মে পটু—তাতে তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেব সুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এজন্য অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের তাদৃক গৌরব হয় না। বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্ব্বে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল দুই এক ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা বাগ বাগিচা তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি হওয়াতে অনুগত ও অমাত্য বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য হইল। অবকাশ কালে বাটীতে আসিলে তাঁহার বৈঠকখানা লোকারণ্য হইত, যেমন মেঠাইওয়ালার দোকানে মিষ্টি থাকিলেই তাহা মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয় তেমন ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়, বাবুরাম বাবুর বাটীতে যখন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই—কি বড়, কি ছোট, সকলেই চারি দিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই

ক

আছে। চঞ্চল স্বভাব—এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দারুণ ক্লেশ বোধ হয়—এজন্য আস্তে২ উঠিয়া বাটীর চতুর্দ্দিগে দাঁড়ুড়ে বেড়াইতে লাগিল—কখন ঢেঁকশেলের ঢেঁকিতে পা দিতেছে—কখন বা ছাতের উপর গিয়া দুপ২ করিতেছে—কখন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিটটান দিতেছে। এইরূপে দুপদাপ করিয়া বালি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল—কাহারো বাগানের ফুল ছেঁড়ে—কাহারো গাছের ফল পাড়ে—কাহারো মটকার উপর উঠিয়া লাফায়—কাহারো জলের কলসী ভাঙ্গিয়া দেয়।

বালির সকল লোকেই ত্যক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—এ ছোঁড়া কেটা? যেমন খড়পোড়া দ্বারা লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল আমাদিগের গ্রামটা সেইরূপ তচনচ হবে না কি? কেহ২ ঐ বালকের পিতার নাম শুনিয়া বলিল ওহো বাবুরাম বাবুর সুপুত্র—না হবে কেন? "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং"

সন্ধ্যা হইল—শৃগালদিগের হোয়া২ ও ঝিঁ২ পোকার ঝিঁ২ শব্দে গ্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল। বালিতে অনেক ভদ্র লোকের বসতি—প্রায় অনেকের বাটীতে শালগ্রাম আছেন এজন্য শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির ন্যূনতা ছিলনা। বেণী বাবু অধ্যয়নানন্তর গা মোড়া দিয়া উঠিয়া তামাক খাইতেছেন—ইত্যবসরে একটা গোল উপস্থিত হইল। পাঁচ সাত জন লোক নিকটে আসিয়া বলিল—মশাইগো! বৈদ্যবাটীর জমিদারের ছেলে আমাদের উপরে ইট মারিয়াছে—কেহ বলিল আমার ঝাঁক ফেলিয়া দিয়াছে—কেহ বলিল আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়াছে—কেহ বলিল আমার মুখে থুতু দিয়াছে—কেহ বলিল আমার ঘিয়ের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। বেণী বাবু পরদুঃখে কাতর—সকলকে তুষেতোষে ও কিছু২ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন পরে ভাবিলেন এ ছেলের তো বিদ্যা নগদ হইবে—এক বেলাতেই গ্রাম কাঁপিয়ে দিয়াছে—এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করিলে আমার হাড় জুড়ায়।

গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ খুড়া ভগবতী ঠাকুরদাদা ও ফচকে রাজকৃষ্ণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বেণী বাবু এ ছেলেটি কে?—আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম—গোলের চোটে উঠে পড়িলাম—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে শরীরটা মাটি২ করিতেছে। বেণী বাবু কহিলেন আর ও কথা কেন বল? একটা ভারি কর্ম্মভোগে পড়িয়াছি—আমার একটি জমিদার বন্ধু আছে—তাহার হুঁস দীস কিছুই জ্ঞান নাই—কেবল কতকগুলা টাকা আছে। ছেলেটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছে—কিন্তু এরই মধ্যেই হাড় কালী হইল—এমন ছেলেকে তিন দিন রাখিলেই বাটীতে ঘুঘু চরিবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—জন কয়েক চেংড়া পশ্চাতে মতিলাল—"ভজ নর শম্ভুসুতেরে" বলিয়া চীৎকার করিতে২ আসিল। বেণী বাবু বলিলেন ঐ আসছে রে বাবু—চুপ কর—আবার তুই একথা বলিয়া দেও নাকি? পাপকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচি। মতিলাল বেণী বাবুকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাস্য করত কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। বেণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন বাবু কোথায় গিয়াছিলে? মতিলাল বলিল মহাশয়দের গ্রামটা কত বড় তাই দেখে এলাম।

পরে বাটীর ভিতর যাইয়া মতিলাল রাম চাকরকে তামাক আনিতে বলিল। অম্বুরি অথবা ভেলসায় মানে না—কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল। রাম তামাক যোগাইয়া উঠিতে পারে না—এই আনে—এই নাই। এইরূপ মুহুর্মুহু তামাক দেওয়াতে রাম অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারিল না। বেণী বাবু রোয়াকে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ও এক২ বার পিছন ফিরিয়া মিট২ করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। বেণী বাবু অন্তঃপুরে মতিলালকে লইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন ও নানা প্রকার চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতোষ করাইয়া তাম্বূল গ্রহণানন্তর

আপনি শয়ন করিতে গেলেন। মতিলাল শয়নাগারে গিয়া পান তামাক খাইয়া বিছানার ভিতর ঢুকিল। কিছু কাল এ পাশ ও পাশ করিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া একং বার পায়চারি করিতে লাগিল ও একং বার নীধুঠাকুরের সখীসংবাদ অথবা রাম বসুর বিরহ গাইতে লাগিল। গানের চোটে বাটীর সকলের নিদ্রা ছুটে পালাইল।

চণ্ডীমণ্ডপে রাম ও কাশীজোড়া নিবাসী পেলারাম মালি শয়ন করিয়াছিল। দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি বড় আরামে হয়, কিন্তু ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত বিরক্ত জন্মে। গানের চীৎকারে চাকরের ও মালির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

পেলারাম। অহে বাপু রাম! এ সড়ার চিড়কারে মোর নিদ্রা হতেছে না—উঠে বাগানে বীজ গুড়া কি পোড়াইব?

রাম। (গা মোড়া দিয়া) আরে রাত ঝাঁং কচ্চে—এখন কেন উঠবি? বাবু ভাল নালা কেটে জল এনেছে—এ ছোঁড়া কাণ ঝালাপালা কল্লে—গেলে বাঁচি।

পরদিন প্রভাতে বেণী বাবু মতিলালকে লইয়া বৌ-বাজারের বেচারাম বন্দোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বেচারাম বাবু কেনারাম বাবুর পুত্র—বুনিয়াদি বড় মানুষ—সন্তানাদি কিছুই নাই—সাদাসিদে লোক কিন্তু জন্মাবধি গদাখাঁদা—অল্পং পিটপিটে ও চিড়-চিড়ে। বেণী বাবুকে দেখিয়া স্বাভাবিক নাকি স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে কও কি মনে করে?"

বেণী বাবু। মতিলাল মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িবে—শনিবারং ছুটি পাইলে বৈদ্যবাটী যাইবে। বাবুরাম বাবুর কলিকাতায় আপনার মত আত্মীয় আর নাই এজন্য এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।

বেচারাম। তার আটক কি—এও ঘর সেও ঘর! আমার ছেলে পুলে নাই—কেবল দুই ভাগিনেয় আছে—মতিলাল স্বচ্ছন্দে থাকুক।

বেচারাম বাবুর নাকি স্বরের কথা শুনিয়া মতিলাল খিল২ করিয়া হাসিতে লাগিল। অমনি বেণী বাবু উহুঁ২ করত চোক টিপ্তে লাগিলেন ও মনে করিলেন এমন ছেলে সঙ্গে থাকিলে কোথাও সুখ নাই। বেচারাম বাবু মতিলালের হাসি শুনিয়া বলিলেন—বেণী ভায়া! ছেলেটা কিছু বেদড়া দেখিতে পাই যে? বোধ হয় বালককালাবধি বিশেষ নাই পাইয়া থাকিবে। বেণী বাবু অতি অনুসন্ধানী—পূর্ব্বকথা সকলি জানেন, আপনিও ভুগেছেন—কিন্তু নিজ গুণে সকল ঢেকে ঢুকে লইলেন—স্পষ্ট কথা ব্যক্ত করিলে মতিলাল মারা যায়—তাহার কলিকাতায় থাকাও হয়না ও স্কুলে পড়াও হয়না। বেণী বাবুর নিতান্ত বাসনা যে কিছু লেখা পড়া শিখিয়া কোন প্রকারে মানুষ হয়।

অনন্তর অন্যান্য প্রকার অনেক আলাপ করিয়া বেচারাম বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বেণী বাবু মতিলালকে সঙ্গে করিয়া শরবোরণ সাহেবের স্কুলে আসিলেন। হিন্দু-কালেজ হওয়াতে শরবোরণ সাহেবের স্কুল কিঞ্চিৎ মেড়ো পড়িয়াছিল এজন্য সাহেব দিন রাত্রি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন—তাঁহার শরীর মোটা—ভুরুতে রোঁ ভরা—গালে সর্ব্বদা পান—বেত হাতে—এক২ বার ক্লাশে২ বেড়াইতেন ও এক২ বার চৌকিতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন। বেণী বাবু তাঁহার স্কুলে মতিলালকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বালীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

---

৪ কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণ, মতিলালের কুসঙ্গ ও ধৃত হইয়া পুলিসে আনয়ন।

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন,

কিন্তু কলিকাতার এক জনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্ত্তা, ইশারা দ্বারা হইত। মানব স্বভাব এই, যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারাদ্বারাই ক্রমে২ কিছু২ ইংরাজি কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের দাবকায় ইংরাজির চর্চ্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও আনন্দিরাম দাস অনেক ইংরাজি কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন, ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪। ১৬ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল মাষ্টর-গিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামসডিস পড়িত, ও কথার মানে মুখস্ত করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে আইন ঝাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন।

ফেন্‌কো ও আরাতুন পিট্রুস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবরণ সাহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহারা যে স্কুলে পড়ুক আপনা২ পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিতে পারে। সকল স্কুলেরই দোষ গুণ আছে, এবং এমন২ অনেক ছেলেও আছে যে এ স্কুল ভাল নয়, ও স্কুল ভাল নয়, বলিয়া, আজি এখানে—কালি ওখানে ঘুরে২ বেড়ায়—মনে করে, গোলমালে কাল কাটাইয়া দিতে পারিলেই বাপ মাকে ফাঁকি দিলাম। মতিলাল শরবোরণ সাহেবের স্কুলে দুই এক দিন পড়িয়া, কালুস সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

লেখা পড়া শিখিবার তাৎপর্য্য এই, যে সৎ স্বভাব ও সৎ

চরিত্র হইবে—সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে২ বিষয় কর্ম্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এরূপ অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাহিরে সকল কর্ম্ম ভাল রূপ বুঝিতেও পারে—করিতেও পারে। কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই—শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সৎ করিতে হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত। বাপ মদে ডুবে থাকিয়া ছেলেকে মদ খেতে মানা করিলে, সে তাহা শুনবে কেন?—বাপ অসৎ কর্ম্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে, ছেলে তাহাকে বিড়াল তপস্বি জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে। যাহার বাপ ধর্ম্ম পথে চলে তাহার পুত্রের উপদেশ বড় আবশ্যক করে না—বাপের দেখা দেখি পুত্রের সৎ স্বভাব আপনাআপনি জন্মে। মাতারও আপন শিশুর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জননীর মিষ্ট বাক্য, স্নেহ এবং মুখচুম্বনে শিশুর মন যেমন নরম হয়, এমন কিছুতেই হয় না। শিশু যদি নিশ্চয় রূপে জানে যে এমন২ কর্ম্ম করিলে আমাকে মা কোলে লইয়া আদর করিবেন না, তাহা হইলেই তাহার সৎ সংস্কার বদ্ধমূল হয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য, যে শিশুকে কতকগুলা বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাখী না করেন। যাহা পড়িবে তাহা মুখস্থ করিলে স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদ্যপি বুদ্ধির জোর ও কাজের বিদ্যা না হইল, তবে সে লেখাপড়া শেখা কেবল লোক দেখাবার জন্য। শিষ্য বড় হউক বা ছোট হউক, তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবেক, যে পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে—সেরূপ বুঝান শিক্ষার সুধারা ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে—কেবল তাড়ন করিলে হয় না।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে থাকিয়া মতিলাল কিছুমাত্র সুনীতি শেখে নাই। এক্ষণে বহুবাজারে থাকাতে হিতে বিপরীত হইল। বেচারাম বাবুর দুই জন ভাগিনেয় ছিল, তাহা-

দের নাম হলধর ও গদাধর, তাহারা জন্মাবধি পিতা কেমন দেখেনাই। মাতার ও মাতুলের ভয়ে এক২ বার পাঠশালায় গিয়া বসিত, কিন্তু সে নামমাত্র, কেবল পথে ঘাটে—ছাতে মাঠে—ছুটাছুটি—হুটোহুটি করিয়া বেড়াইত। কেহ দমন করিলে দমন শুনিত না—মাকে বলিত, তুমি এমন করোতো আমরা বেরিয়ে যাব। একে চায় আরে পায়—তাহারা দেখিল মতিলালও তাহাদেরই এক জন। দুই এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল। এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়। পরস্পর এ ওর কাঁধে হাত দেয় ও ঘরে দ্বারে বাহিরে ভিতরে হাত ধরাধরি ও গলা জড়াজড়ি করিয়া বেড়ায়। বেচারাম বাবুর ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে দেখিয়া এক২ বার বলিতেন আঁটী এরা যেন এক মার পেটের তিনটি ভাই।

কি শিশু কি যুবা কি বৃদ্ধ ক্রমাগত চুপ করিয়া, অথবা এক প্রকার কর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে ভিন্ন২ কর্ম্মে সময় কাটাইবার উপায় চাই। শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবেক যে তাহারা খেলাও করিবে—পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে। খেলাধূলা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই, যে শরীর তাজা হইয়া উঠিলে তাহাতে পড়াশুনা করিতে অধিক মন যায়। ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—যাহা শেখা যায় তাহা মনে ভেসে২ থাকে—ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু খেলারও হিসাব আছে, যে২ খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয়, সেই খেলাই উপকারক। তাস পাশা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র ফল নাই—তাহাতে কেবল আলস্য স্বভাব বাড়ে—সেই আলস্যেতে নানা উৎপাত ঘটে। যেমন ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে পড়াশুনা ভাল হয় না, তেমন ক্রমাগত খেলাতেও বুদ্ধি হোঁতকা হয় কেননা খেলায় কেবল শরীর সবল হইতে থাকে—মনের কিছুমাত্র চালন হয় না, কিন্তু মন একটা না একটা বিষয় লইয়া

অবশ্যই নিযুক্ত থাকিবে, এমন অবস্থায় তাহা কি কুপথে বই সুপথে যাইতেপারে? অনেক বালক এইরূপেই, অধঃপাতে গিয়া থাকে।

হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়---যাহা মনে যায় তাই করে—কাহারো কথা শুনে না---কাহাকেও মানে না। হয় তাস---নয় পাশা—নয় ঘুড়ি—নয় পায়রা—নয় বুলবুল, একটা না একটা লইয়া সর্ব্বদা আমোদেই আছে---খাবার অবকাশ নাই—শোবার অবকাশ নাই---বাটীর ভিতর যাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে, অমনি বলে---যা বেটা যা, আমরা যাব না। দাসী আসিয়া বলে, অগো মা ঠাকুরাণী যে শুতে পান্ না—তাহাকেও, বলে---দূর্ হ্ হারামজাদি। দাসী মধ্যে২ বলে, আ মরি, কি মিষ্ট কথাই শিখেছ! ক্রমে২ পাড়ার যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া---উনপাঁজুরে---বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবারাত্রি হট্টগোল---বৈঠকখানায় কাণ পাতা ভার---কেবল হো২ শব্দ---হাসির গর্রা ও তামাক চরস গাজার ছর্রা, ধোঁয়াতে অন্ধকার হইতে লাগিল। কার সাধ্য সে দিক্ দিয়া যায়---কারই বাপের সাধ্য যে মানা করে। বেচারাম বাবু এক২ বার গন্ধ পান---নাক টিপে ধরেন আর বলেন---দূর২।

সঙ্গ দোষের ন্যায় আর ভয়ানক নাই। বাপ মা ও শিক্ষক সর্ব্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গ দোষে সব যায়, যে স্থলে ঐ রূপ যত্ন কিছু মাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গ দোষে কত মন্দ হয়, তাহা বলা যায় না।

মতিলাল যে সকল সঙ্গি পাইল, তাহাতে তাহার সুস্বভাব হওয়া দূরে থাকুক, কুস্বভাব ও কুমতি দিন২ বাড়িতে লাগিল। সপ্তাহে দুই এক দিন স্কুলে যায় ও অতিকষ্টে সাক্ষিগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকে। হয়তো ছেলেদের সঙ্গে ফটকি নাটকি করে---নয়তো সেলেট্ লইয়া ছবি আঁকে—পড়াশুনায় পাঁচ মিনিটও মন দেয় না। সর্ব্বদা মন উড়ু২, কতক্ষণে সমবয়সিদের সঙ্গে ধূমধাম ও আহ্লাদ আমোদ

করিব। এমনং শিক্ষকও আছেন, যে মতিলালের মত ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় ভেজাইতে পারেন। তাঁহারা শিক্ষা করাইবার নানা প্রকার ধারা জানেন—যাহার প্রতি যে ধারা খাটে, সেই ধারা অনুসারে শিক্ষা দেন। এক্ষণে সরকারি স্কুলে যেরূপ ভড়ুঙ্গে রকম শিক্ষা হইয়া থাকে, কালুস সাহেবের স্কুলেও সেই রূপ শিক্ষা হইত। প্রত্যেক ক্লাশের প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না—ভারিং বহি পড়িবার অগ্রে সহজং বহি ভালরূপে বুঝিতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান হইত না—অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল,—বুঝুক বা না বুঝুক জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কিং শিক্ষা করাইলে উত্তর কালে কর্ম্মে লাগিতে পারিবে তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত স্কুলে যে ছেলে পড়ে তাহার বিদ্যা শিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।

মতিলাল যেমন বাপের বেটা—যেমন সহবত পাইয়াছিল—যেমন স্থানে বাস করিত—যেমন স্কুলে পড়িতে লাগিল তেমনি তাহার বিদ্যাও ভারি হইল। এক প্রকার শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহবা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে—কেহবা গোঁপে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়। বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস সাহেবের সোণার কাটি রূপার কাটি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড়মানুষের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন আপনার ছেলের আমি সর্ব্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন! সেতো ছেলে নয় পরশ পাথর! স্কুলে উপর উপর ক্লাশের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। এ কথা প্রকাশ হইলে পোল অপমান হইবে, এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন—মানে জিজ্ঞাসা করিলে

বলিতেন উক্রুনেরি দেখ। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটা কুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাষ্টরগিরি চলে না, কার্য্য শব্দ কাটিয়া কর্ম্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম্ম শব্দ কাটিয়া কার্য্য লিখিতেন—ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমরা বড় বেআদব, আমি যাহা বলিব তাহার উপর আবার কথা কও? মধ্যে২ বড়মানুষের ছেলেদের লইয়া বড় আদর করিতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাদের অমুক জায়গার ভাড়া কত—অমুক তালুকের মুনফা কত? মতিলাল অল্প দিনের মধ্যে বক্রেশ্বর বাবুর অতি প্রিয় পাত্র হইল। আজ ফলটি, কাল ফলটি, আজ বইখানি, কাল হাতরুমালখানি আনিত, বক্রেশ্বর বাবু মনে করিতেন মতিলালের মত ছেলেদিগকে হাত ছাড়া করা ভাল নয়—ইহারা বড় হইয়া উঠিলে আমার বেগুন ক্ষেত হইবে। স্কুলের তদারকের কথা লইয়া খুঁটি নাটি করিলে আমার কি পরকালে সাক্ষি দিবে?

শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল। স্কুলে থাকিতে গেলে ছটফটানি ধরে—একবার এ দিগে দেখে—একবার ও দিগে দেখে—একবার বসে—একবার ডেস্ক বাজায়,—এক লহমাও স্থির থাকে না। শনিবারে স্কুলে আসিয়া বক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাপস্কুল করিয়া বাটী যায়। পথে পানের খিলি খরিদ করিয়া দুই পাশে পায়রাওয়ালা ও ঘুড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া যাইতেছে—অম্লান মুখ, কাহারও প্রতি দৃক্পাত নাই, ইতিমধ্যে পুলিসের এক জন সারজন ও কয়েক জন পেয়াদা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সারজন কহিল তোমারা নাম পর পলিসমে গেরেফ্তারি হুয়া—তোমকো জরুর জানে হোগা। মতিলাল হাত বাগ্ড়া বাগড়ি করিতে আরম্ভ করিল। সারজন বলবান—তাকে হিড়হ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মতি-

লাল ভূমিতে পড়িয়া গেল—সমস্ত শরীরে ছড় গিয়া ধূলায় পরিপূর্ণ হইল, তবুও এক২ বার ছিনিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সারজনও মধ্যে২ দুই এক কিল ও ঘুসা মারিতে থাকিল। অবশেষে রাস্তায় পড়িয়া বাপকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এক২ বার তাহার মনে উদয় হইল যে কেন এমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম—কুলোকের সঙ্গী হইয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল। রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল—এ ওকে জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপারটা কি? দুই এক জন বুড়ী বলাবলি করিতে লাগিল, আহা কার বাছাকে এমন করিয়া মারেগা—ছেলেটির মুখ যেন চাঁদের মত—ওর কথা শুনে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠে।

সূর্য্য অস্ত না হইতে২ মতিলাল পুলিসে আনীত হইল, তথায় দেখিল যে হলধর, গদাধর ও পাড়ার রামগোবিন্দ দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ প্রভৃতিকেও ধরিয়া আনিয়াছে—তাহারা সকলে অধোমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বেলাকিয়র সাহেব মেজিষ্ট্রেট—তাঁহাকে তজবিজ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি বাটী গিয়াছেন এজন্য সকল আসামিকে বেনিগারদে থাকিতে হইল।

---

৫ বাবুরামবাবুকে সংবাদ দেওনার্থে প্রেমনারায়ণকে প্রেরণ, বাবুরামেরে সভা বর্ণন, ঠকচাচার পরিচয়, বাবুরামেরস্ত্রীর সহিত কথোপকথন, কলিকাতায় আগমন—প্রভাত কালীন কলিকাতার বর্ণন, বাবুরামের বাঞ্ছারামের বাটীতে গমন তথায় আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ ও মতিলাল সংক্রান্ত কথোপকথন।

“শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই”—টক্—টক্—পটাস—পটাস, মিয়াজান গাড়ো-

য়ান এক২ বার গান করিতেছে—টিটকারি দিতেছে ও শালার গরু চল্‌তে পারেনা বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ২ মারিতেছে। একটু২ মেঘ হইয়াছে—একটু২ বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু দুটা হন২ করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়িকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন —গাড়িখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স২ ডংয়স২ করিয়া চলিতেছে —পটাপিট পটাপট চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুইটা ভাত মুখে দিয়া শওয়ার হইয়াছেন—গাড়ির কেঁকোঁচ ছোঁকোঁচে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরুর গাড়ি এগিয়ে গেল তাহাতে আরো বিরক্ত হইলেন। একবিষয়ে প্রেমনারায়ণের দোষ দেওয়া মিছে—অভিমান ছাড়া লোক পাওয়া ভার। প্রায় সকলেই আপনাকে আপনি বড় জানে। একটুক্ মানের ত্রুটি হইলেই কেহ২ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে—কেহ২ মুখটি গোঁজ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রেমনারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—চাকুরি করা ঝকমারি— চাকরে কুকুরে সমান—হুকুম করিলে দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে মরেছি—আমাকে খেতে দেয় নাই—শুতে দেয় নাই—আমার নামে গান বাঁধিত —সর্ব্বদা ক্ষুদে পীপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত—আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে২ আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো২ করিত। এসব সহিয়া কোন্ ভালো মানুষ টিকিতে পারে? ইহাতে সহজ মানুষ পাগল হয়! আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই নাই এই আমার বাহাদুরি—আমার বড় গুরু বল [illegible]য অদ্যাপিও সরকারগিরি কর্ম্মটি বজায় আছে। ছোঁড়াদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন জেলে পচে মরুক—আর যেন খালাস হয় না—কিন্তু একথা কেবল কথার কথা, আমি নিজেই খালাসের তদ্বিরে যাইতেছি। মনিবওয়ারি কর্ম্ম ছাড়া কি? মানুষকে পেটের জ্বালায় সব করিতে হয়।

বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই এক জন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া টেকির কচ্‌কচি করিতেছেন। এক পাশে কয়েক জন শতরঞ্চ খেলিতেছে তাহার মধ্যে এক জন খেলওয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাত। এক পাশে দুই এক জন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে—তানপূরা মেও২ করিয়া ডাকিতেছে। এক পাশে মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জ্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে,—অনেকের দেনা পাওনা ডিক্রি ডিসমিস হইতেছে —বৈঠকখানা লোকে থই২ করিতেছে। মহাজনেরা কেহ২ বলিতেছে মহাশয় কাহার তিন বৎসর—কাহার চার বৎসর হইল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াছি, কিন্তু টাকা না পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে—আমরা অনেক হাঁটাহাঁটি করিলাম—আমাদের কাজ কর্ম্ম সব গেল। খুচরা২ মহাজনেরা যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা তাহারাও কেঁদে ককিয়ে কহিতেছে—মহাশয় আমরা মারা গেলাম —আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ—এমন করিলে আমরা কেমন করে বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতে২ আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল,—আমাদের দোকান পাট সব বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও শুকিয়ে মরিল। দেওয়ানজী এক২ বার উত্তর করিতেছে—তোরা আজ যা—টাকা পাবি বইকি—এত বকিস্ কেন? তাহার উপর যে চেড়ে কথা কহিতেছে অমনি বাবুরাম বাবু চোক মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে গালি গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালি বড় মানুষ বাবুরা দেশ শুদ্ধ লোকের জিনিস ধারে লন— টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে—বাক্সের ভিতর টাকা কে কিন্তু টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকের বাহার ও জমজমা হয় না। গরিব দুঃখী মহাজন বাঁচিলো।

কি মরিলে তাহাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু এরূপ বড় মানুষি করিলে বাপ পিতামহের নাম বজায় থাকে। অন্য কতক গুলা ফতো বড়মানুষ আছে—তাহাদের উপরে চাকন চিকন, ভিতরে খ্যাড়। বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, আর দেখে ব্যয় করিতে হইলেই মনে ধরে—তাহাতে নামনেও হয় না—বাবুগিরিও চলে না, কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধুলা দেয়—ধারে টাকা কি জিনিস পাইলে ডুগাগুরি দেয়—বড় পেড়াপেড়ি হইলে এর নিয়ে ওকে দেয় অবশেষে সমন ওয়ারিণ বাহির হইলে বিষয় আশয় বেনামি করিয়া গাঢাকা হয়।

বাবুরাম বাবুর টাকাতে অতিশয় মায়া— বড় হাত ভারি —বাক্স থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিষম দায় হয়। মহাজনদিগের সহিত কচকচি ঝকরাকি করিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতার সকল সমাচার কাণে২ বলিলেন। বাবুরাম বাবু শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন—বোধ হইল যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া তাঁহার মাথায় পড়িল। অনেক কাল পরে সুস্থির হইয়া ভাবিয়া মোকাজান মিয়াকে ডাকাইলেন। মোকাজান আদালতের কর্ম্মে বড় পটু। অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে—সাক্ষী সাজাইয়া দিতে—দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে—গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে—দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভ-ক্ষণে জন্ম হইয়াছে—রমজান ইদ সোবেরাত আমার করা সার্থক—বোধ হয় পিরের কাছে কসে ফয়তা দিলে আমার কুদরত আরও বাড়িয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া উজু করিতে ছিলেন বাবুরাম বাবুর ডাক

থাকি হাঁকাহাঁকিতে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া নির্জ্জনে সকল সংবাদ শুনিলেন। কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন— ডর কি বাবু? এমন কত শত মকদ্দমা মুখে উড়াইয়া দিয়েছি এবা কোন্ ছার? মোর কাছে পাকা২ লোক আছে— তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব—তোমাদের জবানবন্দিতে মকদ্দমা জিত্‌ব—কিছু ডর কর না—কেল খুব ফজরে এসবো, এজ্ চল্‌লাম।

বাবুরাম বাবু সাহস পাইলেন বটে তথাপি ভাবনায় অস্থির হইতে লাগিলেন। আপনার স্ত্রীকে বড় ভালবাসিতেন. স্ত্রী যাহা বলিতেন সেই কথাই কথা—স্ত্রী যদি বলিতেন এ জল নয় দুধ, তবে চোখে দেখিলেও বলিতেন তাইতো এ জল নয়—এ দুধ—না হলে গৃহিণী কেন বল্‌বেন? অন্যান্য লোকে আপন২ পত্নীকে ভালবাসে বটে কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিতে পারে যে স্ত্রীর কথা কোন২ বিষয়ে ও কত দূর পর্য্যন্ত শুনা উচিত। সুপুরুষ আপন পত্নীকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসে কিন্তু স্ত্রীর সকল কথা শুনিতে গেলে পুরুষকে শাড়ী পরিয়া বাটীর ভিতর থাকা উচিত। বাবুরাম বাবু স্ত্রী উঠ বলিলে উঠিতেন—বস বলিলে বসিতেন। কয়েক মাস হইল গৃহিণীর একটী নবকুমার হইয়াছে—কোলে লইয়া আদর করিতেছেন—দুই দিগে দুই কন্যা বসিয়া রহিয়াছে, ঘরকন্না ও অন্যান্য কথা হইতেছে এমত সময়ে কর্ত্তা বাটীর মধ্যে গিয়া বিষণ্ণ ভাবে বসিলেন এবং বলিলেন—গিন্নি! আমার কপাল বড় মন্দ—মনে করিয়াছিলাম মতি মানুষ মুনষ হইলে তাহাকে সকল বিষয়ের ভার দিয়া আমরা কাশীতে গিয়া বাস করিব কিন্তু সে আশায় বুঝি বিধি নিরাশ করিলেন।

গৃহিণী। ওগো—কি—কি—শীঘ্র বল কথা শুনে যে আমার বুক ধড় ফড় করতে লাগ্‌ল—আমার মতি তো ভাল আছে?

কর্ত্তা। হাঁ—ভাল আছে—শুনিলাম পুলিসের লোক আজ্ তাহাকে ধরে হিঁচুড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে।

গৃহিণী। কি বল্লে?—মতিকে হিঁচুড়েয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে? ওগো কেন কয়েদ করেছে? আহা বাছার গায়ে কতই ছড় গিয়াছে, বুঝি আমার বাছা খেতেও পায়-নাই—শুতেও পায়নাই। ওগো কি হবে? আমার মতিকে এখুনি আনিয়া দাও।

এই বলিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন দুই কন্যা চক্ষের জল মুচাইতে২ নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণীর রোদন দেখিয়া কোলের শিশুটিও কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে২ কথা বার্ত্তার ছলে কর্ত্তা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন মতিলাল মধ্যে২ বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট হইতে নানা প্রকার ছল করিয়া টাকা লইয়া যাইত। গৃহিণী একথা প্রকাশ করেন নাই—কি জানি কর্ত্তা রাগ করিতে পারেন—অথচ ছেলেটিও আদুরে—গোসা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে। ছেলে পুলের সংক্রান্ত সকল কথা স্ত্রীলোকদিগের স্বামির নিকট বলা ভাল। রোগ লুকাইয়া রাখিলে কখনই ভাল হয় না। কর্ত্তা গৃহিণীর সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া পর দিন কলিকাতায় যে স্থানে যাইবেন তথায় আপনার কয়েক জন আত্মীয়কে উপস্থিত হইবার জন্য রাত্রেতেই চিঠি পাঠাইয়া দিলেন।

সুখের রাত্রি দেখিতে২ যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিন্তু পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে২ ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে২ ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাস২ করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হুহু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডি-

ভেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি২ হইয়া পরস্পর মনের কথাবর্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ ঠাকুরঝীর জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচতে সাধ নাই—বৌছুঁড়ি আমাকে দুপা দিয়া থেতলায়—বেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার বিএটি দিয়ে নি।

এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে২ কাণা-মেঘ আছে—রাস্তা ঘাট সেঁতসেঁত করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তমাক খাইয়া এক খানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল-না—অনেক চাড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম সকম দেখিয়া কেহ২ বলিল—ওগো বাবু ঝাঁকা মুটের উপর বসে যাবে? তাহা হইলে দুপয়সায় হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া যেমন বাবুরাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন অমনি দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোঁড়া গুলা হো২ করিয়া দূরে থেকে হাত তালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু অধোমুখে শীঘ্র এক খানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খন২ ঝন২ শব্দে বাহির শিমলের বাঞ্ছারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঞ্ছারাম বাবু বৈঠকখানার উকিল বটলর সাহেবের মুতসুদ্দি—আইন আদালত—মামলা মকদ্দমায় বড় ধড়িবাজ। মাসে মাহিনা ৫০ টাকা কিন্তু প্রাপ্তির সীমা নাই বাটীতে নিত্য ক্রিয়া কাণ্ড হয়। তাঁহার বৈঠকখানায় বালীর বেণী বাবু, বহুবাজারের বেচারাম

বাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন।

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল দুধ দিয়া কাল সাপ পুষিয়া ছিলে। তোমাকে পুনঃ২ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—ছেলে হতে ইহকালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতে২ ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা গদা ও আর২ ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডুষ জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব? দূর২।

বাবুরাম। কে কাহাকে মন্দ করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা বড় কঠিন—এক্ষণে তদ্বিরের কথা বলুন!

বেচারাম। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর—আমি জ্বালাতন হইয়াছি—রাত্রে ঠাকুর ঘরের ভিতর যাইয়া বোতল২ মদ খায়—চরস গাঁজার ধোঁয়াতে কড়িকাট কাল করিয়াছে—রূপা সোণার জিনিস চুরি করিয়া বিক্রি করিয়াছে আবার বলে একদিন শালগ্রামকে পোড়াইয়া চূণ করিয়া পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলিব। আমি আবার তাহাদের খালাসের জন্যে টাকা দিব? দূর২!

বক্রেশ্বর। মতিলাল এত মন্দ নহে—আমি স্বচক্ষে স্কুলে দেখিয়াছি তাহার স্বভাব বড় ভাল—সেতো ছেলে নয়, পরেস পাথর, তবে এমনটা কেন হইল বলিতে পারি না।

ঠকচাচা। মুই বলি এসব ফেল্ত বাতের দরকার কি? ত্যাল খেড়ের বাতে তে কি মোদের প্যাট ভরবে? মকদ্দমাটার বুনিয়াদটা পেকড়ে শেজিয়া ফেলায়াওক।

বাঞ্ছারাম (মনে২ বড় আহ্লাদ—মনে করিতেছেন বুঝি চিঁড়া দই পেকে উঠিল) কারবারি লোক না হইলে কারবারের কথা বুঝে না। ঠকচাচা যাহা বলিতেছেন তাহাই

কাজের কথা। দুই এক জন পাকা সাক্ষিকে ভাল তালিম করিয়া রাখিতে হইবে—আমাদিগের বটলর সাহেবকে উকিল ধরিতে হইবে—তাতে যদি মকদ্দমা জিত না হয় তবে বড় আদালতে লইয়া যাব—বড় আদালতে কিছু না হয়—কৌনসেল পর্য্যন্ত যাব,—কৌনসেলে কিছু না হয় তো বিলাত পর্য্যন্ত করিতে হইবে। একি ছেলের হাতে পিটে? কিন্তু আমাদিগের বটলর সাহেব না থাকিলে কিছুই হইবে না। সাহেব বড় ধাম্মিষ্ঠ—তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন আর সাক্ষিদিগকে যেন পাখী পড়াইয়া তইয়ার করেন।

বক্রেশ্বর বাবু, আপদে পড়িলেই বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক হয়। মকদ্দমার তদ্বির অবশ্যই করিতে হইবেক। বে তদ্বিরে দাঁড়িয়া হারা ও হাততালি খাওয়া কি ভাল?

বাঞ্ছারাম বাবু। বটলর সাহেবের মত বুদ্ধিমান উকিল আর দেখিতে পাই না। তাহার বুদ্ধির বলিহারি যাই। এসকল মকদ্দমা তিনি তিন কথাতে উড়াইয়া দিবেন। এক্ষণে শীঘ্র উঠুন—তাঁহার বাটীতে চলুন।

বেণী বাবু। মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। প্রাণ বিয়োগ হইলেও অধর্ম্ম করিব না। খাতিরে সব কর্ম্ম পারি কিন্তু পরকালটি খোয়াইতে পারি না। বাস্তবিক দোষ থাকিলে দোষ স্বীকার করা ভাল—সত্যের মাইর নাই—বিপদে মিথ্যা পথ আশ্রয় করিলে বিপদ বাড়িয়া উঠে।

ঠক চাচা। হা—হা—হা—হা—মকদ্দমা করা কেতাবি লোকের কাম নয়—তেনারা একটা ধাবকাতেই পেলেয়ে যায়। এনার বাত মাফিক কাম কর্‌লে মোদের মেটির ভিতর জল্‌দি যেতে হবে—কেয়া খুব!

বাঞ্ছারাম। আপনাদের সাজ করিতে বেলা ফুরাল। বেণী বাবু স্থিরপ্রজ্ঞ—নীতি শাস্ত্রে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তাঁহার সঙ্গে তখন এক দিন বালীতে গিয়া তর্ক করা যাইবেক? এক্ষণে আপনারা গাত্রোত্থান করুন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! তোমার যে মত আমার সেই মত—আমার তিন কাল গিয়াছে—এক কাল ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অধর্ম্ম করিব না আর কাহার জন্যে বা অধর্ম্ম করিব? ছোঁড়ারা আমার হাড় ভাজা২ করিয়াছে—তাদের জন্যে আমি আবার খরচ করিব—তাদের জন্য মিথ্যা সাক্ষি দেওয়াইব? তাহারা জেলে যায় তো এক প্রকার আমি বাঁচি। তাদের জন্যে আমার খেদ কি?—তাদের মুখ দেখিলে গা জ্বলে উঠে—দুর২!!!

---

৬ মতিলালের মাতার চিন্তা, ভগিনী দ্বয়ের কথোপকথন, বেণী ও বেচারাম বাবুর নীতি বিষয়ে কথোপকথন ও বরদাপ্রসাদ বাবুর পরিচয়।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে স্বস্ত্যয়নের ধূম লেগে গেল। সূর্য্য উদয় না হইতেই শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, রামগোপাল চূড়ামণি প্রভৃতি জপ করিতে বসিলেন। কেহ তুলসী দেন—কেহ বিল্বপত্র বাছেন—কেহ বম্‌বম্‌ করিয়া গালবাদ্য করেন—কেহ বলেন যদি মঙ্গল না হয় তবে আমি বামুন নহি—কেহ কহেন যদি মন্দ হয় তবে আমি পৈতে গুলাব। বাটীর সকলেই শশব্যস্ত—কাহারো মনে কিছুমাত্র সুখ নাই।

গৃহিণী জানালার নিকটে বসিয়া কাতরে আপন ইষ্টদেবতাকে ডাকিতেছেন। কোলের ছেলেটি চুষী লইয়া চুষিতেছে—মধ্যে২ হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। শিশুটীর প্রতি এক২ বার দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী মনে২ বলিতেছেন—যাদু! তুমি আবার কেমন হবে বলিতে পারি না। ছেলে না হবার এক জ্বালা—হবার শতেক জ্বালা—যদি ছেলের একটু রোগ হলো, তো মার প্রাণ অমনি উড়ে গেল। ছেলে কিসে ভাল হবে এজন্য মা শরীর একেবারে ঢেলে দেয়—তখন খাওয়া বল, শোয়া বল, সব ঘুরে যায়—দিনকে দিন জ্ঞান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না, এত

দুঃখের ছেলে বড় হয়ে যদি সুসন্তান হয় তবেই সব সার্থক, তা না হলে মার জীয়ন্তে মৃত্যু—সংসারে কিছুই ভাল লাগে না—পাড়াপড়সির কাছে মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না—বড় মুখটি ছোট হয়ে যায়, আর মনে হয় যে পৃথিবী দোফাঁক হও আমি তোমার ভিতর সেঁদুই। মতিকে যে কষ্টে মানুষ করেছি তা গুরুদেবই জানেন—এখন বাছা উড়তে শিখে আমাকে ভাল ল্যাজ দিতেছেন। মতির কুকর্ম্মের কথা শুনে আমি ভাজা২ হয়েছি—দুঃখেতে ও ঘৃণাতে মরে রয়েছি। কর্ত্তাকে সকল কথা বলি না, সকল কথা শুনিলে তিনি পাগল হতে পারেন। দূর হউক, আর ভাবিতে পারি না! আমি মেয়ে মানুষ, ভেবেই বা কি করিব!—যা কপালে আছে তাই হবে।

দাসী আসিয়া খোকাকে লইয়া গেল। গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিলেন। মনের ধর্ম্মই এই, যখন এক বিষয়ে মগ্ন থাকে তখন সে বিষয়টী হঠাৎ ভুলিয়া আর একটি বিষয়ে প্রায় যায় না। এই কারণে গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিয়াও আহ্নিক করিতে পারিলেন না। একং বার যত্ন করেন জপে মন দি, কিন্তু মন সে দিকে যায় না। মতির কথা মনে উদয় হইতে লাগিল—সে যেন প্রবল স্রোত, কার সাধ্য নিবারণ করে। কখনং বোধ হইতে লাগিল তাহার কয়েদ হুকুম হইয়াছে—তাহাকে বাঁধিয়া জেলে লইয়া যাইতেছে—তাহার পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন,—দুঃখেতে ঘাড় হেঁট করিয়া রোদন করিতেছেন। কখন বা জ্ঞান হইতেছে পুত্র নিকটে আসিয়া বলিতেছে মা আমাকে ক্ষমা কর—আমি যা করিয়াছি তা করিয়াছি আর আমি কখন তোমার মনে বেদনা দিব না, আবার একং বার বোধ হইতেছে যে মতির ঘোর বিপদ উপস্থিত—তাহাকে জন্মের মত দেশান্তর যাইতে হইবেক। গৃহিণীর চটক ভাঙ্গিয়া গেলে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—এ দিনের বেলা—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না—এ তো স্বপ্ন নয়, তবে কি খেয়াল দেখিলাম? কে জানে আমার

মনটা আজ কেন এমন হচ্চে! এই বলিয়া চক্ষের জল ফেলিতে২ ভূমিতে আস্তে২ শয়ন করিলেন।

দুই কন্যা মোক্ষদা ও প্রমদা ছাতের উপরে বসিয়া মাথা শুকাইতে ছিলেন।

মোক্ষদা। ওরে প্রমদা চুল গুলা ভাল করে এলিয়ে দে না, তোর চুল গুলা যে বড় উষ্ক খুষ্ক হয়েছে?—না হবেই বা কেন? সাত জন্মে তো একটু তেল পড়ে না—মানুষের তেলে জলেই শরীর, বার মাস রুক্ষ্ম নেয়ে কি একটা রোগ নারা করবি? তুই এত ভাবিস্ কেন?—ভেবে২ যে দড়ি বেটে গেলি।

প্রমদা। দিদি! আমি কি সাধ করে ভাবি? মন বুঝে না কি করি? ছেলেবেলা বাপ একজন কুলীনের ছেলেকে ধরে এনে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন—একথা বড় হয়ে শুনেছি। পতি কত শত স্থানে বিয়ে করেছেন, আর তাঁহার যেরূপ চরিত্র তাতে তাঁহার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। অমন স্বামী না থাকা ভাল।

মোক্ষদা। ছাবি! অমন কথা বালিসনে—স্বামী মন্দ হউক ছন্দ হউক, মেয়ে মানুষের এয়ত থাকা ভাল!

প্রমদা। তবে শুনবে? আর বৎসর যখন আমি পালা জ্বর ভুগতেছিনু—দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম—উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিলনা, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়ে মানুষের স্বামির ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম দুই দণ্ড কাছে বসে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বল্লে প্রত্যয় যাবে না—তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বল্লেন ষোল বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি—তুমি আমার এক স্ত্রী—টাকার দরকারে তোমার নিকটে আসিতেছি—শীঘ্র যাব—তোমার বাপকে বল্লাম তিনিতো ফাঁকি দিলেন—তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বল্লাম মাকে জিজ্ঞাসা করি—মা যা বল্বেন তাই করবো। এই কথা

শুনিবা মাত্রে আমায় হাতের বালা গাছটি জোর করে খুলে নিলেন আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন—তাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু, তার পর মা আসিয়া আমাকে অনেকক্ষণ বাতাস করাতে আমার চেতনা হয়।

মোক্ষদা। প্রমদা! তোর দুঃখের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আইসে, দেখ তোর তবু এয়ত আছে আমার তাও নাই।

প্রমদা। দিদি স্বামির এই রকম। ভাগ্যে কিছুদিন মামার বাড়ী ছিলাম তাই একটু লেখা পড়া ও ছুন্নরি কর্ম্ম শিখিয়াছি। সমস্ত দিন কর্ম্ম কাজ ও মধ্যে২ লেখা পড়া ও ছুন্নরি কর্ম্ম করিয়া মনের দুঃখ ঢেকে বেড়াই। একলা বসে যদি একটু ভাবি তো মনটি অমনি জ্বলে উঠে।

মোক্ষদা। কি করবে! আর জন্মে কত পাপ করা গিয়াছিল তাই আমাদের এত ভোগ হতেচে। খাটা খাটনি করলে শরীরটা ভাল থাকে মনও ভাল থাকে। চুপ করিয়া বসে থাকিলে দুর্ভাবনা বল, দুর্মতি বল, রোগ বল, সকলে আসিয়া ধরে। আমাকে একথা মামা বলে দেন আমি এই করে বিধবা হওয়ার যন্ত্রণাকে অনেক খাট করেছি, আর সর্ব্বদা ভাবি যে সকলই পরমেশ্বরের হাত, তাঁর প্রতি মন থাকাই আসল কর্ম্ম। বোন্! ভাবতে গেলে ভাবনার সমুদ্রে পড়তে হয়। তার কূল কিনারা নাই। ভেবে কি করবি? দশটা ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্—বাপ মার সেবা কর্—ভাই দুটির প্রতি যত্ন কর্, আবার তাদের্ ছেলেপুলে হলে লালন পালন করিস্—তারাই আমাদের ছেলেপুলে।

প্রমদা। দিদি, যা বল্‌তেছ তা সত্য বটে কিন্তু বড় ভাইটি তো একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। কেবল কুকথা কুকর্ম্ম ও কুলোক লইয়া আছে। তার যেমন স্বভাব তেমনি বাপ মার প্রতি ভক্তি—তেমনি আমাদের প্রতিও স্নেহ। বোনের স্নেহ ভায়ের প্রতি যতটা হয় ভায়ের স্নেহ

তার শত অংশের এক অংশও হয় না। বোন্ ভাইং করে সারা হন কিন্তু ভাই সর্ব্বদা মনে করেন বোন বিদায় হলেই বাঁচি। আমরা বড় বোন—মতি, যদি কখনং কাছে এসে দু একটা ভাল কথা বলে তাতেও মনটা ঠাণ্ডা হয় কিন্তু তার যেমন ব্যবহার তা তো জান?

মোক্ষদা। সকল ভাই এরূপ করে না। এমন ভাইও আছে যে বড় বোনকে মার মত দেখে, ছোট বোনকে মেয়ের মত দেখে। সত্যি বল্‌চি এমন ভাই আছে যে ভাইকেও যেমন দেখে বোনকেও তেমন দেখে। দুদণ্ড বোনের সঙ্গে কথা বার্ত্তা না কহিলে তৃপ্তি বোধ করে না ও বোনের আপদ পড়িলে প্রাণ পণে সাহায্য করে।

প্রমদা। তা বটে কিন্তু আমাদিগের যেমন পোড়া কপাল তেমনি ভাই পেয়েছি। হায় পৃথিবীতে কোন প্রকার সুখ হল না!

দাসী আসিয়া বলিল মা ঠাকুরুণ্ কাঁদছেন এই কথা শুনিবা মাত্রে দুই বোনে তাড়াতাড়ি করিয়া নীচে নামিয়ে গেলেন।

চাঁদনীর রাত্রি। গঙ্গার উপর চন্দ্রের আভা পড়িয়াছে—মন্দং বায়ু বহিতেছে—বোন ফুলের সৌগন্ধ্য মিশ্রিত হইয়া একং বার যেন আমোদ করিতেছে—ডেও গুলা নেচেং উঠিতেছে। নিকটবর্ত্তি ঝোপের পাখী সকল নানা রবে ডাকিতেছে। বালির বেণী বাবু দেওনাগাজির ঘাটে বসিয়া এদিক ওদিক দেখিতেং কেদারা রাগিণীতে "সি কেহো" খেয়াল গাইতেছেন। গানেতে মগ্ন হইয়াছেন, মধ্যেং তালও দিতেছেন। ইতিমধ্যে পেছন দিক্ থেকে "বেণী ভায়াং ও সি কেহো" বলিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। বেণী বাবু ফিরিয়া দেখেন যে বৈঠকখানা বাজারের বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত অমনি আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে আনিয়া বসাইলেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! তুমি আজ বাবুরামকে যে ওয়াজিব কথা বলিয়াছ। তোমাদের গ্রামে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলাম—তোমার উপর আমি বড় তুষ্ট হইয়াছি এজন্য ইচ্ছা হইল তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

বেণী বাবু। বেচারাম দাদা! আমরা নিজে দুঃখি প্রাণী লোক, মজুরি করে এনে দিনপাত করি। যে সব স্থানে জ্ঞানের অথবা ধর্ম্ম কথার চর্চ্চা হয় সেই সব স্থানে যাই। বড় মানুষ কুটুম্ব ও আলাপী অনেক আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের নিকট চক্ষুলজ্জা অথবা দায়ে পড়ে কিম্বা নিজ প্রয়োজনেই কখনং যাই, সাদ করে বড় যাইনা, আর গেলেও মনের প্রীতি হয়না। কারণ বড়মানুষ বড়মানুষকেই খাতির করে আমরা গেলে হদ্য বলবে—“আজ বড় গরমি—কেমন কাজকর্ম্ম ভাল হচ্চে—অরে এক ছিলিম তামাক দে”। যদি একবার হেসে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে বর্ত্তে গেলাম। এক্ষণে টাকার যত মান তত মান বিদ্যারও নাই ধর্ম্মেরও নাই। আর বড়মানুষের খোসামোদ করাও বড় দায়! কথাই আছে “বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ” কিন্তু লোকে বুঝে না—টাকার এমন কুহক যে লোকে লাথিও খাচ্চে এবং নিকটে গিয়া যে আজ্ঞাও করছে। সে যাহা হউক, বড়মানুষের সঙ্গে থাকলে পরকাল রাখা ভার। আজকের যে ব্যাপারটি হইয়াছিল তাতে পরকালটি নিয়ে বিলক্ষণ টানাটানি।

বেচারাম। বাবুরামের রকম সকম দেখিয়া বোধ হয় যে তাহার গতিক ভাল নয়। আহা! কি মন্ত্রি পাইয়াছেন! এক বেটা নেড়ে তাহার নাম ঠকচাচা। সে বেটা জোয়া-চোরের পাদশা। তার হাড়ে ভেল্কি হয়। বাঞ্ছারাম উকিলের বাটীর লোক! তিনি বর্ণচোরা আঁব—ভিজে বেরালের মত আস্তেং সলিয়া কলিয়া লওয়ান। তাঁহার হাতে যিনি পড়েন তাহার দফা একেবারে রফা হয়, আর বক্রেশ্বর মাষ্টরগিরি করেন—নীতি শিখান অথচ

জল উচ নীচ সকলের শিরোমণি। দূর২! যাহা হউক,
তোমার এ ধর্ম্ম জ্ঞান কি ইংরাজী পড়িয়া হইয়াছে?

বেণী বাবু। আমার এমন কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে! এরূপ
আমাকে বলা কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ করা। যৎকিঞ্চিৎ
যাহা হিতাহিত বোধ হইয়াছে তাহা বদরগঞ্জের বরদা
বাবুর প্রসাদাৎ। সেই মহাশয়ের সহিত অনেক দিন
সহবাস করিয়াছিলাম। তিনি দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ
দিয়াছেন।

বেচারাম। বরদা বাবু কে? তাঁহার বৃত্তান্ত বিস্তারিত
করিয়া বল দেখি। এমত কথা সকল শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

বেণী বাবু। বরদা বাবুর বাটী বঙ্গদেশে—পরগণে
এটেকাগমারি। পিতার বিয়োগ হইলে কলিকাতায়
আইসেন—অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ আত্যন্তিক ছিল—আজ খান
এমত যোত্র ছিলনা। বাল্যাবস্থা অবধি পরমার্থ প্রসঙ্গে
সর্ব্বদা রত থাকিতেন, এজন্য ক্লেশ পাইলেও ক্লেশ বোধ
হইত না। একখানি সামান্য খোলার ঘরে বাস করিতেন—
খুড়ার নিকট মাস২ দুটী টাকা পাইতেন তাহাই কেবল ভরসা
ছিল। দুই একজন সৎলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল—
তদ্ভিন্ন কাহারও নিকট যাইতেন না, কাহার উপর কিছু ভার
দিতেন না। দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি ছিলনা—আপনার
বাজার আপনি করিতেন—আপনার রান্না আপনি রাঁধিতেন,
রাঁধিবার সময়ে পড়াশুনা অভ্যাস করিতেন আর কি প্রাতে
কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে এক চিত্তে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেন।
স্কুলে ছেঁড়া ও মলিন বস্ত্রেই যাইতেন, বড় মানুষের ছেলেরা
পরিহাস ও ব্যঙ্গ করিত। তিনি শুনিয়াও শুনিতেন না ও
সকলকে ভাই দাদা ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যের দ্বারা ক্ষান্ত
করিতেন। ইংরাজি পড়িলে অনেকের মনে মাৎসর্য্য হয়—
তাহারা পৃথিবীকে সরা খান দেখে। বরদা বাবুর মনে
মাৎসর্য্য কোনপ্রকারে মাৎসর্য্য করিতে পারিত না। তাঁহার
স্বভাব অতি শান্ত ও নম্র ছিল, বিদ্যা শিখিয়া স্কুল
ত্যাগ করিলেন। স্কুল ত্যাগ করিবা মাত্রে স্কুলে একটি

৩০ টাকার কর্ম্ম হইল। তাহাতে আপনি ও মা ও স্ত্রী ও খুড়ার পুত্রকে বাসায় আনিয়া রাখিলেন এবং তাঁহারা কি রূপে ভাল থাকিবেন তাহাতেই অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। বাসার নিকট অনেক গরিব দুঃখী লোক ছিল তাহাদিগের সর্ব্বদা তত্ত্ব করিতেন—আপনার সাধ্যক্রমে দান করিতেন ও কাহারো পীড়া হইলে আপনি গিয়া দেখিতেন এবং ঔষধাদি আনিয়া দিতেন। ঐ সকল লোকের ছেলেরা অর্থ অভাবে স্কুলে পড়িতে পারিত না এজন্য প্রাতে তিনি আপনি তাহাদিগকে পড়াইতেন। খুড়ার কাল হইলে খুড়তুত ভায়ের ঘোরতর ব্যামোহ হয় তাহার নিকট দিন রাত বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন তাহাতে তিনি আরাম হন। বরদা বাবুর খুড়ার প্রতি অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাঁহাকে মায়ের মত দেখিতেন। অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শ্মশান বৈরাগ্য দেখাযায়। বন্ধু অথবা পরিবারের মধ্যে কাহারো বিয়োগ হইলে অথবা কেহ কোন বিপদে পড়িলে জগৎ অসার ও পরমেশ্বরই সারাৎসার এই বোধ হয়। বরদা বাবুর মনে ঐ ভাব নিরন্তর আছে, তাঁহার সহিত আলাপ অথবা তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা তাহা জানাযায় কিন্তু তিনি একথা লইয়া অন্যের কাছে কখনই ভড়ং করেন না। তিনি চটুকে মানুষ নহেন—জাঁক ও চটকের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না। সৎকর্ম্ম যাহা করেন তাহা অতি গোপনে করিয়া থাকেন। অনেক লোকের উপকার করেন বটে কিন্তু যাহার উপকার করেন কেবল সেই ব্যক্তিই জানে অন্য লোকে টের পাইলে অতিশয় কুণ্ঠিত হয়েন। তিনি নানা প্রকার বিদ্যা জানেন কিন্তু তাঁহার অভিমান কিছুমাত্র নাই। লোকে একটু শিখিয়া পুঁটি মাছের মত ফরহ করিয়া বেড়ায় ও মনে করে আমি বড় বুঝি—আমি যেমন লিখি—এমন লিখিতে কেহ পারে না—আমার বিদ্যা যেমন, এমন বিদ্যা কাহারো নাই—আমি যাহা বলিব সেই কথাই কথা। বরদা বাবু অন্য প্রকার ব্যক্তি, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রগাঢ় তথাচ সামান্য লোকের কথাও অগ্রাহ্য

করেন না এবং মতান্তরের কোন কথা শুনিলে কিছু মাত্র বিরক্তও হয়েন না বরং আহ্লাদ পূর্ব্বক শুনিয়া আপন মতের দোষ গুণ পুনর্ব্বার বিবেচনা করেন। ঐ মহাশয়ের নানা গুণ, সকল খুঁটিয়া বর্ণনা করা ভার, মোট এই বলা যাইতে পারে যে তাঁহার মত নম্র ও ধর্ম্মভীত লোক কেহ কখন দেখে নাই—প্রাণ বিয়োগ হইলেও কখন অধর্ম্মে তাঁহার মতি হয় না। এমত লোকের সহবাসে যত সৎ উপদেশ পাওয়া যায় বহি পড়িলে তত হয়না।

বেচারাম। এমত লোকের কথা শুনে কান জুড়ায়। রাত অনেক হইল, পারাপারের পথ, বাটী যাই। কাল যেন পুলিসে একবার দেখা হয়।

---

৭ কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, জস্টিষ অব পিস নিয়োগ, পুলিস বর্ণন, মতিলালের পুলিসে বিচার ও খালাস, বাবুরাম বাবুর পুত্র লইয়া বৈদ্যবাটী গমন, ঝড়ের উত্থান ও নৌকা জলমগ্ন হওনের আশঙ্কা।

সংসারের গতি অদ্ভুত—মানব বুদ্ধির অগম্য! কি কারণে কি হয় তাহা স্থির করা সুকঠিন। কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হইবে ও সেই কলিকাতা যে এই কলিকাতা হইবে ইহা কাহারো স্বপ্নেও বোধ হয় নাই।

কোম্পানির কুঠি প্রথমে হুগলিতে ছিল, তাঁহাদিগের গোমাস্তা জাব চারনক সাহেব সেখানকার ফৌজদারের সহিত বিবাদ করেন, তখন কোম্পানির এত জারি জুরি চলতো না সুতরাং গোমাস্তাকে হুড় খেয়ে পালিয়া আসিতে হইয়াছিল। জাব চারনকের বারাকপুরে এক বাটী ও বাজার ছিল এই কারণে বারাকপুরের নাম অদ্যাবধি

চানক বলিয়া খ্যাত আছে। জাব চারনক একজন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ বিবাহ পরস্পরের সুখজনক হইয়াছিল কি না তাহা প্রকাশ হয় নাই। তিনি নূতন কুঠি করিবার জন্য উলূবেড়িয়ায় গমনাগমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার ইচ্ছাও হইয়াছিল যে সেখানে কুঠী হয় কিন্তু অনেক২ কর্ম্ম হ পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষ বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়। জাব চারনক বটকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে২ আরাম করিতেন ও তমাক খাইতেন সেই স্থানে অনেক বেপারিরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে সেই স্থানেই কুঠি করিতে স্থির করিলেন। সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আ স্ত হইল পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও কলিকাতা ক্রমে২ শহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল।

ইংরাজি ১৬৮৯ সালে কলিকাতা শহর হইতে আরম্ভ হয়। তাহার তিন বৎসর পরে জাব চারনকের মৃত্যু হইল, তৎকালে গড়ের মাট ও চৌরঙ্গি জঙ্গল ছিল, এক্ষণে যে স্থানে পবমিট আছে পূর্ব্বে তথায় গড় ছিল ও যে স্থানকে এক্ষণে ক্লাইবষ্ট্রিট বলিয়া ডাকে সেই স্থানে সকল সওদাগরি কর্ম্ম হইত।

কলিকাতায় পূর্ব্বে অতিশয় মারীভয় ছিল একারণ যে২ ইংরাজেরা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইত তাহারা প্রতিবৎসর নবম্বর মাসের ১৫ তারিখে একত্র হইয়া আপন২ মঙ্গলবার্ত্তা বলাবলি করিত।

ইংরাজদিগের এক প্রধান গুণ এই যে, যে স্থানে বাস করে তাহা অ পরিষ্কার রাখে। কলিকাতা ক্রমে২ সাফ-সুতরা ত পীড়াও ক্রমে২ কমিয়া গেল কিন্তু বাঙ্গালিরা বুঝিয়াও বুঝেন না। অদ্যাবধি লক্ষ্মীপতির

বাটীর নিকটে এমন থানা আছে যে দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া ভার।

কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারি এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার এক জন সাহেবের উপর ছিল। তাহার অধীনে এক জন বাঙ্গালি কর্ম্মকারী থাকিতেন, ঐ সাহেবকে জমিদার বলিয়া ডাকিত। পরে অন্যান্য প্রকার আদালত ও ইংরাজ দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইল আর পুলিসের কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইয়া সুচারুরূপে চলিতে লাগল। ইংরাজি ১৭৯৮ সালে স্যার জান রিচার্ডসন প্রভৃতি জসটিস আব পিস মোকরর হইলেন তদনন্তর ১৮০০ সালে ব্লাকিয়র সাহেব প্রভৃতি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

যাঁহারা জসটিস আব পিস হয়েন তাঁহারদিগের হুকুম এদেশের সর্ব্বস্থানে জারি হয়। যাঁহারা কেবল মেজিষ্ট্রেট, জসটিস আব পিস নহেন, তাঁহাদিগের আপন২ সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে তথাকার অদালতের মদৎ আবশ্যক হইত এজন্যে সম্প্রতি মফঃসলের অনেক মেজিষ্ট্রেট জসটিস আব পিস হইয়াছেন।

ব্লাকিয়র সাহেবের মৃত্যু প্রায় চারি বৎসর হইয়াছে। লোকে বলে ইংরাজের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীরগর্ব্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম শিক্ষা এখানে হয় পরে বিলাতে যাইয়া ভালরূপ শিক্ষা করেন। পুলিসের মেজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দবদবায় কলিকাতা শহর কাঁপিয়া গিয়াছিল —সকলেই থরহরি কাঁপিত। কিছুকাল পরে সন্ধান সুলুক করা ও ধরা পাকড়ার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন। বিচারে সুপারগ ছিলেন, তাহার কারণ এই এদেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও ঘাঁৎ ঘুঁৎ সকল ভাল বুঝিতেন—ফৌজদারি আইন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছি[illegible] ও বহুকাল সুপ্রিমকোর্টের ইন্টরপিটর থাকাতে মকদ্দমা [illegible] করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার উত্তম জ্ঞান জন্মিয়াছিল [illegible] সমস্ত জলের মত যা[illegible]—দেখিতে২ সোমর্ব [illegible]—

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল। সারজন সিপাই দারোগা নায়েব ফাঁড়িদার চৌকিদার ও নানা প্রকার লোকে পুলিস পরিপূর্ণ হইল। কোথাও বা কতগুলা বাড়ীওয়ালি ও বেশ্যা বসিয়া পানের ছিবে ফেল্‌ছে— কোথাও বা কতকগুলা লোক মারি খেয়ে রক্তের কাপড় সুদ্ধ দাঁড়িয়া আছে—কোথাও বা কতকগুলা চোর অধোমুখে এক পার্শ্বে বসিয়া ভাব্‌ছে—কোথাও বা দুই এক জন টয়েবাঁধা ইংরাজিওয়ালা দরখাস্ত লিখ্‌ছে—কোথাও বা ফৈলাদিরা নীচে উপরে টংঅস২ করিয়া ফিরিতেছে—কোথাও বা সাক্ষি সকল পরস্পর ফুস২ করিতেছে—কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে—কোথাও বা উকিলদিগের দালাল ঘাপ্টিমেরে জাল ফেলিতেছে—কোথাও বা উকিলেরা সাক্ষিদিগের কাণে মন্ত্র দিতেছে—কোথাও বা আমলারা চালানি মকদ্দমা টুক্‌ছে—কোথাও বা সারজনেরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া মস২ করিয়া বেড়াচ্ছে—কোথাও বা সরদার২ কেরানিরা বলাবলি কর্‌ছে—এ সাহেবটা গাধা —ও সাহেব পটু—এ সাহেব নরম—ও সাহেব কড়া— কাল্‌কের ও মকদ্দমাটার হুকম ভাল হয় নাই। পুলিস গস২ করিতেছে—সাক্ষাৎ যমালয়—কার্ কপালে কি হয়— সকলই সশঙ্ক।

বাবুরাম বাবু আপন উকিল মন্ত্রি ও আত্মীয় গণ সহিত তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠকচাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি—গায়ে পিরাহান—পায়ে নাগোরা জুতা—হাতে ফটিকের মালা—বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক২ বার দাড়িনেড়ে তসবি পড়িতেছেন কিন্তু সে কেবল ভেক। ঠকচাচার মত চালাক লোক পাওয়া ভার। পুলিসে আসিয়া চারি দিগে যেন লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিলেন। এক বার এ দিগে যান—এক বার ও দিগে যান—এক বার সাক্ষিদিগের কাণে২ ফুস২ করেন— এক২ [illegible]ুরাম বাবুর হাত ধরিয়া টেনে লইয়া যান— এক২ [illegible] টলর সাহেবের সঙ্গ তর্ক করেন—এক২ বার

বাঞ্ছারাম বাবুকে বুঝান। পুলিসের যাবতীয় লোক ঠকচাচাকে দেখিতে লাগিল। অনেকের বাপ পিতামহ, চোর ছেঁচড় হইলেও তাহাদিগের সন্তান সন্ততিরা দুর্ব্বল স্বভাব হেতু বোধ করে যে তাঁহারা অসাধারণ ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এজন্য অন্যের নিকট আপন পরিচয় দিতে হইলে, একেবারেই বলিয়া বসে আমি অমুকের পুত্র—অমুকের নাতি। ঠকচাচার নিকট যে আলাপ করিতে আসিতেছে তাহাকে অমনি বলিতেছেন—মুই আবদর রহমান গুলমহাম্মদের লেড়খা ও আমপকর গোলাম-হোসেনের পোতা। একজন ঠোঁটকাটা সরকার উত্তর করিল—আরে তুমি কাজ কর্ম্ম কি কর তাই বল—তোমার বাপ পিতামহের নাম নেড়ে পাড়ার দুই এক বেটা শোর-খেকো জান্তে পারে—কলিকাতা শহরে কে জানবে? তারা কি বইস গিরি কর্ম্ম করিত? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—কি বলব এ পুলিস, দুসরা জেগা হলে তোর উপরে লোফিয়ে পড়ে কেমড়ে ধরতুম। এই বলিয়া বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, ও সরকারকে পাকতঃ দেখাইলেন যে আমার কত হুরমত—কত ইজ্জত।

ইতিমধ্যে পুলিসের সিঁড়ির নিকট একটা গোল উঠিল। এক খানা গাড়ি গড়২ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—গাড়ির দ্বার খুলিবামাত্র একজন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন সাহেব নামিলেন—সারজনেরা অমনি টুপি খুলিয়া কুরনিস করিতে লাগিল ও সকলেই বলিয়া উঠিল—ব্লাকিয়র সাহেব আসছেন। সাহেব বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মার-পিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন পরে মতিলালের মকদ্দমা ডাক হইল। একদিগে কালে খাঁ ও ফতে খাঁ ফৈরাদি দাড়াইল আর একদিগে বৈদ্যবাটী বাবুরাম বাবু বালীর বেণী বাবু টেতলার বক্রেশ্বর বৌ-বাজারের বেচারাম বাবু, বাহির সিমলার রাম

বাবু ও বৈটকখানার বটলর সাহেব দাঁড়াইলেন। বাবুরাম বাবুর গায়ে জোড়া, মাথায় খিড়কিদার পাগড়ি? নাকে তিলক, তার উপরে এক হোমের ফোঁটা—দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদো২ ভাবে সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন—মনে করিতেছেন যে চক্ষের জল দেখিলে অবশ্যই সাহেবের দয়া উদয় হইবে। মতিলাল হলধর গদাধর ও অন্যান্য আশামিরা সাহেবের সম্মুখে আনীত হইল। মতিলাল লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার অনাহারে শুষ্ক বদন দেখিয়া বাবুরাম বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ফৈরাদিরা এজেহার করিল যে আশামিরা কুস্থানে যাইয়া জুয়া খেলিত, তাহাদিগকে ধরাতে বড় মারপিট করিয়া ছিনিয়ে পলায়—মারপিটের দাগ গায়ের কাপড় খুলিয়া দেখাইল। বটলর সাহেব ফৈরাদির ও ফৈরাদির সাক্ষির উপর অনেক জেরা করিয়া মতিলালের সংক্রান্ত এজেহার কতক কাঁচিয়া ফেলিলেন। এমত কাঁচান আশ্চর্য্য নহে কারণ একে উকিলী ফন্দি, তাতে পূর্ব্বে গড়াপেটা হইয়াছিল—টাকাতে কি না হইতে পারে? "কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়" পরে বটলর সাহেব আপন সাক্ষিসকলকে তুলিলেন। তাহারা বলিল মারপিটের দিনে মতিলাল বৈদ্যবাটীর বাটীতে ছিল কিবল্ড কিয়র সাহেবের খুচনিতে এক২ বার ঘবড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়—পা পিছলে যাইতে পারে—মকদ্দমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগবিদিক জ্ঞান থাকে না—সত্যের সহিত ফারখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকতে হয়—কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে এই কারণে তিনি সম্মুখে আসিয়া স্বয়ং সাক্ষ্য দিলেন অমুক দিবস অমুক তারিখে অমুক সময়ে তিনি মতিলালকে বৈদ্যবা[illegible] বাটীতে ফার্সি পড়াইতেছিলেন। মেজিস্ট্রেট অনে[illegible]ল করিলেন কিন্তু ঠকচাচা হেলবার দোলবার

পাত্র নয়—মামলায় বড় টঙ্ক, আপনার আসল কথা কোন রকমেই কমপোক্ত হইল না। অমনি বটলর সাহেব বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পরে ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষণেক কাল ভাবিয়া হুকুম দিলেন মতিলাল খালাস ও অন্যান্য আসামির এক২ মাস ‘ময়াদ এবং ত্রিশ২ টাকা জরিমানা। হুকুম হইবামাত্রে হরিবোলের শব্দ উঠিল ও বাবুরাম বাবু চাৎকার করিয়া বলিলেন ধর্ম্মাবতার! বিচার সূক্ষ্ম হইল, আপনি শীঘ্র গবর্ণর হউন।

পুলিসের উঠানে সকলে আসিলে হলধর ও গদাধর প্রেমনারায়ণ মজমদারকে দেখিয়া তাহার খেপানের গান তাহার কানে২ গাইতে লাগিল—“প্রেমনারায়ণ মজুমদার কলা খাও, কর্ম্ম কাজ নাই কিছু বাড়া চলে যাও। হেন করি অনুমান তুমি হও হনুমান, সমুদ্রের তীরে গিয়া স্বচ্ছন্দে লাফাও” প্রেমনারায়ণ বলিল--বটে রে বিট্‌লেরা—বেহায়ার বালাই দূর—তোরা জেলে যাচ্ছিস্ তবুও দুষ্টুমি করিতে ক্ষান্ত নহিস্ এই বলতেং তাহাদিগকে ঠেলে লইয়া গেল। বেণী বাবু ধর্ম্মভীত লোক—ধর্ম্মের পরাজয় অধর্ম্মের জয় দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন —ঠকচাচা দাড়িনেড়ে হাসিতে২ দম্ভ করিয়া বলিলেন— কেমন গো এখন কেতাব বাবু কি বলেন এনার মসলতে কান করলে মোদের দফা রফা হইত। বাঞ্ছারাম তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলিলেন—এ কি ছেলের হাতের পিটে? বক্রেশ্বর বল্‌লেন—সে তো ছেলে নয় পরেস পাথর। বেচারাম বাব বলিলেন দূঁর২ এমন অধর্ম্মও করিতে চাই না—মকদ্দমা জিতও চাই না— দূঁর২!! এই বলিয়া বেণী বাবুর হাত ধরিয়া ঠিকরে বেরিয়া গেলেন।

বাবুরাম বাবু কালীঘাটে পূজা দিয়া নৌকায় উঠিলেন। বাঙ্গালিরা জাতের গুমর সর্ব্বদা করিয়া থাকে [illegible] কিন্তু কর্ম্ম পড়িলে যবনও বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে [illegible] রাম

বাবু ঠকচাচাকে সাক্ষাৎ ভীষ্মদেব বোধ করিলেন ও তাহার গলায় হাত দিয়া মকদ্দমা জিতের কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন— কোথায় বা পান পানীর অন্বেষ—কোথায় বা আহ্নিক— কোথায় বা সন্ধ্যা ? সবই ঘুরে গেল। একং বার বলাইচ্ছে বটলর সাহেব ও বাঞ্ছারাম বাবুর তুল্য লোক নাই —একং বার বলাইচ্ছে বেচারাম ও বেণীর মত বোকা আর দেখাযায় না। মতিলাল এদিগ ওদিগ দেখ্‌ছে— একং বার গলুয়ে দাঁড়াচ্ছে—একং বার দাঁড় ধরে টান্‌ছে —একং বার ছত্রির উপর বসছে—একং বার হাইল ধরে ঝিঁকে মারছে। বাবুরাম বাবু মধ্যেং বল্‌ছেন--মতিলাল বাবা ও কি? স্থির হয়ে বসো। কাশীজোড়ার শঙ্করে মালী তামাক সাজ্‌ছে--বাবুর আহ্লাদ দেখে তাহারও মনে স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করছে—বাও মোশাই ! এবাড় কি পূজাড় সময় বাকলে বাওলাচ হবে ? এটা কি তুড়ার কড় ? সাড়ারা কত কড় করেছে ?

প্রায় একভাবে কিছুই যায়না—যেমন মনেতে রাগ চাপা থাকিলে একবার না একবার অবশ্যই প্রকাশ পায় তেমনি বড় গ্রীষ্ম ও বাতাস বন্ধ হইলে প্রায় ঝড় হইয়াথাকে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—সন্ধ্যার আগমন—দেখতেং পশ্চিমে একটা কাল মেঘ উঠিল—দুই এক লহমার মধ্যেই চারি দিগে ঘুট ঘুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—হু-হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল—কোলের মানুষ দেখা যায় না—সামালং ডাক পড়ে গেল। মধ্যেং বিদ্যুৎ চমকিতে আরম্ভ হইল ও মুহুর্মুহুং বজ্রের ঝঞ্ঝন কড় মড় হড় মড় শব্দে সকলের ত্রাস হইতে লাগিল—বৃষ্টির ঝরং তড়তড়েতে কার সাধ্য বাহিরে দাঁড়ায়। ঢেউ গুলা একং বার বেগে উচ্চ হইয়া উঠে আবার নৌকার উপর ধপাসং করিয়া পড়ে। অল্প ক্ষণের মধ্যে দুই তিন খানা নৌকা মারাগেল। ইহা দেখিয়া অন্য [illegible] মাঝিরা কিনারায় ভিড়তে চেষ্টা করিল কিন্তু [illegible] ধারে অন্য দিগে গিয়া পড়িল। ঠকচাচার

বকুনি বক্ষ—দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞান শূন্য—তখন এক২ বার মালা লইয়া তসবি পড়েন—তখন আপনার মহম্মদ আলি ও সত্যপিরের নাম হইতে লাগিলেন। বাবুরাম বাবু অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, দুষ্কর্ম্মের শাস্তা এইখানেই আরম্ভ হয়। দুষ্কর্ম্ম করিলে কাহার মনঃ সুস্থির থাকে? অন্যের কাছে চাতুরীর দ্বারা দুষ্কর্ম্ম ঢাকা হইতে পারে বটে কিন্তু কোন কর্ম্মই মনের অগোচর থাকে না। পাপী টের পান যেন তাঁহার মনে কেহ ছুঁচ বিঁধছে—সর্ব্বদাই আতঙ্ক—সর্ব্বদাই ভয়—সর্ব্বদাই অসুখ—মধ্যে২ যে হাঁসিটুকু হাসেন সে কেবল দেঁতোর হাঁসি। বাবুরাম বাবু ত্রাসে কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন ঠকচাচা কি হইবে! দেখিতে পাই অপঘাত মৃত্যু হইল—বুঝি আমাদিগের পাপের এই দণ্ড। তায়ে২ ছেলেকে খালাস করিয়া আনিলাম, ইহাকে গৃহিণীর নিকট নিয়ে যাইতে পারিলাম না—যদি মরি তো গৃহিণীও শোকে মরিয়া যাইবেন—এখন আমার বেণী ভায়ার কথা স্মরণ হয়—বোধ হয় ধর্ম্ম পথে থাকিলে ভাল ছিল। ঠকচাচারও ভয় হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরাণ পাপী—মুখে বড় দড়—বলিলেন ডর কেন কর বাবু? না ডুবি হইলে মুং তোমাকে কাঁদে করে সেতরে লিয়ে যাব—আফদ তো মরদের হয়। ঝড় ক্রমে২ বাড়িয়া উঠিল—নৌকা টল মল করিয়া ডুবু ডুবু হইল, সকলেই আঁকু পাঁকু ও ত্রাহি২ করিতে লাগিল—ঠকচাচা মনে২ কহেন "চাচা আপনা বাঁচা"।

---

৮ উকিল বটলর সাহেবের আফিস—বৈদ্যবাটীর বাটীতে কর্ত্তার জন্য ভাবনা, বাঞ্ছারামবাবুর তথায় গমন ও বিষাদ, বাবুরামবাবুর সংবাদ ও আগমন।

বটলর সাহেব আফিসে আসিয়াছেন। মাসে কত কর্ম্ম হইল উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন, কেটা

কুকুর শুয়ে আছে, সাহেব এক২ বার সিস দিতেছেন—এক২ বার নাকে নস্য গুঁজে হাতের অঙ্গুল চট্‌কাতেছেন—এক২ বার কেতাবের উপর নজর করিতেছেন—এক২ বার দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেছেন—এক২ বার ভাবিতেছেন আদালতের কয়েক আফিসে খরচার দরুন অনেক টাকা দিতে হইবেক—টাকার জোটপাট কিছুই হয় নাই অথচ টরম খোল্‌বার আগে টাকা দাখিল না করিলে কর্ম্ম বন্ধ হয়—ইতিমধ্যে হোয়র্ড উকিলের সরকার আসিয়া তাঁহার হাতে দুই খানা কাগজ দিল। কাগজ পাইবা মাত্রে সাহেবের মুখ আহ্লাদে চকচক করিতে লাগিল, অমনি বলিতেছেন বেন্‌শারাম জল্‌দি হিঁয়া আও। বাঞ্ছারাম বাবু চৌকির উপর চাদর খানা ফেলিয়া কাণে একটা কলম গুঁজিয়া শীঘ্র উপস্থিত হইলেন।

বটলর। বেন্‌শারাম! হাম বড়া খোশ হুয়া বাবু-রামকা উপর দো নালিশ হুয়া—এক ইজেক্টমেন্ট আর এক একুটি, হামকো নটিস ও সুপিনা হৌয়র্ড সাহেব আবি ভেজ দিয়া।

বাঞ্ছারাম শুনিবা মাত্রে বগল বাজিয়ে উঠিলেন ও বলিলেন—সাহেব দেখ আমি কেমন মুৎসুদ্দি—বাবুরামকে এখানে আনাতে এক দুধে কত ক্ষীর ছেনা ননী হইবেক। ঐ দুখানা কাগজ আমাকে শীঘ্র দাও আমি স্বয়ং বৈদ্য-বাটীতে যাই—অন্য লোকের কর্ম্ম নয়। এক্ষণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক। একবার গাছের উপর উঠাতে পার্‌লেই টাকার বৃষ্টি করিব, আর এখন আমাদের তপ্ত খোলা—বড় খাঁই—একটা ছোবল মেরে আলাল হিসাবে কিছু আন্‌তে হবে।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে বোধন বসিয়াছে—নহবৎ ধাঁধ-গুড়২ ধাঁধ্‌গুড়২ করিয়া বাজিতেছে। মুর্শিদাবাদি রোশন-চৌকি পেঁওঁ করিয়া ভোরের রাগ আলাপ করিতেছে। দালানে মতিলালের জন্য স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। এক-

দিগে চণ্ডীপাঠ হইতেছে—একদিগে শিবপুজার নিমিত্তে গঙ্গা মৃত্তিকা ছানা হইতেছে। মধ্যস্থলে শালগ্রাম শীলা রাখিয়া তুলসী দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ও পরস্পর বলাবলি করিতেছে আমাদিগের দৈব ব্রাহ্মণ্যের নগদই প্রকাশ হইল—মতিলালের খালাস হওয়া দূরে থাকুক এক্ষণে কর্ত্তাও তাহার সঙ্গে গেলেন। কল্য যদি নৌকায় উঠিয়া থাকেন সে নৌকা ঝড়ে অবশ্য মারা পড়িয়াছে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—যা হউক, সংসারটা একেবারে গেল—এখন ছ্যাং চেংড়ার কীর্ত্তন হইবে—ছোট বাবু কি রকম হইয়া উঠেন বলা যায় না—বোধ হয় আমাদের প্রাপ্তির দফা একেবারে উঠে গেল। ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন আস্তে২ বলিতে লাগিলেন—ওহে তোমরা ভাবছো কেন? আমাদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না—আমরা শাঁকের করাত—যেতে কাটি আসতে কাটি—যদি কর্ত্তার পঞ্চত্ব হইয়া থাকে তবেতো একটা জাঁকাল শ্রাদ্ধ হইবে—কর্ত্তার বয়েস হইয়াছে—মাগী টাকা লয়ে আতুর২ পুতুর২ করিলে দশ জনে মুখে কালী চূন দিবে। আর এক জন বলিলেন—অহে ভাই। সে বেগুন ক্ষেত ঘুচে মূলা ক্ষেত হবে, আমরা এমন চাই যে বসুধারার মত ফোটা২ পড়ে—নিত্য পাই, নিত্য খাই—এক বর্ষণে কি চির কালের তৃষ্ণা যাবে?

বাবুরাম বাবুর স্ত্রী অতি সাধ্বী। স্বামির গমনাবধি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। বাটীর জানালা থেকে গঙ্গা দর্শন হইত—সারা রাত্রি জানালায় বসিয়া আছেন। এক২ বার যখন প্রচণ্ড বায়ু বেগে বহে তিনি ওমনি আতঙ্গে শুখাইয়া যান। এক২ বার তুফানের উপর দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু দেখিবামাত্র হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক২ বার বজ্রাঘাতের শব্দ শুনেন তাহাতে অস্থির হইয়া কাতরে পরমেশ্বরকে ডাকেন। এই প্রকারে কিছু কাল গেল—গঙ্গার উপর নৌকার গমনাগমন প্রায় বন্ধ। মধ্যে২ যখন এক২টা শব্দ শুনেন অমনি উঠিয়া দেখেন। এক২ বার দূর হতে একটা২ মিড়মিড়ে আলো দেখতে পান তাহাতে বোধ

করেন ঐ আলোটা কোন নৌকার আলো হইবে—কিয়ৎ ক্ষণ পরেই এক খান নৌকা দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে মনে করেন এ নৌকা বুঝি ঘাটে আসিয়া লাগিবে—যখন নৌকা ভেড়২ করিয়া ভেড়ে না—বরাবর চলে যায় তখন নৈরাশ্যের বেদনা শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয়ে লাগে। রাত্রি প্রায় শেষ হইল—ঝড় বৃষ্টি ক্রমে২ থামিয়া গেল। সৃষ্টির অস্থির অবস্থার পর স্থির অবস্থা অধিক শোভাকর হয়। আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ হইল—চন্দ্রের আভা গঙ্গার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল ও পৃথিবী এমত নিঃশব্দ হইল যে গাছের পাতাটী নড়িলেও স্পষ্ট রূপ শুনা যায়। এইরূপ দর্শনে অনেকেরই মনে নানা ভাবের উদয় হয়। গৃহিণী একং বার চারি দিগে দেখিতেছেন ও অধৈর্য্য হইয়া আপনা আপনি বলিতেছেন—জগদীশ্বর! আমি জানত কাহারো মন্দ করি নাই—কোন পাপও করি নাই—এত কালের পর আমাকে কি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? আমার ধনে কাজ নাই—গহনায় কাজ নাই—কাঙ্গালিনী হইয়া থাকি সেও ভাল—সে দুঃখে দুঃখ বোধ হইবে না কিন্তু এই ভিক্ষা দেও যেন পতি পুত্রের মুখ দেখ্‌তেং মরিতে পারি। এইরূপ ভাবনায় গৃহিণীর মনঃ অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি বড় বুদ্ধিমতী ও চাপা মেয়ে ছিলেন—আপনি রোদন করিলে পাছে কন্যারা কাতর হয় একারণ ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। শেষ রাত্রে বাটীতে প্রভাতি নহবৎ বাজিতে লাগিল। ঐ বাদ্য সাধারণের মন আকৃষ্ট হয় সত্য কিন্তু তাপিত মনে ঐ রূপ বাদ্য দুঃখের মোহানা খুলিয়া দেয়, এ কারণ বাদ্য শ্রবণে গৃহিণীর মনের তাপ যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে একজন জেলিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীতে মাছ বেচতে আসিল তাহার নিকট অনুসন্ধান করাতে সে বলিল ঝড়ের সময় বাঁশবেড়ের চড়ার নিকট একখানা নৌকা ডুবুডুবু হইয়াছিল—বোধ হয় সে নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে—তাহাতে একজন মোটা বাবু—একজন মোসলমান—একটী

ছেলেবাবু ও আর২ অনেক লোক ছিল। এই সংবাদ একেবারে যেন বজ্রাঘাত তুল্য হইল। বাটীর বাদ্যোদ্যম বন্ধ হইল ও পরিবারেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অনন্তর সন্ধ্যা হয় এমন সময় বাঞ্ছারাম বাবু তড়বড় করিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ত্তা কোথায়? চাকরের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—হায়২, বড় লোকটাই গেল! অনেক ক্ষণ খেদ বিষাদ করিয়া চাকরকে বল্লেন এক ছিলিম তামাক আন্‌তো। এক জন তামাক আনিয়া দিলে খাইতে খাইতে ভাবিতেছেন—বাবুরাম বাবুতো গেলেন এক্ষণে তাঁহার সঙ্গে২ আমিও যে যাই। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু আশা আসা মাত্র হইল—বাটীতে পূজা—প্রতিমা ঠনঠনাচ্চে—কোথ্‌থেকে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দম সম দিয়া টাকাটা হাত করিতে পারিলে অনেক কর্ম্ম আসিত—কতক সাহেবকে দিতাম—কতক আপনি লইতাম—তার পরে এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে দিয়া হর বর সর করিতাম। কে জানে যে আকাশ ভেঙ্গে একেবারে মাথার উপর পড়্‌বে? বাঞ্ছারাম বাবু চাকরদিগকে দেখাইয়া লোক দেখানো একটু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সে কান্না কেবল টাকার দরুন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা নিকটে আসিয়া বসিলেন। গলায়দড়ে জাত প্রায় বড় ধূর্ত্ত—অন্ত পাওয়া ভার। কেহ২ বাবুরাম বাবুর গুণ বর্ণন করতে লাগিলেন—কেহ২ বলিলেন আমরা পিতৃহীন হইলাম—কেহ২ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন এখন বিলাপের সময় নয় যাতে তাঁর পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—তিনি তো কম লোক ছিলেন না? বাঞ্ছারাম বাবু তামাক খাচ্চেন ও হাঁ হাঁ বলছেন—ও কথায় বড় আদর করেন না—তিনি ভাল জানেন বেল পাকুলে কাকের কি? আপনি এমনি

বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছেন যে উঠে যেতে পা এগোয় না —না শুনেন তাতেই সাটে হেঁ হুঁ করেন—আপনি কি করিবেন—কার মাথা খাবেন—কিছুই মতলব বাহির করিতে পারিতেছেন না। একং বার ভাব্‌তেছেন তদ্বির না করিলে দুই খানা ভাল বিষয় যাইতে পারে একথা পরিবারদিগকে জানালে এখনি টাকা বেরোয়—আবার একং বার মনে কর্‌তেছেন এমত টাটকা শোকের সময় বল্‌লে কথা ভেসে যাবে। এইরূপে সাত পাঁচ ভাবছেন, ইতিমধ্যে দরজায় একটা গোল উঠিল—একজন ঠিকা চাকর আসিয়া এক খানা চিঠি দিল—শিরনামা বাবুরাম বাবুর হাতের লেখা কিন্তু সে ব্যক্তি মরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না, বাটীর ভিতর চিঠি লইয়া যাওয়াতে গৃহিণী আস্তে ব্যস্তে খুলিয়া পড়িলেন। সে চিঠি এই।

"কাল রাত্রে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম—নৌকা আঁদিতে এগিয়ে পড়ে, মাজিরা কিছুই ঠাহর করিতে পারে নাই, এমনি ঝড়ের জোর যে নৌকা একেবারে উল্টে যায়। নৌকা ডুবিবার সময় একং বার বড় ত্রাস হয় ও একং বার তোমাকে স্মরণ করি—তুমি যেন আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছ—বিপদ কালে ভয় করিও না—কায় মন চিত্তে পরমেশ্বরকে ডাক—তিনি দয়াময়, তোমাকে বিপদ থেকে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন। আমিও সেই মত করিয়াছিলাম। যখন নৌকা থেকে জলে পড়িলাম তখন দেখিলাম একটা চড়ার উপর পড়িয়াছি—সেখানে হাঁটু জল। নৌকা তুফানের তোড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চড়ার উপর থাকিয়া প্রাতঃকালে বাঁশবেড়িয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মতিলাল অনেক ক্ষণ জলে থাকাতে পীড়িত হইয়াছিল তাকুত করাতে আরাম হইয়াছে, বোধ করি রাত্‌ তক বাটীতে পৌছিব"।

চিঠি পড়িবামাত্রে যেন অনলে জল পড়িল—গৃহিণী কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন এ দুঃখিনীর কি এমন কপাল হবে? এই বলিতেং বাবুরাম বাবু আপন পুত্র ও ঠকচাচা

সহিত বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিগে মহা গোল পড়িয়া গেল। পরিবারের মন সন্তাপের মেঘে আচ্ছন্ন ছিল এক্ষণে আহ্লাদের সূর্য্য উদয় হইল। গৃহিণী দুই কন্যার হাত ধরিয়া স্বামি ও পুত্রের মুখ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, মনে করিয়াছিলেন মতি-লালকে অনুযোগ করিবেন—এক্ষণে সে সব ভুলিয়া গেলেন। দুইটী কন্যা ভ্রাতার হাত ধরিয়া ও পিতার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোট পুত্রটি পিতাকে দেখিয়া যেন অমূল্য ধন পাইল—অনেক ক্ষণ গলা জড়াইয়া থাকিল—কোল থেকে নামিতে চায় না। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপান দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু মায়াতে মুগ্ধ হওয়াতে অনেক ক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। মতিলাল মনে২ কহিতে লাগিল নৌকা ডুবি হওয়াতে বাঁচলুম—তা না হলে মায়ের কাছে মুখ খেতে২ প্রাণ যাইত।

বাহির বাটীতে স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা কর্ত্তাকে দেখিয়া আশী-র্ব্বাদ করণানন্তর বলিলেন "নচ দৈবাৎ পরং বলং" দৈব বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই—মহাশয় একে পুণ্যবান তাতে যে দৈব করাগিয়াছে আপনার কি বিপদ হইতে পারে? যদ্যপি তা হইত তবে অমরা অব্রাহ্মণ। এ কথায় ঠকচাচা চিড়চিড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—যদি এনাদের কেরদানিতে সব আফদ দফা হল তবে কি মোর মেহনৎ ফেল্‌তো, মুই তো তমবি পড়েছি? অমনি ব্রাহ্মণেরা নরম হইয়া সামঞ্জস্য করিয়া বলতে লাগিলেন—ওহে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন তেমনি তুমি কর্ত্তা বাবুর সারথি—তোমার বুদ্ধি বলেতেই তো সব হইয়াছে—তুমি অবতার বিশেষ, যেখানে তুমি আছ—যেখানে আমরা আছি—সেখানে দায় দফা ছুটে পালায়। বাঞ্ছারাম বাবু মণি হারা ফণী হইয়া ছিলেন—বাবুরাম বাবুকে দেখাইবার জন্য পাসে চক্ষে একটু২ মায়া কান্না কাঁদিতে লাগিলেন তখন তাহার দর্শ

হাত ছাতি হইয়াছে—এবং দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কথা শুনিয়া তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলতে লাগিলেন—একি ছেলের হাতে পিটে? যদি কর্ত্তার আপদ হবে তবে আমি কলিকাতায় কি ঘাস কাটি?

---

৯ শিশু শিক্ষা—ও সুশিক্ষা না হওয়াতে মতিলালের ক্রমে২ মন্দ হওন ও অনেক সঙ্গি পাইয়া বাবু হইয়া উঠন এবং ভদ্র কন্যার প্রতি অত্যাচার করণ।

ছেলে একবার বিগড়ে উঠ্‌লে আর সুধুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমে২ পেকে উঠতে পারে তখন কুকর্ম্মে মন না গিয়া সৎকর্ম্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয় কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা অতএব যে পর্য্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্য্যন্ত নানা প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক। বালক দিগের এই রূপ শিক্ষা পচিশ বৎসর পর্য্যন্ত হইলে তাহাদিগের মন্দ পথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। তখন তাহাদিগের মন এমত পবিত্র হয় যে কুকর্ম্মের উল্লেখ মাত্রেই রাগ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

এতদ্দেশীয় শিশুদিগের এরূপ শিক্ষা হওয়া বড় কঠিন প্রথমতঃ ভাল শিক্ষক নাই—দ্বিতীয়তঃ ভাল বহি নাই—এমত২ বহি চাই যাহা পড়িলে মনে সদ্ভাব ও সুবিবেচনা জন্মিয়া ক্রমে২ দৃঢ়তর হয় কিন্তু সাধারণের সংস্কার এই যে কেবল কতক গুলিন শব্দের অর্থ শিক্ষা হইলেই আসল শিক্ষা হইল। তৃতীয়তঃ কি২ উপায় দ্বারা মনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মে তাহার বোধ অতি অল্প লোকের আছে।

চতুর্থতঃ শিশুদিগের যে প্রকার সহবাস হইয়া থাকে তাহাতে তাহাদিগের সদ্ভাব জন্মান ভার। হয় তো কাহারো বাপ জুয়াচোর বা মদখোর, নয় তো কাহারো খুড়া বা জেঠা ইন্দ্রিয় দোষে আসক্ত—হয়তো কাহারো মাতা লেখা পড়া কিছুই না জানাতে আপন সন্তানাদির শিক্ষাতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, ও পরিবারের অন্যান্য লোক এবং চাকর দাসীর দ্বারা নানা প্রকার কুশিক্ষা হয়, নয়তো পাড়াতে বা পাঠশালাতে যে সকল বালকের সহিত সহবাস হয় তাহাদের কুসংসর্গ ও কুকর্ম্ম শিক্ষা হইয়া একবারে সর্ব্বনাশোৎপত্তি হয়। যে স্থলে উপরোক্ত একটি কারণ থাকে সে স্থলে শিশুদিগের সদুপদেশের গুরুতর ব্যাঘাত—সকল কারণ একত্র হইলে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে—সে যেমন খড়ে আগুন লাগা—যে দিগ জ্বলে উঠে সেই দিগেই যেন কেহ ঘৃত ঢালিয়া দেয় ও অল্প সময়ের মধ্যেই অগ্নি ছড়িয়া পড়িয়া যাহা পায় তাহাই ভস্ম করিয়া ফেলে।

অনেকেরই বোধ হইয়া ছিল পুলিসের ব্যাপার নিষ্পন্ন হওয়াতে মতিলাল সুযুত হইয়া আসিবে। কিন্তু যে ছেলের মনে কিছু মাত্র সৎসংস্কার জন্মে নাই ও মান বা অপমানের ভয় নাই তাহার কোন শাজাতেই মনের মধ্যে ঘৃণা হয় না। কুমতি ও সুমতি মন থেকে উৎপন্ন হয় সুতরাং মনের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ—শারীরিক আঘাত অথবা ক্লেশ হইলেও মনের গতি কিরূপে বদল হইতে পারে? যখন সারজন মতিলালকে রাস্তায় হিচঁড়িয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন তাহার একটু ক্লেশ ও অপমান বোধ হইয়া ছিল বটে কিন্তু সে ক্ষণিক—বেনিগারদে যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ভাবনা বা ভয় বা অপমান বোধ হয় নাই। সে সমস্ত রাত্রি ও পর দিবস গান গাইয়া ও শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকিয়া নিকটস্থ লোক দিগকে এমত জ্বালাতন করিয়াছিল যে তাহারা কাণে হাত দিয়া রাম২ ডাক ছাড়িয়া বলাবলি করিয়াছিল কয়েদ হওয়া অপেক্ষা এ ছোঁড়ার কাছে থাকা ঘোর যন্ত্রণা। পরদিবস মেজিষ্ট্রেটের নিকট দাঁড়াই-

বার সময় বাপকে দেখাইবার জন্য শিশু পরামাণিকের ন্যায় একটুকু অধো বদন হইয়া ছিল কিন্তু মনেং কিছুতেই দৃক্‌পাত হয় নাই—জেলেই যাউক আর জিঞ্জিরেই যাউক কিছুতেই ভয় নাই।

যে সকল বালকদের ভয় নাই—ডর নাই—লজ্জা নাই—কেবল কুকর্ম্মেতেই রত—তাহাদিগের রোগ সামান্য রোগ নহে—সে রোগ মনের রোগ। তাহার উপর প্রকৃত ঔষধ পড়িলেই ক্রমেং উপশম হইতে পারে। কিন্তু ঐ বিষয়ে বাবুরাম বাবুর কিছুমাত্র বোধ শোধ ছিল না। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল মতিলাল বড় ভাল ছেলে, তাহার নিন্দা শুনিলে প্রথমং রাগ করিয়া উঠিতেন—কিন্তু অন্যান্য লোকে বলিতে ছাড়িত না, তিনি ও শুনিয়ে শুনিতেন না। পরে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল কিন্তু পাছে অন্যের কাছে খাট হইতে হয় এজন্য মনেং গুমরেং থাকিতেন কাহার নিকট কিছুই ব্যক্ত করিতেন না, কেবল বাটীর দরওয়ানকে চুপ্‌চুপি বলিয়া দিলেন মতিলাল যেন দরজার বাহির না হইতে পারে। তখন রোগ প্রবল হইয়া ছিল সুতরাং উপযুক্ত ঔষধ হয় নাই, কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজরবন্দি করায় কি হইতে পারে? —মন বিগড়ে গেলে লোহার বাড় দিলেও থামে না বরং তাহাতে ধূর্ত্তমি আরও বেড়ে উঠে।

মতিলাল প্রথমং প্রাচীর টপ্‌কিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ও মানগোবিন্দ খালাস হইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিয়া আড্ডা গাড়িল ও পাড়ার কেবলরাম, বাঞ্ছারাম, ভজকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ এবং অন্যান্য শ্রীদাম, সুবল ক্রমেং জুটে গেল। এই সকল বালকের সহিত সহবাস হওয়াতে মতিলাল একেবারে ভয় ভাঙ্গা হইল — বাপকে পুসিদা করা ক্রমেং ঘুচিয়া গেল। যেং বালক বাল্যাবস্থা অবধি নির্দোষ খেলা অথবা সৎআমোদ করিতে না শিখে

তাহারা ইতর আমোদেই রত হয়। ইংরাজদিগের ছেলেরা পিতা মাতার উপদেশে শরীর ও মনকে ভাল রাখিবার জন্য নানা প্রকার নির্দোষ খেলা শিক্ষা করে, কেহবা তসবির আঁকে—কাহারো বা ফুলের উপর সক হয়—কেহবা সংগীত শিখে—কেহবা শীকার করিতে অথবা মর্দানা কস্তু করিতে রত হয়—যাহার যেমন ইচ্ছা সে সেই মত এইরূপ নির্দোষ ক্রীড়া করে। এতদ্দেশীয় বালকেরা যেমন দেখে তেমনি করে—তাহাদিগের সর্ব্বদা এই ইচ্ছা যে জরি জহরত ও মুক্তা প্রবাল পরিব—মোসাহেব ও বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইব এবং খুব ধুমধামে বাবুগিরি করিব। জাঁক জমক ও ধূমধামে থাকা যুবা কালেরই ধর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব সাবধান না হইলে এই রূপ ইচ্ছা ক্রমে২ বেড়ে উঠে ও নানা প্রকার দোষ উপস্থিত হয়—সেই সকল দোষে শরীর ও মন অবশেষে একেবারে অধঃপাতে যায়।

মতিলাল ক্রমে২ মেরোয়া হইয়া উঠিল, এমনি ধূর্ত্ত হইল যে পিতার চক্ষে ধূলা দিয়া নানা অভদ্র ও অসৎ কর্ম্ম করিতে লাগিল। সর্ব্বদাই সঙ্গিদিগের সহিত বলাবলি করিত বুড়া বেটা একবার চোক বুজ্‌লেই মনের সাদে বাবুয়ানা করি। মতিলাল বাপ মার নিকট হইতে টাকা চাহিলেই টাকা দিতে হইত—বিলম্ব হইলেই তাহাদিগকে বলে বসিত—আমি গলায় দড়ি দিব অথবা বিষ খাইয়া মরিব। বাপ মা ভয় পাইয়া মনে করিতেন কপালে যাহা আছে তাই হবে এখন ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বাঁচি—ও আমাদিগের শিবরাত্রির শলিতা—বেঁচে থাকুক, তবু এক গণ্ডুষ জল পাব। মতিলাল ধূমধামে সর্ব্বদাই ব্যস্ত—বাটীতে তিলার্দ্ধ থাকে না। কখন বনভোজনে মত্ত—কখন যাত্রার দলে আকড়াদিতে আসক্ত—কখন পাঁচালির দল করিতেছে—কখন সকের দলের কবিওয়ালা দিগের সঙ্গে দেওরা২ করিয়া চেঁচাইতেছে—কখন বারওয়ারি পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে—

কখন খেমটার নাচ দেখিতে বসিয়া গিয়াছে—কখন অনর্থক মার পিট দাঙ্গা হাঙ্গামে উন্মত্ত আছে। নিকটে সিদ্ধি, চরস, গাঁজা, গুলি, মদ অনবরত চলিয়াছে—গুড়ুক পালাইং ডাক ছাড়িতেছে। বাবুরা সকলেই সর্ব্বদা ফিট ফাট—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দাঁতে মিসি—সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধূতি পরা—বুটোদার একলাই ও গাজের মেরজাই গায়—মাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভুরভুরে রেসমের হাত রুমাল ও একং ছড়ি—পায়ে রুপার বগলসওয়ালা ইংরাজি জুতা। ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু খাস্তার কচুরি খাসা গোল্লা বরফি নিখুতি মনোহরা ও গোলাবি খিলি সঙ্গেং চলিয়াছে।

প্রথমং কুমতির দমন না হইলে ক্রমেং বেড়ে উঠে। পরে একেবারে পশুবৎ হইয়া পড়ে—ভাল মন্দ কিছুই বোধ থাকে না, আর যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমেং মাত্রা অবশ্যই অধিক হইয়া উঠে তেমনি কুকর্ম্মে রত হইলে অন্যান্য গুরুতর কুকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। মতিলাল ও তাহার সঙ্গি বাবুরা যে সকল আমোদে রত হইল ক্রমে তাহা অতি সামান্য আমোদ বোধ হইতে লাগিল—তাহাতে আর বিশেষ সন্তোষ হয় না অতএব ভারিং আমোদের উপায় দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বাবুরা দঙ্গল বাঁধিয়া বাহির হন—হয়তো কাহারো বাড়ীতে পড়িয়া লুঠ তরাজ করেন—নয়তো কাহারো কানাচে আগুন লাগাইয়া দেন—হয়তো কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া সোর সরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান্ বা কাপড় ও গহনা চুরি করিয়া আনেন—নয়তো কোন কুলকামিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পান। গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আঙ্গুল মট্‌কাইয়া সর্ব্বদা বলে তোরা ত্বরায় নিপাত হ।

এই রূপে কিছুকাল যায়—দুই চারি দিবস হইল বাবুরাম্ বাবু কোন কর্ম্মের অনুরোধে কলিকাতায় গিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বৈদ্যবাটীর বাটীর নিকট দিয়া

একখানা জানানা সোয়ারি যাইতে ছিল। নববাবুরা ঐ সোয়ারি দেখিবা মাত্রে দৌড়ে গিয়ে চার দিগ্ ঘেরিয়া ফেলিল ও বেহারা দিগের উপর মারপিট আরম্ভ করিল তাহাতে বেহারারা পাল্‌কি ফেলিয়া প্রাণ ভয়ে অন্তরে গেল। বাবুরা পাল্‌কি খুলিয়া দেখিল একটি পরম সুন্দরী কন্যা তাহার ভিতরে আছেন—মতিলাল তেড়ে গিয়া কন্যার হাত ধরিয়া পাল্‌কি থেকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। কন্যাটী ভয়ে ঠক২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—চারি দিক শূন্যকার দেখেন ও রোদন করিতে২ মনে২ পরমেশ্বরকে ডাকেন—প্রভু! এই অবলা অনাথাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায় সেও ভাল যেন ধর্ম্ম নষ্ট না হয়। সকলে টানাটানি করাতে কন্যাটী ভূমিতে পড়িয়া গেলেন—তবুও তাহারা হিঁচুড় জোরে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। কন্যার ক্রন্দন মতিলালের মাতার কর্ণ গোচর হওয়াতে তিনি আস্তে ব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিলেন অমনি বাবুরা চারিদিগে পলায়ন করিল। গৃহিণীকে দেখিয়া কন্যা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাতরে বলিলেন—মাগো! আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর—তুমি বড় সাধ্বী—সাধ্বী স্ত্রী না হইলে সাধ্বী স্ত্রীর বিপদ অন্যে বুঝিতে পারে না। গৃহিণী কন্যাকে উঠাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল পুঁছিয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন—মা কেঁদো না—ভয় নাই—তোমাকে আমি বুকের উপর রাখিব, তুমি আমার পেটের সন্তান—যে স্ত্রী পতিব্রতা তাঁহার ধর্ম্ম পরমেশ্বর রক্ষা করেন। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অভয় দিয়া সান্ত্বনা করণানন্তর আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার পিতৃ আলয়ে রাখিয়া আসিলেন।

বৈদ্যবাটীর বাজারের বর্ণনা, বেচারাম বাবুর আগমন, বাবুরাম বাবুর সভায় মতিলালের বিবাহের ঘোঁট ও বিবাহ করণার্থে মণিরামপুরে যাত্রা এবং তথায় গোলযোগ।

শেওড়াপুলির নিস্তারিণীর আরতি ভেভাং ভেভাং করিয়া হইতেছে। বেচারাম বাবু ঐ দেবীর আলয় দেখিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন। রাস্তার দোধারি দোকান—কোনখানে বন্দিপুর ও গোপালপরের আলু স্তূপাকার রহিয়াছে—কোন খানে মুড়ি মুড়কি ও চাল ডাল বিক্রয় হইতেছে—কোন খানে কলুভায়া ঘানিগাছের কাছে বসিয়া ভায়া রামায়ণ পড়্‌তেছেন—গরু ঘুরিয়া যায় অমনি টিটকারি দেন, আবার আল ফিরিয়া আইলে চীৎকার করিয়া উঠেন "ওরাম আমরা বানর রাম আমরা বানর"—কোন খানে জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া নিকেট প্রদীপ রাখিয়া "মাছ নেবেগো২" বলিতেছে—কোন খানে কাপুড়ে মহাজন বিরাট পর্ব্ব লইয়া বেদব্যাসের শ্রাদ্ধ করিতেছে। এই সকল দেখিতে২ বেচারাম বাবু যাইতেছেন। একাকী বেড়াতে গেলে সর্ব্বদা যে সব কথা তোলাপাড়া হয় সেই সকল কথাই মনে উপস্থিত হয়। তৎকালে বেচারাম বাবু সদা সংকীর্ত্তন লইয়া আমোদ করিতেন। বসতি ছাড়াইয়া নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইতে২ মনোহর শাহী একটা তুক্ক তাঁহার স্মরণ হইল। রাত্রি অন্ধকার—পথে প্রায় লোক জনের গমনাগমন নাই—কেবল দুই এক খানা গরুর গাড়ি কেঁকোর কোঁকোর করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে ও স্থানে২ একটা কুক্কুর ঘেউ২ করিতেছে। বেচারাম বাবু তুক্কর সুর দেদার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন—তাঁহার খোঁনা আওয়াজ আশ পাশের দুই এক জন পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবা মাত্রে

—আঁও মাঁও করিয়া উঠিল—পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের আজন্মকালাবধি এই সংস্কার আছে যে খোনা কথা কেবল ভূতেতেই কহিয়া থাকে। ঐ গোলযোগ শুনিয়া বেচারাম বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুত গতি একেবারে বৈদ্যবাটীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাবুরাম বাবু ভারি মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বালির বেণী বাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু, বাহির-সিমলার বঞ্চারাম বাবু ও অন্যান্য অনেকে উপস্থিত, গদির নিকট ঠকচাচা এক খান চৌকির উপর বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। কেহ২ ন্যায় শাস্ত্রের ফেঁকড়ি ধরিয়াছেন—কেহ২ তিথি তত্ত্ব কেহবা মলমাস তত্ত্বের কথা লইয়া তর্ক করিতে ব্যস্ত আছেন—কেহ২ দশম স্কন্ধের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন—কেহ২ বহুব্রহী ও দ্বন্দ্ব লইয়া মহা দ্বন্দ্ব করিতেছেন। কামাখ্যা নিবাসী একজন টেঁকিয়াল ফুকন কর্ত্তার নিকট বসিয়া হুকা টানিতে২ বলিতেছেন—আপনি বড় বাগ্যমান পুরুষ—আপনার দুইটি লড়বড়ে ও দুইটি পেঁচা মুড়ি—এ বচ্চর একটু লেরাং ভেরাং আছে কিন্তু একটি যাগ করলে সব রাঙ্গা ফুকনের মাচাং যাইতে পারবে ও তাহার বশীবৃত অবে—ইতিমধ্যে বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবা মাত্র সকলেই উঠে দাঁড়াইয়া আস্তে আজ্ঞা হউক২ বলিতে লাগিল। পুলিসের ব্যাপার অবধি বেচারাম বাবু চটিয়া রহিয়া ছিলেন কিন্তু শিষ্টাচারে ও মিষ্ট কথায় কে না ভোলে? ঘন২ যেআজ্ঞা মহাশয়ে তাঁহার মন একটু নরম হইল এবং তিনি সহাস্য বদনে বেণী বাবুর কাছে ঘেঁসে বসিলেন। বাবুরাম বাবু বলিলেন মহাশয়ের বসাটা ভাল হইল না—গদির উপর আসিয়া বসুন। মিলমাফিক লোক পাইলে মাণিক-জোড় হয়। বাবুরাম বাবু অনেক অনুরোধ করিলেন

বটে কিন্তু বেচারাম বাবু বেণী বাবুর কাচ ছাড়া হইবেন না। কিয়ৎ ক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বেচারাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন মতিলালের বিবাহের সম্বন্ধ কোথায় হইল?

বাবুরাম বাবু। সম্বন্ধ অনেক আসিয়াছিল। গুপ্তি-পাড়ার হরিদাস বাবু, নাকাসীপাড়ার শ্যামাচরণ বাবু, কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু, ও অন্যান্য অনেক স্থানের অনেক ব্যক্তি সম্বন্ধের কথা উপস্থিত করিয়াছিল। সে সব ত্যাগ করিয়া এক্ষণে মণিরামপুরের মাধব বাবুর কন্যার সহিত বিবাহ ধার্য্য করা গিয়াছে। মাধব বাবু যোত্রাপন্ন লোক আর আমাদিগের দশটাকা পাওয়া থোয়া হইতে পারিবে।

বেচারাম বাবু। বেণী ভায়া! এ বিষয়ে তোমার কি মত?—কথাগুলা খুলে বল দেখি।

বেণী বাবু। বেচারাম দাদা! খুলে খেলে কথা বলা বড় দায়—বোবার শত্রু নাই আর কর্ম্ম যখন ধার্য্য হইয়াছে তখন আন্দোলনে কি ফল?

বেচারাম বাবু। আরে তোমাকে বল্‌তেই হবে—আমি সব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাই।

বেণী বাবু। তবে শুনুন—মণিরাম পুরের মাধব বাবু দাঙ্গাবাজ লোক—ভদ্র চালচুল নাই, কেবল গরুকেটে জুতদানি ধার্ম্মিকতা আছে—বিবাহেতে জিনিসপত্র টাকা কড়ি দিতে পারেন কিন্তু বিবাহ দিতে গেলে কেবল কি টাকা কড়ির উপর দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য হয়? অগ্রে ভদ্রঘর খোজা উচিত, তার পর ভাল মেয়ে খোজা কর্ত্তব্য, তার পর পাওনা থোওনা হয় বড় ভাল—না হয়—নাই। কাচঁড়া-পাড়ার রামহরি বাবু অতি সুমানুষ—তিনি পরিশ্রম দ্বারা যাঁহা উপায় করেন তাহাতেই সানন্দ চিত্তে কাল যাপন করেন—পরের বিষয়ের উপর কখন চেয়েও দেখেন

না—তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নয় বটে কিন্তু তিনি আপন সন্তানাদির সদুপদেশে সর্ব্বদা যত্নবান ও পরিবারেরা কিপ্রকারে ভাল থাকিবে ও কিপ্রকারে তাহাদিগের সুমতি হইবে সর্ব্বদা কেবল এই চিন্তা করিয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা হইলে তো সর্ব্বাংশে সুখজনক হইত।

বেচারাম বাবু। বাবুরাম! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে কি বলব?—এ আমাদিগের জেতের দোষ? বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে—কেমন গো রূপর ঘড়া দেবে তো?—মুক্তর মালা দেবে তো? আরে আমাদের বেটা কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ—মেয়ে ভাল কি মন্দ তার অন্বেষণ কর?—সে সব ছোট কথা—কেবল দশটাকা লাভ হইলেই সব হইল—দূঁর—দূঁর!

বাঞ্ছারাম বাবু। কুলও চাই—রূপও চাই—ধনও চাই!—টাকাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে সংসার কিরূপে চল্‌বে?

বক্রেশ্বর বাবু। তা বই কি—ধনের খাতির অবশ্য রাখতে হয়। নির্ধন লোকের সহিত আলাপে ফল কি? সে আলাপে কি পেট ভরে?

ঠকচাচা। চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বল্লেন—মোর উপর এতনা টিটিকারি দিয়া বাত হচ্ছে কেন?—মুই তো এ সাদি করতে বলি—একটা নামজাদা লোকের বেটী না আন্‌লে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত, মুই রাতদিন ঠেওরে২ দেখেছি যে মণিরামপুরের মাধব বাবু আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাগে গরুতে জল খায়—দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেঠেল মিল্‌বে—আদালতের বেলকুল আদমি তেনার দস্তের বিচ—আপদ্ পড়্‌লে হাজারো সুরতে মদত্ মিল্‌বে। কাচড়া-পাড়ার রামহরি বাবু সেকস্ত আদ্‌মি—ঘেসাট ঘোসাট করে প্যাট টালে—তেনার সাতে খেসি কামে কি কায়দা?

বেচারাম বাবু। বাবুরাম! ভাল মন্ত্রী পাইয়াছ? —এমন মন্ত্রির কথা শুন্‌লে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে—আর কিবা ছেলেই পেয়েছ!—তাহার আবার বিয়ে? বেণী ভায়া তোমার মত কি?

বেণী বাবু। আমার মত এই—যে পিতা প্রথমে ছেলেকে ভালরূপে শিক্ষা দিবেন ও ছেলে যাহাতে সর্ব্ব প্রকারে সৎ হয় এমত চেষ্টা সম্যক্ রূপে পাইবেন—ছেলের যখন বিবাহ করিবার বয়স্ হইবে তখন তিনি বিশেষরূপে সাহায্য করিবেন। অসময়ে বিবাহ দিলে ছেলের নানা প্রকার হানি করা হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু ধড়মড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর গেলেন। গৃহিণী পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিলেন। কর্ত্তা নিকটে গিয়া বাহির বাটীর সকল কথা শুনাইয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন তবে কি মতিলালের বিবাহ কিছুদিন স্থগিত থাকিবে? গৃহিণী উত্তর করিলেন—তুমি কেমন কথা বল—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ষেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল —আর কি বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায়? একথা লইয়া এখন গোলমাল করিলে লগ্ন বয়ে যাবে—কি কর্‌ছো একজন ভালমানুষের কি জাত যাবে?—বর লয়ে শীঘ্র যাও। গৃহিণীর উপদেশে কর্ত্তার মনের চাঞ্চল্য দূর হইল —বাটীর বাহিরে আসিয়া রোসনাই জ্বালিতে হুকুম দিলেন অমনি ঢোল রোসন চৌকি ও ইংরাজি বাজানা বাজিয়া উঠিল ও বরকে তক্তনামার উপর উঠাইয়া বাবুরাম বাবু ঠকচাচার হাত ধরিয়া আপন বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব সজ্জন সঙ্গে লইয়া হেল্‌তে দুল্‌তে চলিলেন। ছাতের উপর থেকে গৃহিণী ছেলের মুখখানি দেখিতে লাগিলেন অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিয়া উঠিল—ও মতির মা! আহা বাছার কি রূপই বেরিয়েছে! বরের সব ইয়ার বক্সি চলিয়াছে,

পেছনে রংমোসাল লইয়া কাহারো গা পোড়াইয়া দিতেছে, কাহারো ঘরের নিকট পটকা ছুঁড়িতেছে, কাহারো কাছে তুবড়িতে আগুন দিতেছে। গরিব দুঃখী লোক সকল দেকসেক হইল কিন্তু কাহারো কিছু বলিতে সাহস হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল— বর দেখ্‌তে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগিল—ছেলেটার শ্রী আছে বটে কিন্তু নাকটি একটু টেকাল হলে ভাল হইত— কেহ বলতে লাগিল রংটি কিছু ফিকে একটু মাজা হলে আরও খুল্‌তো। বিবাহ ভারি লগ্নে হবে কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজতেং মাধব বাবু দরওয়ান ও লণ্ঠন সঙ্গে করিয়া বর যাত্রিদিগের আগবাড়ান লইতে আইলেন—রাস্তায় বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা শিষ্টাচারেতেই গেল—ইনি বলেন মহাশয় আগে চলুন উনি বলেন মহাশয় আগে চলুন—বালীর বেণী বাবু এগিয়া আসিয়া বলিলেন আপনারা দুইজনের মধ্যে যিনি হউন একজন এগিয়ে পড়ুন আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না। এইরূপ মীমাংসা হওয়াতে সকলে কন্যাকর্ত্তার বাটীর নিকট আসিয়া ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও বর যাইয়া মজলিসে বসিল। ভাট রেও ও বারওয়ারী ওয়ালা চারিদিগে ঘেরিয়া দাঁড়াইল—গ্রামভাটি ও নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রফা করিতেছেন— অনেক দম সম দেন কিন্তু ফলের দফায় নাম মাত্র—রেওদিগের মধ্যে একটা সণ্ডা তেড়ে এসে বলিল এ নেড়ে বেটা কে রে? বেরো বেটা এখানথেকে—হিন্দুর কর্ম্মে মোছলমান কেন? ঠকচাচার অমনি রাগ উপস্থিত হইল। তিনি দাড়ি নেড়ে চোক রাঙ্গাইয়া গালি দিতে লাগিলেন। হলধর গদাধর ও অন্যান্য নব বাবুরা একে চায় আরে পায়। তাহারা দেখিল যে প্রকার মেঘ করিয়া আসিতেছে ঝড় হইতে পারে—অতএব কেহ ফরাস ছেঁড়ে—কেহ সেজ নেবায়

—কেহ ঝাড়েং টক্কর লাগাইয়া দেয়—কেহ ওর এর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়, কন্যা কর্ত্তার তরফের দুই জন লোক এই সকল গোলযোগ দেখিয়া দুই একটা শক্ত কথা বলাতে তাহাতাতি হইবার উপক্রম হইল—মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনেং ভাবে বুঝি আমার কপালে বিয়ে নাই—হয় তো সুতা হাতে সার হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে হবে।

---

১১ মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ও আগড়-পাড়ার অধ্যাপকদিগের বাদানুবাদ।

আগড়পাড়ার অধ্যাপকেরা বৈকালে গাছের তলায় বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। কেহং নস্য লইতেছেন—কেহবা তমাক খাইতেছেন—কেহবা খকং করিয়া কাসিতে-ছেন—কেহবা দুই একটি খোস গল্প ও হাসি মসকরার কথা কহিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন—বিদ্যারত্ন কেমন আছেন? ব্রাহ্মণ পেটের জ্বালায় মণিরামপুরে নিমন্ত্রণে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছে!—আহা কাল যে করে লাঠি ধরিয়া স্নান করিতে যাইতে ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল।

বিদ্যাভূষণ। বিদ্যারত্ন ভাল আছেন চূণ হলুদ ও সেকতাপ দেওয়াতে বেদনা অনেক কমিয়া গিয়াছে। মণিরামপুরের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কবিকঙ্কণ দাদা যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাতে রং আছে—বলি শুনুন।

ডিমিকিং, তা থিয়ে থিয়ে বোলে নহবত বাজে।
মাধব ভবন। দেবেন্দ্রসদন। জিনি ভুবন বিরাজে।
অদ্ভুত সভা। আলোকের আভা। ঝাড়ের প্রভা মাজেং।
চারিদিগে নানা ফুল। ছড়াছড়ি দুইকুল। বাদ্যের কুলং বাজে।

খোপে২ গাঁদা মালা। রাঙ্গা কাপড় রূপার বালা। এতক্ষণে বিয়ের শালা সাজে।

সামেয়ানা ফর ফর। তালি তাতে বহুতর। জল পড়ে ঝর ঝর হাজে।

সেটিয়াল মজবুত। দরওয়ান রজপুত। নিনাদ অদ্ভুত গাজে।

লুচিচিনি মনোহরা। ভাঁড়ারেতে খুব ভরা। আলপনার ডোরা ডোরা সাজে।

ভাটবন্দি কত২। শ্লোক পড়ে শত২। ছন্দনানা মত ভাজে।

আগড়পাড়া কবিবর। বিরচয়ে ওঁহিপর। ঝুপকরে আলো বর সমাজে।

হলধর গদাধর উস্থু খুস্থু করে।
ছট ফট ছট ফট করে তারা মরে।
ঠকচাচা হন কাঁচা শুনে বাজে কথা।
হলধর গদাধর থাইতেছে মাথা।
পড়াপড় পড়াপড় ফাড়িনার শব্দ।
গুপাগুপ গুপাগুপ কিলে করে জব্দ।
ঠনাঠনঠনাঠন ঝাড়ে ঝাড়ে লাগে।
সটসট সটসট করে সবে ভাগে।
মতিলাল দেখে কাল বসে২ দোলে।
স্থতাসার কি আমার আছয়ে কপালে।
বক্রেশ্বর বোকাশ্বর খোষামদে পাকা।
চলেযান কিল থান খান গলা ধাক্কা।
বাঞ্ছারাম অবিরাম ফিকিরেতে টনক।
চড় খেয়ে আচাড় খেয়ে হইলেন বক্ক।
বেচারাম সববাম দেখে যান টেরে।
দূঁর দূঁর দূঁর দূঁর বলে অনিবারে।
বেণী বাবু থান খাবু নাই গতি গঙ্গা।
হুপ হাপ গুপ গাপ বেড়ে উঠে দাঙ্গা।
বাবুরাম ধরে থাম থাম২ করে।
ঠক২ ঠক২ কেঁপে মরে ডরে।

ঠকচাচা মোরে বাচা বলে তাড়াতাড়ি।
মুসলমান বেইমান আছে মুড়ি ঝুড়ি।
যায় সরে ধীরে ধীরে মুখেকাপড় মোড়া।
সবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া।
রেওভাট করে সাট ধরে তাকে পড়ে।
চড় চড় চড় চড় দাড়ি তার ছেঁড়ে।
সেকেরপো ওহোওহো বলে তোবা তোবা।
জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা।
খুবকরি হাতধরি মোকে দাও ছেড়ে।
ভালা বুরা নেহি জান্তা জেতে মুই নেড়ে।
এমোকামে কোইকামে আনা ঝকমারি।
হয়রান পেরেসান বেইজ্জতে মরি।
না বুঝিয়া না সুজিয়া হেন্দুদের সাতে।
এসেছি বসিয়াআছি সেরক্ দোস্তিতে।
এ সাদিতে না থাকিতে বার বার নানা।
চাচি মোর ফুপা মোর সবে করে মানা।
না শুনিয়া না রাখিয়া তেনাদের কথা।
জান যায় দাড়ি যায় যায় মোর মাথা।

মহাঘোর ঝাপে লটিয়াল সাজিছে।
কড়মড় হড়মড় করে তারা আসিছে।
সপাসপ লপালপ বেত পিঠে পড়িছে।
গেলুম রে মলুম রে বলে সবে ডাকিছে।
বর যাত্রী কন্যা যাত্রী কে কোথা ভাগিছে।
মার মার ধর ধর এই শব্দ হইছে।
বর লয়ে মাধব বাবু অন্তঃপুরে যাইছে।
সভা ভেঙ্গে ছার খার একেবার হইছে।
সবে বলে ঠক মুখে খুলে কাপড় বেড়।
দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড়।

বাবুরাম নিরনাম হইয়ে চলিল।
রেসালা দোশালা সব কোথায় রহিল।

কাপড় চোপড় ছিঁড়ে পড়ে খুলে।
বাতাসে অবশে ওড়ে দুলে দুলে।
চাদর ফাদর নাহি কিছু গায়ে।
হোঁচট যোচট খান স্থহু পায়ে।
চলিছে বলিছে বড় অধোমুখে।
পড়েছি ডুবেছি আমি ঘোর দুঃখে।
ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে মোর ছাতি ফাটে।
মিঠাই নাপাই নাহি মড়কি জোটে
রজনি অমনি হইতেছে ঘোর।
বাতাস নিশ্বাসে মধ্যে হল জোর।
বহে ঝড় হুড়মড় চারিদিগে।
পবন শমন যেন আলো বেগে।
কি করি একাকী না লোক না জন।
নিকট বিকট হইবে মরণ।
চলিতে বলিতে মন নাহি লাগে।
বিধাতা শক্রতা করিলে কি হবে।
নাজানি গৃহিণী মোর মৃত্যু শুনে।
দুঃখেতে খেদেতে মরিবেন প্রাণে।
বিবাহ নির্ব্বাহ হল কি না হল।
ঠ্যাঙ্গাতে লাঠিতে কিন্তু প্রাণ গেল।
সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ কেন করিলাম।
মানেতে প্রাণেতে আমি মজিলাম।
আসিতে আসিতে দোকান দেখিল।
অবাধা তাগাদা যাইয়া ঢুকিল।
পার্শ্বেতে দর্মাতে শুয়ে আছে পড়ে।
অস্থির দুস্থির বুড় ঠক নেড়ে।
কেমনে এখানে বাবুরাম কহে।
একালা ফেলিয়া আমাকে আইলে।
একর্ম্ম কিকর্ম্ম সখার উচিত।
বিপদে আপদে প্রকাশে পিরিত।
ঠক কয় মহাশয় চুপ কর।
দোকানি না জানি তেনাঁদের চর।

পেলিয়ে যাইলে সব বাত হবে।
বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রবে।
প্রভাতে দোঁহেতে করিল গমন।
রচিয়ে তোটকে শ্রীকবি কঙ্কণ।

তর্কবাগীশ বাবুরাম বাবুর বড় গোঁড়া কবিতা শুনিবা মাত্রে জ্বলিয়া উঠে বলিলেন আ মরি! কিবা কবিতা—সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্ত্তিমান—কিম্বা কালিদাস মরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ভারি বিদ্যা—এমন ছেলে বাঁচা ভার। পয়ারও চমৎকার! নেড়ের মাটি—পাথর বাটী—শীতলপাটি—নারকেল কাটি! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া বড়মানুষের সর্ব্বদা প্রশংসা করিবে—গ্লানি করাতো ভদ্র কর্ম্ম নয়—এই বলিয়া তিনি রাগ করিয়া সেস্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যান। সকলে হুঁ—হাঁ—দাড়ানগো—থামুন-গো বলিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া বসাইলেন।

অন্য আর এক জন অধ্যাপক ও কথা চাপা দিয়া অন্যান্য কথা ফেলিয়া সলিয়ে কলিয়ে বাবুরাম ও মাধব বাবুর তারিফ করিতে আরম্ভ করিলেন। বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে সব কথা তলিয়া বুঝিতে পারে না—ন্যায় শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায় শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়—সাংসারিক বুদ্ধির চালনা হয় না। তর্কবাগীশ অমনি ভুলিয়া গিয়া উপস্থিত কথায় আমোদ করিতে লাগিলেন।

---

১২ বেচারাম বাবুর নিকট বেণী বাবুর গমন, মতি-লালের ভ্রাতা রামলালের উত্তম চরিত্র হওনের কারণ, বরদাপ্রসাদ বাবুর প্রসঙ্গ—মন শোধনের উপায়।

বৌবাজারের বেচারাম বাবু, বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে দুই এক জন লোক কীর্ত্তন অঙ্গ গাই-

তেছে। বাবু গোষ্ঠ দান মান মাথুর খণ্ডিতা উৎকণ্ঠিতা কলহান্তরিতা ক্রমে২ ফরমাইস করিতেছেন। কীর্ত্তনিয়ারা মনোহরসায়ী রেটি ও নানা প্রকার সুরে কীর্ত্তন করিতেছে, সে সকল শুনিয়া কেহ২ দশা পাইয়া একেবারে গড়াগড়ি দিতেছে। বেচারাম বাবু চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে বালীর বেণী বাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেচারাম বাবু অমনি কীর্ত্তন বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আরে কও বেণীভায়া বেঁচে আছ কি? বাবুরাম নেকড়ার আগুন—ছেড়েও ছাড়ে না অথচ আমরা তাঁহার যে কর্ম্মে যাই সেই কর্ম্মে লণ্ডভণ্ড হইয়া আসিতে হয়। মণিরামপুরের ব্যাপারেতে ভাল আক্কেল পাইয়াছি— কথাই আছে যে হয় ঘরের শত্রু সেই যায় বরযাত্রী।

বেণী বাবু। বাবুরাম বাবুর কথা আর বল্‌বেন না—দেবাসেক হওয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হয় বালীর ঘর দ্বার ছাড়িয়া প্রস্থান করি। দেখুন "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি" —আরবা কপালে কি আছে!

বেচারাম। ভাল, বাবুরামের তো এই গতিক— আপনি যেমন—মন্ত্রী যেমন—মজিরা যেমন——পুত্র যেমন— সকল কর্ম্ম কারখানাও তেমন। তাঁহার ছোট ছেলেটি ভাল হইতেছে এর কারণ কি? সে যে গোবর কুড়ে পদ্ম ফুল!

বেণী বাবু। আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। —এ কথাটি অসম্ভব বটে কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্বে আমি বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস বাবুর পরিচয় দিয়াছি তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কিয়ৎ-কালাবধি ঐ মহাশয় বৈদ্যবাটীতে অবস্থিতি করিয়া আছেন। আমি মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম বাবুরাম বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল যদ্যপি মতিলালের মত হয় তবে বাবুরামের বংশ ত্বরায় নির্ব্বংশ হইবে কিন্তু

ঐ ছেলেটি ভাল হইতে পারে, তাহার উত্তম সুযোগ হই-
য়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া রামলালকে সঙ্গে করিয়া
উক্ত বিশ্বাস বাবুর নিকট গিয়া ছিলাম। ছেলেটির সেই
পর্য্যন্ত বিশ্বাস বাবুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে
তাঁহার নিকটেই সর্ব্বদা পড়িয়া আছে, আপন বাটীতে বড়
থাকে না, তাঁহাকে পিতার তুল্য দেখে।

বেচারাম। পূর্ব্বে ঐ বিশ্বাস বাবুরই গুণ বর্ণনা
করিয়া ছিলে বটে.—যাহা হউক. একাধারে এত গুণ কখন
শুনি নাই, এক্ষণে তাঁহার ভাল পদ হইয়াছে—মনে গর্ব্ব
না জন্মিয়া এত নম্রতা কি প্রকারে হইল?

বেণী বাবু। যে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি সম্পত্তি প্রাপ্ত
হয় ও কখন বিপদে না পড়িয়া কেবল সম্পদেই বাড়িতে
থাকে তাহার নম্রতা প্রায় হওয়া ভার—সে ব্যক্তি অন্যের
মনের গতি বুঝিতে পারে না অর্থাৎ কিবা পরের প্রিয়,
কিবা পরের অপ্রিয়, তাহা তাহার কিছুমাত্র বোধ হয় না,
কেবল আপন সুখে সর্ব্বদা মত্ত থাকে—আপনাকে বড়
দেখে ও তাহার আত্মীয় বর্গ প্রায় তাহার সম্পদেরই
খাতির করিয়া থাকে; এমত অবস্থায় মনের গর্ব্ব বড়
ভয়ানক হইয়া উঠে—এমত স্থলে নম্রতা ও দয়া কখনই
স্থায়ি হইতে পারে না। এই কারণে কলিকাতার বড়-
মানুষের ছেলেরা প্রায় ভাল হয় না। একে বাপের
বিষয়, তাতে ভারি২ পদ সুতরাং সকলের প্রতি তুচ্ছ
তাচ্ছল্য করিয়া বেড়ায়। চোট না খাইলে—বিপদে না
পড়িলে মন স্থির হয় না। মনুষ্যের নম্রতা অগ্রেই আবশ্যক।
নম্রতা না থাকিলে আপনার দোষের বিচার ও শোধন
কখনই হয় না—নম্র না হইলে লোকে ধর্ম্মে বাড়িতেও
পারে না।

বেচারাম। বরদা বাবু এত ভাল কি প্রকারে হইলেন?

বেণী বাবু। বরদা বাবু বাল্যাবস্থা অবধি ক্লেশে
পড়িয়া ছিলেন। ক্লেশে পড়িয়া পরমেশ্বরকে অনবরত
ধ্যান করিতেন—এইমত অনবরত ধ্যান করাতে তাঁহার মনে

দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে২ কর্ম্ম পরমেশ্বরের প্রিয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, যে২ কর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয় তাহা প্রাণ গেলেও করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সংস্কার অনুসারে তিনি চলিয়া থাকেন।

বেচারাম। পরমেশ্বরের প্রিয় অপ্রিয় কর্ম্ম তিনি কি প্রকারে স্থির করিয়াছেন।

বেণী বাবু। ঐ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার দুই উপায় আছে। প্রথমতঃ মনঃ সংযম করিতে হয়। মনের সংযম নিমিত্ত স্থির হইয়া ধ্যান ও মনের সদ্ভাব বৃদ্ধি করা আবশ্যক। স্থিরতর চিত্তে ধ্যানের দ্বারা মনকে উল্টে পাল্টে দেখ্‌তে২ নিজাগ্রিত বিবেচনা শক্তির চালনা হইতে থাকে, ঐ শক্তি যেমন প্রবল হইয়া উঠে তেমনি লোকে ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্ম্মে বিরক্ত হইয়া প্রিয় কর্ম্মেতে রত হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সাধুলোকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ ও আন্দোলন করিলে ঐ শক্তি ক্রমশঃ অভ্যাস হয়। বরদা বাবু আপনাকে ভাল করিবার জন্য কোন অংশে কসুর করেন নাই। অদ্যাবধি তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় কেবল ছোকা করিয়া বেড়ান না। প্রাতঃকালে উঠিয়া নিয়ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন—তৎকালীন তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হয় তাহা তাঁহার নয়নের জল দ্বারাই প্রকাশ পায়। তাহার পরে তিনি আপনি কি মন্দ ও কি ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা সুস্থির হইয়া উল্টে পাল্টে দেখেন— তিনি আপন গুণ কখনই গ্রহণ করেন না—কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র দোষ দেখিলেই অতিশয় সন্তাপিত হন কিন্তু অন্যের গুণ শ্রবণে আমোদ করেন, দোষ জানিতে পারিলে ভ্রাতৃভাবে কেবল কিছু দুঃখ প্রকাশ করেন। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও শান্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনকে এরূপ সংযত করে সে যে ধর্ম্মেতে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

বেচারাম। বেণী ভায়া! বরদা বাবুর কথা শুনিয়া কর্ণ জুড়াইল, এমত লোকের সহিত একবার দেখা করিতে হইবে, দিবসে তিনি কি করিয়া থাকেন।

বেণী বাবু। তিনি দিবসে বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন

বটে কিন্তু অন্যান্য লোকের মত নহে। অনেকেই বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল পদ ও অর্থের বিষয় ভাবেন, কিন্তু তিনি তাহা বড় ভাবেন না। তাঁহার ভাল জানা আছে যে পদ ও অর্থ জলবিম্বের ন্যায়—দেখিতে ভাল—শুনিতে ভাল—কিন্তু মরিলে সঙ্গে যায় না বরং সাবধান পূর্ব্বক না চলিলে ঐ উভয় দ্বারা কুমতি জন্মিয়া থাকে, তাঁহার বিষয় কর্ম্ম করিবার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে তদ্দ্বারা আপন ধর্ম্মের চালনা ও পরীক্ষা করিবেন। বিষয় কর্ম্ম করিতে গেলে লোভ, রাগ, হিংসা, অবিচার, ইত্যাদি প্রবল হইয়া উঠে ও ঐসকল রিপুর দাপটে অনেকেই মারা যায়। তাহাতে যে সামলিয়া যায় সেই প্রকৃত ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম মুখে বলা সহজ কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা না দেখাইলে মুখে বলা কেবল ভণ্ডামি। বরদা বাবু সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন সংসার পাঠশালার স্বরূপ, বিষয় কর্ম্মের দ্বারা মনের সদভ্যাস হইলে ধর্ম্ম অটুট হয়।

বেচারাম। তবে কি বরদা বাবু অর্থকে অগ্রাহ্য করেন?

বেণী বাবু। না না—অর্থকে হেয় বোধ করেন না—কিন্তু তাঁহার বিবেচনাতে ধর্ম্ম অগ্রে—অর্থ তাহার পরে, অর্থাৎ ধর্ম্মকে বজায় রাখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবেক।

বেচারাম। বরদা বাবু রাত্রে বাটীতে কি করেন?

বেণী বাবু। সন্ধ্যার পর পরিবারের সহিত সদালাপ ও পড়া শুনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সচ্চরিত্র দেখিয়া পরিবারেরা সকলে তাঁহার মত হইতে চেষ্টা করে, পরিবারের প্রতি তাঁহার এমত স্নেহ যে স্ত্রী মনে করেন এমন স্বামী যেন জন্মে২ পাই, সন্তানেরা তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিলে ছটফট করে। বরদা বাবুর পুত্র গুলি যেমন ভাল, কন্যা গুলিও তেমনি ভাল। অনেকের বাটীতে ভেয়ে বোনে সর্ব্বদা কচকচি কলহ করিয়া থাকে। বরদা বাবুর সন্তানেরা কেহ কাহাকেও উচ্চ কথা কহে না, কি লেখার সময়, কি পড়ার

সময়, কি খাবার সময়, সকল সময়েই তাহারা পরস্পর স্নেহ পূর্ব্বক কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে—বাপ মা ভাল না হইলে সন্তান ভাল হয় না।

বেচারাম বাবু। আমি শুনিয়াছি বরদা বাবু সর্ব্বদা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান।

বেণী বাবু। একথা সত্য বটে—তিনি অন্যের. ক্লেশ বিপদ অথবা পীড়া শুনিলে বাটীতে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। নিকটস্থ অনেক লোকের নানা প্রকারে উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ কথা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলেন না ও অন্যের উপকার করিলে আপনাকে উপকৃত বোধ করেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এমন প্রকার লোক চক্ষে দেখা দূরে থাকুক কোন কালে কখন কাণেও শুনি নাই —এমত লোকের নিকটে বুড়া থাকিলেও ভাল হয়—ছেলে তো ভাল হবেই। আহা বাবুরামের ছোট ছেলেটি ভাল হইলেই বড় সুখজনক হইবে!

---

১৩ বরদা প্রসাদ বাবুর উপদেশ দেওন তাঁহার বিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম নিষ্ঠা এবং সুশিক্ষার প্রণালী। তাঁহার নিকট রামলালের উপদেশ তজ্জন্য রামলালের পিতার ভাবনা ও ঠকচাচার সহিত পরামর্ষ। রামলালের গুণ বিষয়ে মনান্তর ও তাঁহার বড় ভগিনীর পীড়া ও বিয়োগ।

বরদাপ্রসাদ বাবুর বিদ্যাশিক্ষা৹ বিষয়ে বিজাতীয় বিচক্ষণতা ছিল। তিনি মানব স্বভাব ভাল জানিতেন। মনের কি২ শক্তি কি২ ভাব এবং কি২ প্রকারে ঐ সকল শক্তি ও ভাবের চালনা হইলে মনুষ্য বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক হইতে

পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞতা ছিল। শিক্ষকের কর্ম্মটী বড় সহজ নহে। অনেকে যৎকিঞ্চিৎ ফলতোলা রকম শিখিয়া অন্য কর্ম্ম কাজ না জুটিলে শিক্ষক হইয়া বসেন —এমন সকল লোকের দ্বারা ভাল শিক্ষা হইতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষক হইতে গেলে মনের গতি ও ভাব সকলকে ভালরূপে জানিতে হয় এবং শিক্ষা কিপ্রকারে দিলে কর্ম্মে আসিতে পারে তাহা সুস্থির হইয়া দেখিতে হয় শুনিতে হয় ও শিখিতে হয়। এ সকল না করিয়া তাড়াহুড়া রকমে শিক্ষা দিলে কেবল পাথরে কোপ মারা হয়—এক শত বার কোদাল পাড়িলেও এক মুটা মাটি কাটা হয় না। বরদাপ্রসাদ বাবু বহুদর্শী ছিলেন—অনেক কালাবধি শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী থাকাতে শিক্ষা দেওনের প্রণালী ভাল জানিতেন, তিনি যেপ্রকারে শিক্ষা করাইতেন তাহাতে সার শিক্ষা হইত। এক্ষণে সরকারি বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা হয় তাহাতে শিক্ষার আসল অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না কারণ মনের শক্তি ও মনের ভাব সকলের সুন্দররূপ চালনা হয় না। ছাত্রেরা কেবল মুখস্থ করিতে শিখে তাহাতে কেবল স্মরণ শক্তি জাগরিত হয়—বিবেচনা শক্তি প্রায় নিদ্রিত থাকে, মনের ভাবাদির চালনার তো কথাই নাই। শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে ছাত্রদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে মনের শক্তি ও ভাব সকল সমানরূপে চালিত হইবেক। এক শক্তির অধিক চালনা ও অন্য শক্তির অল্প চালনা করা কর্ত্তব্য হয় না। যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় তেমনি মনের সকল শক্তিকে সমানরূপে চালনা করিলে আসল বুদ্ধি হয়। মনের সদ্ভাবাদিরও চালনা সমানরূপে করা আবশ্যক। একটি সদ্ভাবের চালনা করিলেই সকল সদ্ভাবের চালনা হয় না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলেও দয়ার লেশ না থাকিতে পারে—দয়ারি ভাগ অধিক থাকিয়া দেনা পাওনা বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান না থাকা অসম্ভব নহে—দেনা পাওনা বিষয়ে খারা থাকিয়া ও পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের

উপর অযত্ন ও নিস্নেহ হইবার সম্ভাবনা—পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রের প্রতি স্নেহ থাকিতে পারে অথচ সরলতা কিছুমাত্র না থাকা অসম্ভব নহে, ফলেও বরদাপ্রসাদ বাবু ভাল জানিতেন যে মনের ভাবাদির চালনার মূল পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি—ঐ ভক্তির যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি মনের সকল ভাবের চালনা হইতে থাকিবে, তাহা না হইলে ঐ কর্ম্মটি জলের উপরে আঁক কাটার প্রায় হইয়া পড়ে।

রামলাল ভাগ্যক্রমে বরদা বাবুর শিষ্য হইয়া ছিল। রামলালের মনের সকল শক্তি ও ভাবের চালনা সুন্দর-রূপে হইতে লাগিল; মনের ভাবের চালনা সৎ লোকের সহবাসে যেমন হয় তেমন শিক্ষাদ্বারা হয় না। যেমন কলমের দ্বারা আমগাছের ডাল আঁবগাছের ডাল হয় তেমনি সহবাসের দ্বারা এক রকম মন অন্য আর এক রকম হইয়া-পড়ে। সৎ মনের এমন মাহাত্ম্য যে তাহার ছায়া অধম মনের উপর পড়িলে অধম রূপ ক্রমে২ ছায়ার স্বরূপ হইয়া বসে।

বরদা বাবুর সহবাসে রামলালের মনের ঢাঁচা প্রায় তাঁহার মনের মত হইয়া উঠিল। রামলাল প্রাতঃকালে উঠিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ করিবার জন্য ফর্দা জায়গায় ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করেন—তাঁহার দৃঢ় সংস্কার হইল যে শরীরে জোর না হইলে মনের জোর হয় না। তাহার পরে বাটীতে আসিয়া উপাসনা ও আত্ম বিচার করেন এবং যে সকল বহি পড়িলে ও যে২ লোকের সহিত আলাপ করিলে বুদ্ধি ও মনের সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় কেবল সেই সকল বহি পড়েন ও সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করেন। সৎ লোকের নাম শুনিলেই তাঁহার নিকট গমনাগমন করেন—তাঁহার জাতি অথবা অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন না। রামলালের বোধ শোধ এমন পরিষ্কার হইল যে যাহার সঙ্গে আলাপ করেন তাহার সহিত কেবল কেজো কথাই কহেন—ফালতো কথা কিছুই কহেন না,

অন্য লোক ফাল্‌তো কথা কহিলে আপন বুদ্ধির জোরে কুকুণীর ন্যায় সার২ কথা বাহির করিয়া লয়েন। তিনি মনের মধ্যে সর্ব্বদাই ভাবেন পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি নীতিজ্ঞান ও সদ্বুদ্ধি যাহাতে বাড়ে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই মতে চলাতে তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও কর্ম্ম সকল উত্তর২ প্রশংসনীয় হইতে লাগিল।

সততা কখনই ঢাকা থাকেনা। পাড়ার সকল লোকে বলাবলি করে—রামলাল দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ। তাহাদিগের বিপদ আপদে রামলাল আগে বুক দিয়া পড়ে। কি পরিশ্রমদ্বারা, কি অর্থ দ্বারা, কি বুদ্ধির দ্বারা, যাহার যাতে উপকার হয় তাহাই করে। কি প্রাচীন, কি যুবা, কি শিশু সকলেই রামলালের অনুগত ও আত্মীয় হইল—রামলালের নিন্দা শুনিলে তাহাদিগের কর্ণে শেল সম লাগত—প্রশংসা শুনিলে মহা২ আনন্দ হইত। পাড়ার প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আমাদিগের এমনি একটি ছেলে হলে বাছাকে কাছ ছাড়া হতে দিতুম না—আহা! ওর মা কত পুণ্য করেছিল যে এমন ছেলে পেয়েছে। যুবতী স্ত্রীলোকেরা রামলালের রূপ গুণ দেখিয়া শুনিয়া মনে২ কহিত স্বামী হবে তো এমনি পুরুষ।

রামলালের সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র ক্রমে২ ঘরে বাহিরে নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাঁহার পরিবার মধ্যে কাহারও প্রতি কোন অংশে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি হইত না।

রামলালের পিতা তাঁহাকে দেখিয়া এক২ বার মনে করিতেন ছোট পুত্রটি হিন্দুয়ানি বিষয়ে আলগা২ রকম—তিলকসেবা করে না—কোশা কুশী লইয়া পূজা করে না—হরিনামের মালাও জপে না, অথচ আপন মত অনুসারে উপাসনা করে ও কোন অধর্ম্মে রত নহে—আমরা ঝুড়ি২ মিথ্যা কথা কই—ছেলেটি সত্য বই অন্য কথা জানে না—

বাপ মার প্রতি বিশেষ ভক্তিও আছে অধিকন্তু আমাদিগের অনুরোধে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে কখনই স্বীকার করে না—আমার বিষয় আশয়ে অনেক জোড় আছে—সত্য মিথ্যা দুই চাই। অপর বাটীতে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ক্রিয়া কলাপ হইয়া থাকে—এসকল কি প্রকারে রক্ষা হইবে? মতিলাল মন্দ বটে কিন্তু সে ছেলেটির হিন্দুয়ানি আছে—বোধ হয় দোষে গুণে বড় মন্দ নয়—বয়স কালে ভারিত্ব হইলে সব সেরে যাবে। রামলালের মাতা ও ভগিনীরা তাঁহার গুণে দিন২ আর্দ্র হইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকারের পর আলোক দর্শনে যেমন আহ্লাদ জন্মে, তেমনি তাঁহাদিগের মনে আনন্দ হইল। মতিলালের অসদ্ব্যহারে তাঁহারা ম্রিয়মাণ ছিলেন মনে কিছুমাত্র সুখ ছিলনা—লোক গঞ্জনায় অধোমুখ হইয়া থাকিতেন এক্ষণে রামলালের সদ্গুণে মনে সুখ ও মুখ উজ্জ্বল হইল। দাস দাসীরা পূর্ব্বে মতিলালের নিকট কেবল গালাগালি ও মার খাইয়া পালাই২ ডাক ছাড়িত—এক্ষণে রামলালের মিষ্টবাক্যে ও অনুগ্রহে তাহারা ভিজিয়া আপন২ কর্ম্মে অধিক মনোযোগী হইল। মতিলাল হলধর ও গদাধর রামলালের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিত ছোঁড়া পাগোল হলো—বোধ হয় মাথায় দোষ জন্মিয়াছে। কর্ত্তাকে বলিয়া ওকে পাগলা গারদে পাঠান যাউক—এক রত্তি ছোঁড়া, দিবারাত্রি ধর্ম্ম২ বলে—ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল লাগে না। মানগোবিন্দ রামগোবিন্দ ও দোলগোবিন্দ মধ্যে২ বলে—মতিবাবু তুমি কপালে পুরুষ—রামলালের গতিক ভাল নয়—ওটা ধর্ম্ম২ করিয়া২ শীঘ্র নিকেশ হবে তার পর তুমিই সমস্ত বিষয়টা লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া নিছক মজা মার। আর ওটা যদিও বাঁচে তবু কেবল জড়ভরতের মত হবে। আমরি! যেমন গুরু তেমনি চেলা—পৃথিবীতে আর শিক্ষক পাইলেন না! একটা বাঙ্গালের কাছে গুরুমন্ত্র

পাইয়া সকলের নিকটে ধর্ম্মং বলিয়া বেড়ান। বড় বাড়া-বাড়ি কর্‌লে ওকে আর ওর গুরুকে একেবারে বিসর্জ্জন দিব। আমর! টগরে ছোঁড়া বলে বেড়ায় দাদা কুসঙ্গ ছাড়্‌লে বড় সুখের বিষয় হবে—আবার বলে দাদা বরদা বাবুর নিকট গমনাগমন করিলে ভাল হয়। বরদা বাবু—বুদ্ধির ঢেঁকি! গুণবানের জেঠা! খবরদার, মতিবাবু, তুমি যেন দমে পড়ে সেটার কাছে যেও না। অমরা আবার শিখ্‌ব কি? তার ইচ্ছা হয় তো সে আমাদের কাছে এসে শিখে যাউক। আমরা এক্ষণে রংচাই—মজা চাই—আয়েস চাই।

ঠকচাচা সর্ব্বদাই রামলালের গুণানুবাদ শুনেন ও শুনিয়া বসিয়াং ভাবেন। ঠকের আঁচ সময় পাইলেই বাবুরামের বিষয়ের উপর দুই এক ছোবল মারিবেন। এপর্য্যন্ত অনেক মামলা গোলমালে গিয়াছে—ছোবল মারিবার সময় হয় নাই কিন্তু চারের উপর চার দিয়া ছিপ ফেলার কসুর হয় নাই। রামলাল যে প্রকার হইয়া উঠিল তাহাতে যে মাছ পড়ে এমন বোধ হইল না—পেঁচ পড়িলেই সে পেঁচের ভিতর যাইতে বাপকে মানা করিবে। অতএব ঠকচাচা ভারি ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিল এবং ভাবিল আশার চাঁদ বুঝি নৈরাশ্যের মেঘে ডুবে গেল আর প্রকাশ বা না পায়। তিনি মনো মধ্যে অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন বাবুরাম বাবুকে বলিলেন—বাবুসাহেব! তোমার ছোট লেড়কার ডৌল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্ছে। মোর মালুম হয় ওনা দেওআনা হয়েছে—তেনা মোর উপর বড় খাপ্পা, দশ আদমির নজ্‌দিগে বলে মুই তোমাকে খারাব করলাম—এ বাত শুনে মোর দেলে বড় চোট লেগেছে। বাবু সাহেব! এ বহুত বুরা বাত—এজ এসমাফিক মোরে বল্‌লে—কেউ তোমাকেও শক্তং বল্‌তে পারে। লেড়্‌কা ভাল হবে—নরম হবে—বেতমিজ ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোনাসেব। আর যে রবক

সবক পড়ে তাতে যে জমিদারি থাকে এতনা মোর এক্কেলে মালুম হয় না।

যে ব্যক্তির ঘটে বড় বুদ্ধি নাই সে পরের কথায় অস্থির হইয়া পড়ে। যেমন কাঁচা মাজির হাতে তুফানে নৌকা পড়িলে টলমল করিতে থাকে—কুল কিনারা পেয়েও পায়না সেই মত ঐ ব্যক্তি চারিদিগে অন্ধকার দেখে ভাল মন্দ কিছুই স্থির করিতে পারে না। একে বাবুরাম বাবুর মাজা বুদ্ধি নহে তাতে ঠকচাচার কথা ব্রহ্মজ্ঞান, এই জন্য ভেবাচেকা লেগে তিনি ভদ্রজংলার মত ফেলং করিয়া চাহিয়া রহিলেন ও ক্ষণেক কাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—উপায় কি? ঠকচাচা বলিলেন মোশার লেড়খা বুরা নহে বরদা বাবুই সব বদের জড়—ওনাকে তফাত করিলে লেড়খা ভাল হবে—বাবুসাহেব! হেন্দুর লেড়কা হয়ে হেন্দুর মাফিক পাল পার্ব্বণ করা মোনাসেব, আর দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?

যাহার যেরূপ সংস্কার সেইমত কথা শুনিলে ঐ কথা বড় মনের মত হয়। হিন্দুয়ানি ও বিষয় রক্ষা সংক্রান্ত কথাতেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে তাহা ঠকচাচা ভাল জানিতেন ও ঐ কথাতেই কর্ম্ম কেয়াল হইল। বাবুরাম বাবু উক্ত পরামর্শ শুনিয়া তা বটেতোং বলিয়া কহিলেন—যদি তোমার এই মত তো শীঘ্র কর্ম্ম নিকেষ কর—টাকা কড়ি যাহা আবশ্যক হবে আমি তাহা দিব কিন্তু কল কৌশল তোমার।

রামলালের সংক্রান্ত ঘষ্টি ঘর্ষণা এইরূপ হইতে লাগিল। নানা মুনির নানা মত—কেহ বলে ছেলেটি এ অংশে ভাল—কেহ বলে ও অংশে ভাল নহে—কেহ বলে এই মুখ্য গুণটি না থাকাতে এক কলসী দুগ্ধে এক কোঁটা গোবর পড়িয়াছে—কেহ বলে ছেলেটি সর্ব্ব বিষয়ে গুণান্বিত, এই রূপে কিছুকাল যায়—দৈবাৎ বাবুরাম

বাবুর বড় কন্যার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। পিতা মাতা কন্যাকে ভারি২ বৈদ্য আনাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। মতিলাল ভগিনীর নিকট একবারও দেখিতে আইল না।—পরম্পরায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল ভদ্র লোকের ঘরে বিধবা হইয়া থাকা অপেক্ষা শীঘ্র মরা ভাল, এবং ঐ সময়ে তাঁহার আমোদ আহ্লাদ বাড়িয়া উঠিল— কিন্তু রামলাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভগিনীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও ভগিনীর আরোগ্যের জন্য অতিশয় চিন্তান্বিত ও যত্নবান হইলেন। ভগিনী পীড়া হইতে রক্ষা পাইলেন না—মৃত্যু কালীন ছোট ভ্রাতার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন—রাম! যদি মরে আবার মেয়ে জন্ম হয় তবে যেন তোমার মত ভাই পাই—তুমি আমার যা করেছ তাহা আমি মুখে বলিতে পারিনে— তোমার যেমন মন তেমনি পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন। এই বলিতে২ ভগিনী প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

---

১৪ মতিলাল ও তাহার দলবল এক জন কবিরাজ লইয়া তামাসা ফষ্টি করণ, রামলালের সহিত বরদাপ্রসাদ বাবুর দেশ ভ্রমণের ফলের কথা, হুগলি হইতে গুমখুনির পরওয়ানা ও বরদা বাবু প্রভৃতির তথায় গমন।

বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েশে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন২ টাট্‌কা২ রং চাই। বাহিরে কোন রকম আমোদের সুত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাঁচোয়া, কারণ বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাঁহাদিগের গঙ্গা যাত্রার ফিকিরও হইতে পারে, নতুবা বিষম সঙ্কট— একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে।

মতিলাল ও তাহার সঙ্গিরা নানা রঙ্গের রঙ্গী হইয়া অনেক প্রকার লীলা করিতে লাগিল কিন্তু কোন্ লীলা যে শেষ লীলা হইবে তাহা বলা বড় কঠিন। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদের তৃষ্ণা দিন২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক২ রকম আমোদ দুই এক দিন ভাল লাগে—তাহার পরেই বাসি হইয়া পড়ে আবার অন্য কোন প্রকার রং না হইলে ছটফটানি উপস্থিত হয়। এই রূপে মতিলাল দলবল লইয়া কাল কাটায়। পালাক্রমে এক২ জনকে এক২ টা নূতন২ আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিতে হইত, এজন্য এক দিন হলধর দোলগোবিন্দের গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া ভাইলোক সকলকে শিখাইয়া পড়াইয়া ব্রজনাথ কবিরাজের বাটীতে গমন করিল। কবিরাজের বটীতে ঔষধ প্রস্তুতের ধূম লেগে গিয়াছে—কোন খানে রসসিন্ধু নাড়া যাইতেছে—কোন খানে মধ্যম নারায়ণ তৈলের জ্বাল হইতেছে—কোন খানে সোণা ভস্ম হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিপে ও আর এক হাতে এক বোতল গুডুচ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে হলধর উপস্থিত হইয়া বলিল, রায় মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসুন—জমীদার বাবুর বাটীতে একটি বালকের ঘোর তর জ্বর বিকার হইয়াছে—বোধ হয় রোগির এখন তখন হইয়াছে তবে তাহার আয়ু ও আপনার হাতযশ—অনুমান হয় মাতব্বর২ ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে। যদি আপনি ভাল করিতে পারেন যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবেন। এই কথা শুনিয়া কবিরাজ তড়াতাড়ি করিয়া রোগির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যত গুলিন নব-বাবু নিকটে ছিল তাহারা বলিয়া উঠিল আস্তে আজ্ঞা হউক২ কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে বাঁচাউন—দোলগোবিন্দ দশ পোনের দিন পর্য্যন্ত জ্বর বিকারে বিছানায় পড়িয়া আছে—দাহ পিপাসা অতিশয়—রাত্রে নিদ্রা

নাই—কেবল ছটফট করিতেছে,—মহাশয় এক ছিলিম তামাক খাইয়া ভাল করিয়া হাত দেখুন। ব্রজনাথ রায় প্রাচীন, পড়া শুনা বড় নাই—আপন ব্যবসায়ে ধামাধরা গোচ—দাদা যা বলেন তাইতেই মত—সুতরাং স্বয়ং সিদ্ধ নহেন, আপনি কেটে ছিঁড়ে কিছুই করিতে পারেন না। রায় মহাশয়ের শরীর ক্ষীণ, দন্ত নাই, কথা জড়িয়া পড়ে, কিন্তু মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ—গোঁপও পেকে গিয়াছে কিন্তু স্নেহ প্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না। রোগির হাত দেখিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন কবিরাজ মহাশয় যে চুপ করিয়া থাকিলেন? কবিরাজ উত্তর না দিয়া রোগির প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, রোগীও এক২ বার ফেল২ করিয়া চায়—এক২ বার জিহ্বা বাহির করে—এক২ বার দন্ত কড় মড় করে—এক২ বার শ্বাসের টান দেখায়—এক২ বার কবিরাজের গোঁপ ধরিয়া টানে। রায় মহাশয় সরে২ বসেন, রোগী গড়িয়া২ গিয়া তাহার তেলের বোতল লইয়া টানাটানি করে। ছোড়ারা জিজ্ঞাসা করিল রায় মহাশয় এ কি? তিনি বলিলেন এ পীড়াটি ভয়ানক—বোধ হয় জ্বর বিকার ও উল্বণ হইয়াছে। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে আরাম করিতে পারিতাম এক্ষণে শিবের অসাধ্য। এই বলিতে২ রোগী তেলের বোতল টানিয়া লইয়া এক গণ্ডুষ তৈল মাখিয়া ফেলিল। কবিরাজ দেখিলেন যে ছবুড়ির ফলে অমিত্তি হারাইতে হয় এ জন্য তাড়াতাড়ি বোতল লইয়া ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া উঠিলেন। সকলে বলিল মহাশয় যান কোথায়? কবিরাজ কহিলেন উল্বণ ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয় এক্ষণে রোগিকে এস্থানে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা শুনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চোঁ করিয়া পিট্টান দিলেন—বৈদ্যবাটীর অবতারেরা সকলেই পশ্চাৎ২ দৌড়ে যাইতে লাগিল—কবিরাজ কিছু দূর যাইয়া হত-

ভোম্বা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—নব বাবুরা কবিরাজকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে২ গঙ্গাতীরে আনিল। দোলগোবিন্দ নিকটে আসিয়া কহিল—কবিরাজ মামা আমাকে গঙ্গায় পাঠাইতে বিধি দিয়াছিলে—এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোজা—এসো বাবা এক্ষণে তোমাকে অন্তর্জলি করিয়া চিতায় ফেলি। খামখেয়ালি লোকের দণ্ডে২ মত ফেরে, আবার কিছুকাল পরে বলিল—আর আমাকে গঙ্গায় পাঠাইবে? যাও বাবা ঘরের ছেলে ঘরে যাও, কিন্তু তেলের বোতলটা দিয়ে যাও। এই বলিয়া তেলের বোতল লইয়া সকলে রগরগে করিয়া তেল মাখিয়া ঝুপ ঝাপ করিয়া গঙ্গায় পড়িল। কবিরাজ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। এক্ষণে পলাইতে পারিলেই বাঁচি এই ভাবিয়া পা বাড়াইতেছেন ইতিমধ্যে হলধর সাঁতার দিতে২ চীৎকার করিয়া বলিল ওগো কবরেজ মামা! বড় পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পান দুই রসসিন্দু দিতে হবে—পালিওনা। বাবা যদি পালাও তো মামীকে হাতের লোহা খুলিতে হবে। কবিরাজ ঔষধের ডিপেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বাপ২ করিতে২ বাসায় প্রস্থান করিলেন।

ফাল্গুণ মাসে গাছ পালা গজিয়ে উঠে ও ফুলের সৌগন্ধ্য চারিদিগে ছড়িয়া পড়ে। বরদা বাবুর বাগবাটী গঙ্গার ধারে—সম্মুখে একখানি আটচালা ও চতুষ্পার্শ্বে বাগান। বরদা বাবু প্রতি দিন বৈকালে ঐ আটচালায় বসিয়া বায়ু সেবন করিতেন এবং নানা বিষয় ভাবিতেন ও আত্মীয় লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। রামলাল সর্ব্বদা নিকটে থাকিত, তাহার সহিত বরদা বাবুর মনের কথা হইত। রামলাল এই প্রকারে অনেক উপদেশ পায়—সুযোগ পাইলেই কিং উপায়ে পরমার্থ জ্ঞান ও চিত্তশোধন হইতে পারে তদ্বিষয়ে গুরুকে খুঁচিয়াং জিজ্ঞাসা করিত! এক দিন রামলাল বলিল—

মহাশয়! আমার দেশ ভ্রমণ করিতে বড় ইচ্ছা যায়—বাটীতে থাকিয়া দাদার কৃকথা ও ঠকচাচার কুমন্ত্রণা শুনিয়া২ ত্যক্ত হইয়াছি কিন্তু মা বাপের ও ভগিনীর স্নেহ প্রযুক্ত বাড়ী ছেড়ে যাইতে পা বাধুবাধু করে—কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না।

বরদা বাবু! দেশ ভ্রমণে অনেক উপকার। দেশ ভ্রমণ না করিলে লোকের বহুদর্শিত্ব জন্মে না, নানা প্রকার দেশ ও নানা প্রকার লোক দেখিতে২ মন দরাজ হয়। ভিন্ন২ স্থানের লোকদিগের কি প্রকার রীতি নীতি, কিরূপ ব্যবহার ও কি কারণে তাহাদিগের ভাল অথবা মন্দ অবস্থা হইয়াছে তাহা খুঁটিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যায় আর নানা জাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস হওয়াতে মনের দ্বেষ ভাব দূরে যাইয়া সদ্ভাব বাড়িতে থাকে। ঘরে বসিয়া পড়া শুনা করিলে কেতাবি বুদ্ধি হয়—পড়াশুনাও চাই—সৎলোকের সহবাসও চাই—বিষয় কর্ম্মও চাই—নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপও চাই। এই কয়েকটি কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধি পরিষ্কার এবং সদ্ভাব বৃদ্ধিশীল হয় কিন্তু ভ্রমণ করিতে গিয়া কি২ বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক, তাহা না জানিয়া ভ্রমণ করা বলদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান মাত্র। আমি এমন কথা বলি না যে এরূপ ভ্রমণ করাতে কিছুমাত্র উপকার নাই—আমার সে অভিপ্রায় নহে, ভ্রমণ করিলে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমণ কালে কি২ অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা না জানে ও সেই সকল অনুসন্ধান করিতে না পারে তাহার ভ্রমণের পরিশ্রম সর্ব্বাংশে সফল হয় না। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকে এ দেশ হইতে ও দেশে গিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সকল দেশ সংক্রান্ত আসল কথা জিজ্ঞাসা করিলে কয় জন অনুরূপ উত্তর করিতে পারে? এদোষটি বড় তাহাদিগের নহে—এটি তাহাদিগের শিক্ষার দোষ। দর্শাশুনা অন্বেষণ ও বিবেচনা করিতে না শিখিলে

একবারে আকাশ থেকে ভাল বুদ্ধি পাওয়া যায় না। শিশু-দিগকে এমত তরবিয়ত দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানা বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়—সকল তসবির দেখিতেং একটার সহিত আর একটার তুলনা করিবে অর্থাৎ এর হাত আছে ওর পা নাই, এর মুখ এমন, ওর লেজ নাই, এইরূপ তুলনা করিলে দর্শন শক্তি ও বিবেচনা শক্তি দুয়েরই চালনা হইতে থাকিবে। কিছুকাল পরে এইরূপ তুলনা করা আপনা আপনি সহজ বোধ হইবে তখন নানা বস্তু কি কারণে পরস্পার ভিন্ন হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে, তাহার পরে কোন্২ বস্তু কোন্২ শ্রেণীতে আসিতে পারে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এই প্রকার উপদেশ দিতে২ অনুসন্ধান করণের অভ্যাস ও বিবেচনা শক্তির চালনা হয়। কিন্তু এরূপ শিক্ষা এদেশে প্রায় হয় না এজন্য আমাদিগের বুদ্ধি গোলমেলে ও ভাসা২ হইয়া পড়ে—কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কোন্ কথাটা বা সার—ও কোন্ কথাটা বা অসার, তাহা শীঘ্র বোধগম্য হয় না ও কিরূপ অনুসন্ধান করিলে প্রস্তাবের বিবেচনা হইয়া ভাল মীমাংসা হইতে পারে তাহাও অনেকের বুদ্ধিতে আসেনা অতএব অনেকের ভ্রমণ যে মিথ্যা ভ্রমণ হয় এ কথা অলীক নহে কিন্তু তোমার যে প্রকার শিক্ষা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ভ্রমণ করিলে তোমার অনেক উপকার দর্শিবে।

রামলাল। যদি বিদেশে যাই তবে যেং স্থানে বসতি আছে সেইং স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হইবে কিন্তু আমি কোন্ জাতীয় ও কি প্রকার লোকের সহিত অধিক সহবাস করিব?

বরদা বাবু। এ কথাটি বড় সহজ নহে—ঠাওরিয়া উত্তর দিতে হবে। সকল জাতিতেই ভাল মন্দ লোক আছে —ভাল লোক পাইলেই তাহার সহিত সহবাস করিবে। ভাল লোকের লক্ষণ তুমি ভাল জান; পুনরায় বলা অনাবশ্যক। ইংরাজদিগের নিকটে থাকিলে লোকে সাহেবো

হয়—তাহারা সাহসকে পূজা করে—যে ইংরাজ অসাহসিক
কর্ম্ম করে সে ভদ্র সমাজে যাইতে পারে না কিন্তু সাহসী
হইলে যে সর্ব্বপ্রকারে ধার্ম্মিক হয় এমত নহে—সাহস
সকলেরই বড় আবশ্যক বটে কিন্তু যে সাহস ধর্ম্মজ্ঞান হইতে
উৎপন্ন হয় সেই সাহসই সাহস—তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি
ও এখনও বলিতেছি সর্ব্বদা পরমার্থ চর্চ্চা করিবে নতুবা
যাহা দেখিবে—যাহা শুনিবে—যাহা শিখিবে তাহাতেই
অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে। আর মনুষ্য যাহা দেখে তাহাই
করিতে ইচ্ছা করে বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের
সহবাসে অনেক কালেতে সাহেবানি শিখিয়া অভিমানে
ভরে যায় ও যে কিছু কর্ম্ম করে তাহা অহঙ্কার হইতেই
করিয়া থাকে—এ কথাটি ও স্মরণ থাকিলে ক্ষতি নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে বাগানের পশ্চিম
দিক্ থেকে জনকয়েক পিয়াদা হনহ করিয়া আসিয়া বরদা
বাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল—বরদা বাবু তাহাদিগের প্রতি
দৃষ্টি পাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? তাহারা
উত্তর করিল আমরা পুলিসের লোক—আপনার নামে গোম
খুনির নালিস হইয়াছে—আপনাকে হুগলির মাজিষ্ট্রেট
সাহেবের আদালতে যাইয়া জবাব দিতে হইবে আর আমরা
এখানে গোম তল্লাস করিব। এই কথা শুনিবামাত্রে রামলাল
দাঁড়াইয়া উঠিল ও পরওয়ানা পড়িয়া মিথ্যা নালিস জন্য
রাগে কাঁপিতে লাগিল! বরদাবাবু তাহার হাত ধরিয়া
বসাইলেন এবং বলিলেন—ব্যস্ত হইও না, বিষয়টা তলিয়ে
দেখা যাউক—পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত ঘটিয়া থাকে।
আপদ উপস্থিত হইলে কোনমতে অস্থির হওয়া কর্ত্তব্য
নহে—বিপদ্ কালে চঞ্চল হওয়া নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম, আর
আমার উপর যে দোষ হইয়াছে তাহা আমি বেস মনে
জানি যে আমি করি নাই—তবে আমার ভয় কি? কিন্তু
আদালতের হুকম অবশ্য মানিতে হইবে এজন্য সেখানে
শীঘ্র হাজির হইব এক্ষণে পেয়দারা আমার বাটী তল্লাস
করুক ও দেখুক যে আমি কাহাকেও লুকাইয়ে রাখিনাই।

এই আদেশ পাইয়া পেয়াদারা চারিদিগে তল্লাস করিল কিন্তু গুনি পাইল না।

অনন্তর বরদা বাবু নৌকা আনাইয়া হুগলি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে বালীর বেণী বাবু দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ও রামলালকে সঙ্গে করিয়া বরদাবাবু হুগলিতে গমন করিলেন। বেণীবাবু ও রামলাল কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকিলেন কিন্তু বরদাবাবু সহাস্য বদনে নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় তাঁহাদিগকে সুস্থির করিতে লাগিলেন।

১৫ হুগলির মাজিষ্ট্রেট কাছারির বর্ণন, বরদাবাবু রামলাল ও বেণী বাবুর সহিত ঠকচাচার সাক্ষাৎ, সাহেবের আগমন ও তজবিজ আরম্ভ এবং বরদাবাবুর খালাস।

হুগলির মেজিষ্ট্রেটের কাছারি বড় সরগরম—আসামি ফৈরাদি সাক্ষি কয়েদি উকিল ও আমলা সকলেই উপস্থিত আছে, সাহেব কখন্ আসিবে—সাহেব কখন্ আসিবে, বলিয়া অনেকে চৌং করিয়া ফিরতেছে কিন্তু সাহেবের দেখা নাই। বরদা বাবু, বেণী বাবু ও রামলালকে লইয়া একটি গাছের নীচে কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছেন তাঁহার নিকট দুই এক জন আমলা ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথা কহিতেছে কিন্তু বরদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাতেন না। তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা বলিতেছে—সাহেবের হুকুম বড় কড়া—কর্ম্ম কাজ সকলই আমাদিগের হাতের ভিতর—আমরা যা মনে করি তাহাই পারি—জবানবন্দি করান আমাদিগের কর্ম্ম—কলমের মারপেঁচে সকলই উল্টে দিতে পারি কিন্তু কিছু চাই—তদ্বির করিতে হয় তো এই সময় করা কর্ত্তব্য, একটা হুকুম হইয়া গেলে আমাদিগের ভাল করা অসাধ্য হইবে।

এই সকল কথা শুনিয়া রামলালের এক২ বার ভয় হইতেছে কিন্তু বরদাবাবু অকুতোভয়ে বলিতেছেন— আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন, আমি কখনই ঘুস দিব না, আমি নির্দোষ—আমার কিছুই ভয় নাই। আমলারা বিরক্ত হইয়া আপন২ স্থানে চলিয়া গেল। দুই এক জন উকিল বরদা বাবুর নিকটে আসিয়া বলিল —দেখিতেছি মহাশয় অতি ভদ্রলোক—অবশ্য কোন দায়ে পড়িয়াছেন কিন্তু মকদ্দমাটি যেন বেতদ্বিরে যায় না—যদি সাক্ষির জোগাড় করিতে চাহেন এখান হইতে করিয়া দিতে পারি, কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই সকল সুযোগ হইতে পারে। সাহেব এলো২ হইয়াছে, যাহা করিতে হয় এই বেলা করুন। বরদাবাবু উত্তর করিলেন—আপনাদিগের বিস্তর অনুগ্রহ কিন্তু আমাকে বেড়ি পরিতে হয় তাহাও পরিব—তাহাতে আমার মনে ক্লেশ হইবে না—অপমান হইবে বটে, সে অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি— কিন্তু প্রাণ গেলেও মিথ্যা পথে যাইব না। ঈশ! মহাশয় যে সত্য যুগের মানুষ—বোধ হয় রাজা যুধিষ্ঠির মরিয়া জন্মিয়াছেন—না? এই রূপ ব্যঙ্গ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে২ তাহারা চলিয়া গেল।

এই প্রকারে দুইটা বাজিয়া গেল—সাহেবের দেখা নাই, সকলেই তীর্থের কাকের ন্যায় চাহিয়া আছে। কেহ২ এক জন আচার্য্য ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—অহে গণে বল দেখি সাহেব আজ আসিবেন কি না? অমনি আচার্য্য বলিতেছেন একটা ফুলের নাম কর দেখি। কেহ বলে জবা—আচার্য্য আঙ্গুলে গণিয়া বলিতেছেন—না আজ সাহেব আসিবেন না—বাটীতে কর্ম্ম আছে। আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্যত হইল, ও বলিয়া উঠিল রাম বাঁচলুম! বাসায় গিয়া চন্দ্রপো হওয়া যাউক। ঠকচাচা ভিড়ের ভিতর বসিয়া ছিল, জন চারেক লোক সঙ্গে—বগলে একটা কাগজের পোটলা —মুখে কাপড়,—চোক দুটি মিট২ করিতেছে—দাড়িটী

ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে এমত সময় তাহার উপর রামলালের নজর পড়িল। রামলাল অমনি বরদা ও বেণী বাবুকে বলিল—দেখুন২ ঠকচাচা এখানে আসিয়াছে—বোধ হয় ও এই মকদ্দমার জড়—না হলে আমাকে দেখিয়া মুখ ফেরায় কেন? বরদা বাবু মুখ তুলিয়া দেখিয়া উত্তর করিলেন—একথাটি আমারও মনে লাগে—আমাদিগের দিকে আড়ে২ চায় আবার চোকের উপর চোক পড়িলে ঘাড় ফিরিয়া অন্যের সহিত কথা কয়—বোধ হয় ঠকচাচাই সরসের ভিতর ভূত। বেণী বাবুর সদা হাস্য বদন—রহস্য দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করেন। চুপ করিয়া না থাকিতে পারিয়া ঠকচাচা২ বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পাঁচ সাত ডাক তো ফাওয়ে গেল—ঠকচাচা বগল থেকে কাগজ খুলিয়া দেখিতেছে—বড় ব্যস্ত—শুনেও শুনে না—ঘাড়ও তোলে না। বেণী বাবু তাহার নিকটে আসিয়া হাত ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপারটা কি? তুমি এখানে কেন? ঠকচাচা কথাই কন না কাগজ উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন—এদিগে যমলজ্জা উপস্থিত—কিন্তু বেণীবাবুকেও টেলে দিতে হইবে। তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া বলিল—বাবু! দরিয়ার বড় মৌজ হইয়াছে—এজ তোমরা কি সুরতে যাবে? ভাল তা যাহউক তুমি এখানে কেন? আরে ঐ বাতই মোকে বার২ পুচ কর কেন? মোর বহুত কাম, থোড়াঘড়ি বাদ মুই তোমার সাতে বাত করব—আমি জেরা ফিরে এসি, এই বলিয়া ঠকচাচা ধাঁ করিয়া সরিয়া গিয়া এক জন লোকের সঙ্গে ফাল্‌ত কথায় ব্যস্ত হইল।

তিনটা বাজিয়া গেল—সকল লোকে ঘুরে ফিরে ত্যক্ত হইল, মফঃস্বলে কর্ম্মের নিকাশ নাই—আদালতে হেঁটে২ লোকের প্রাণ যায়। কাছারি ভাঙ্গ২ হইয়াছে এমত সময়ে মাজিষ্ট্রেটের গাড়ির গড়২ শব্দ হইতে লাগিল, অমনি

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—সাহেব আস্ছেন২ আচার্য্যের মুখ শুখাইয়া গেল—দুই এক জন লোক তাহাকে বলিল মহাশয়ের চমৎকার গণনা—আচার্য্য কহিলেন আজ কিঞ্চিৎ রুক্ষ সামগ্রী খাইয়াছিলাম এই জন্য গণনায় ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমলা ফয়লারা স্ব২ স্থানে দাঁড়াইল। সাহেব কাছারি প্রবেশ করিবা মাত্রেই সকলে জমি পর্য্যন্ত ঘাড় হেট করিয়া সেলাম বাজাইল। সাহেব সিস দিতে২ বেঞ্চের উপর বসিলেন—হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল—তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবোলা টানিতেছেন ও লেবণ্ডর ওয়াটর মাখান হাতরুমাল বাহির করিয়া মুখ পুচিতেছেন। নাজির-দপ্তর লোকে ভরিয়া গেল—জবানবন্দি নবিস হন২ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে কিন্তু যাহার কড়ি তাহার জয়—সেরাস্তাদার জোড়া গায়ে, খিড়কিদার পাগড়ি মাথায়, রাশি২ মিছিল লইয়া সাহেবের নিকট গায়নের সুরে পড়িতেছে—সাহেব খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনার দরকারি চিটিও লিখিতেছেন, এক২ টা মিছিল পড়া হলেই জিজ্ঞাসা করেন—ওয়েল কেয়া হোয়া? সেরাস্তাদারে যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও সেরাস্তাদারের যে রায় সাহেবেরও সেই রায়।

বরদা বাবু বেণী বাবু ও রামলালকে লইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। যেরূপ বিচার হইতেছে তাহা দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হত হইল। জবানবন্দি নবিসের নিকট তাঁহার মকদ্দমার যেরূপ জবানবন্দি হইয়াছে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেরেস্তাদার যে আনুকূল্য করে তাহাও অসম্ভব, এক্ষণে অনাথের দৈব সথা। এই সকল মনোমধ্যে ভাবিতেছেন ইতিমধ্যে তাহার মকদ্দমা ডাক হইল। ঠকচাচা অন্তরে বসিয়াছিল অমনি বুক ফুলাইয়া সাক্ষি দিগকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। মিছিলের কাগজাত পড়া হইলে সেরাস্তাদার বলিল—খোদাবাওন্দা গোম খুনি সাবুত

সাবুদ হয়—ঠকচাচা অমনি গোঁপে চাড়া দিয়া বরদা বাবুর প্রতি কট্‌মট্‌ করিয়া দেখিতে লাগিল, মনে করিতেছে এতক্ষণের পর কর্ম্ম কেয়াল হইল। মিছিল পড়া হইলে অন্যান্য মকদ্দমায় আসামিদের কিছুই জিজ্ঞাসা হয় না —তাহাদিগের প্রায় ছাগল বলিদানের ব্যাপার হইয়া থাকে, কিন্তু হুকুম দেবার অগ্রে দৈবাৎ বরদা বাবুর উপর সাহেবের দৃষ্টিপাত হওয়াতে তিনি সম্মান পূর্ব্বক মকদ্দমার সমস্ত সরেওয়ার সাহেবকে ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন যে ব্যক্তিকে গোম খুনি সাজান হইয়াছে তাহাকে আমি কখনই দেখিনাই ও যৎকালীন হুজুরি পেয়াদারা আমার বাটী তল্লাস করে তখন তাহারা ঐ লোককে পায় নাই, সেই সময়ে আমার নিকট বেণী বাবু ও রামলাল ছিলেন যদ্যপি ইহাঁদিগের সাক্ষ্য অনুগ্রহ করিয়া লয়েন তবে আমি যাহা এজেহার করিতেছি তাহা প্রমাণ হইবে। বরদা বাবুর ভদ্র চেহারায় ও সৎ বিবেচনার কথা বার্ত্তায় সাহেবের অনুসন্ধান কি... ...চ্ছা হইল—ঠকচাচা সেরাস্তাদারের সহিত অনেক ...সারা করিতেছে কিন্তু সেরাস্তাদার ভজকট দেখিয়া ...াবিতেছে পাছে টাকা উগরিয়া দিতে হয়, অতএব ...াহেবের নিকটে ভয় ত্যাগ করিয়া বলিল—হুজুর ম...কদ্দমা আয়ৌর শুন্নেকা জরুর নেহি। সাহেব সেরাস্তা...দারের কথায় পেছিয়া পড়িয়া দাঁত দিয়া হাতের নখ ...টিতেছেন ও ভাবিতেছেন এই অবসরে বরদা বাবু ...পন মকদ্দমার আসল কথা আস্তে২ একটি২ করিয়া ...নর্ব্বার বুঝাইয়া দিলেন, সাহেব তাহা শুনিবা মাত্রেই ...ণী বাবুর ও রামলালের সাক্ষ্য লইলেন ও তাহা...দের জবানবন্দিতে নালিশ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রকাশ হওয়া ডিসমিস হইল। হুকুম না হইতে২ ঠকচাচা ...বে করিয়া এক দৌড় মারিল। বরদা বাবু মাজিষ্ট্রেট মা... ...সেলাম করিয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন।

চাকরি বরখাস্ত হইলে যাবতীয় লোক তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল, তিনি সেসব কথায় কাণ না দিয়া ও মকদ্দমা জিতের দরুণ পুলকিত না হইয়া বেণী বাবুর ও রামলালের হাত ধরিয়া আস্তে২ নৌকায় উঠিলেন।

১৬ ঠকচাচার বাটীতে ঠকচাচীর নিকট পরিচয় দান ও তাঁহাদিগের কথোপকথন, তন্মধ্যে বাবুরাম বাবুর ডাক ও তাঁহার সহিত বিষয় রক্ষার পরামর্শ।

ঠকচাচার বাড়ীটি সহরের প্রান্তভাগে ছিল—দুই পার্শ্বে পানা পুষ্করিণী, সম্মুখে একটি পিরের আস্তানা। বাটীর ভিতরে ধানের গোলা, উঠানে হাঁস মুর্গি দিবারাত্রি চরিয়া বেড়াইত। প্রাতঃকাল না হইতে২ নানা প্রকার বানায়েশ লোক ঐ স্থানে পিলং করিয়া আসিত। কর্ম্ম লইবার জন্য ঠকচাচা বহুরূপী হইতেন—কখন নরম—কখন গরম—কখন হাসিতেন—কখন মুখ ভারি করিতেন—কখন ধর্ম্ম দেখাইতেন—কখন বল জানাইতেন। কামকাজ শেষ হইলে গোসল ও খানা খাইয়া বিবির নিকট বসিয়া বিদরির গুড়গুড়িতে ভড়র২ করিয়া তামাক টানিতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সকল দুঃখ সুখের কথা হইত। ঠক চাচী পাড়ার মেয়ে মহলে বড় মান্য ছিলেন। —তাহাদিগের সংস্কার ছিল যে তিনি মন্ত্রতন্ত্র গুণকরণ বশীকরণ মারণ উচ্চাটন তুক তাক জাদু ভেল্কি ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভাল জানেন; এই কারণ নানা রকম স্ত্রীলোক আসিয়া সর্ব্বদাই ফুস ফাস করিত। যেমন দেবা তেমনি দেবী—ঠক চাচা ও ঠক চাচী দুজনেই রাজজোটক—স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে—স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জ্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং

উপার্জ্জন করে তাহার একটু২ গুমর হয়, তাঁহার নিকট স্বামির নির্জ্জলা মান পাওয়া ভার, এই জন্যে ঠক চাচাকে মধ্যে২ দুই এক বার মুখঝামটা খাইতে হইত। ঠক চাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হর ঘড়ী বল যে হাতে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়! মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভাল২ রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ! ঠক চাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেতনা ফিকির—কেতনা ফন্দি—কেতনা পেচ—কেতনা শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এসে২ হয় আবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার জলদি এসপে এই কথা বার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজনা বাঁদি আসিয়া বলিল বাবুরাম বাবুর বাটী হইতে এক জন লোক ডাকিতে আসিয়াছে। ঠক চাচা অমনি স্ত্রীর পানে চেয়ে বলিল—দেখ্চ মোকে বাবু হর ঘড়ী ডাকে—মোর বাত না হলে কোন কাম করে না—মুইও ওক্তবুঝে হাত মারবো।

বাবুরাম বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে বাহির সিমলের বাঞ্ছারাম বাবু বালীর বেণী বাবু ও বৌবাজারের বেচারাম বাবু বসিয়া গল্প করিতেছেন। ঠক চাচা গিয়া পালের গোদা হইয়া বসিলেন।

বাবুরাম। ঠক চাচা তুমি এলে ভাল হল—লেটাতো কোন রকমে মিট্চে না—মকদ্দামা করে২ কেবল পালকে জোঁকে জড়িয়ে পড়ছি—এক্ষণে বিষয় আশয় রক্ষা করবার উপায় কি?

ঠক চাচা। মরদের কামই দরবারি করা—মকদ্দামা জিত হলে আফদ দফা হবে! তুমি একটুতে ডর কর কেন?

বেচারাম। আ মরি! কি মন্ত্রণাই দিতেছ? তোমা হতেই বাবুরামের সর্ব্বনাশ হবে তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী বাবু। আমার মতে অনেক খানা বিষয় বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা ও ব্যয় অধিক না হয় এমন বন্দবস্ত করা আবশ্যক আর মকদ্দমা বুঝে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য কিন্তু আমাদিগের কেবল বাঁশবোনে রোদন করা—ঠক চাচা যা বল্‌বেন সেই কথাই কথা।

ঠক চাচা। মুই বুক ঠুকে বলছি যেতনা মামলা মোর মারফতে হচ্চে সে সব বেলকুল ফতে হবে—আফদ বেলকুল মুই কেটিয়ে দিব—মরদ হইলে লড়াই চাই—তাতে ডর কি?

বেচারাম। ঠক চাচা! তুমি বরাবর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ। নৌকা ডুবির সময়ে তোমার কুদরৎ দেখা গিয়াছে। বিবাহের সময় তোমার জন্যেই আমাদিগের এত কর্ম্মভোগ, বরদা বাবুর উপর মিথ্যা নালিশ করিয়াও বড় বাহাদুরি করিয়াছ আর বাবুরামের যে২ কর্ম্মে হাত দিয়াছ সেই২ কর্ম্ম বিলক্ষণই প্রতুল হইয়াছে। তোমার খুরে দণ্ডবৎ! তোমার সংক্রান্ত সকল কথা স্মরণ করিলে রাগ উপস্থিত হয়—তোমাকে আর কি বলিব? দূর২!! বেণীভায়া উঠ এখানে আর বসিতে ইচ্ছা করে না।

১৭. নাপিত ও নাপ্তেনীর কথোপকথন, বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহ করণের বিচার ও পরে গমন।

বৃষ্টি খুব একপসলা হইয়া গিয়াছে—পথ ঘাট পেঁচ২ পেঁচ২ করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে২ হড়২ হড়২

শব্দ হইতেছে। বেং গুলা আসে পাশে গাঁওকোঁ২ করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পসারিরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে—বাদলার জন্যে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ——কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে২ যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়া—"হা২গো বিসখা সে যিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কতেক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। একং বার আকাশের দিগে দেখিতেছে ও একং বার গুন২ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—ঘরকন্নার কর্ম্ম কিছু থা পাইনে—কেদে! ছেলেটাকে একবার কাকে কর—এদিগে বাসন মাজা হয়নি ও দিগে ঘর নিকন হয়নি, তার পর রাঁদা বাড়া আছে—আমি একলা মেয়েমানুষ এসব কি করে করব আর কোন দিগে যাব?—আমার কি চাট্টে হাত চাট্টে পা? নাপিত অমনি খুর ভাঁইড় বগলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল—এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়—কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে একক্ষুণি যেতে হবে। নাপ্তিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা আমি কোজ্জাব? বুড় ঢোস্কা আবার বে করবে। আহা! এমন গিন্নি—এমন সতীলক্ষ্মী—তার গলায় আবার একটা সতিন গেঁতে দেবে—মরণ আর কি! ওমা পুরুষ জাত সব কত্তে পারে! নাপিত আশাবায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ওসব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সাঁ২ করিয়া চলিয়া গেল।

সে দিবসটি ঘোর বাদলে গেল। পর দিবস প্রভাতে সূর্য্য প্রকাশ হইল—যেমন অন্ধকার ঘরে অগ্নি ঢাকা থাকিয়া হঠাৎ প্রকাশ হইলে অগুনের তেজ অধিক বোধ হয় তেমনি দিনকরের কিরণ প্রখর হইতে লাগিল—গাছ পালা সকলই যেন পুনর্জীবন পাইল ও মাঠে বাগানে পশু পক্ষীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। বৈদ্যবাটীর ঘাটে মেলা নৌকা ছিল। বাবুরাম বাবু, ঠকচাচা, বক্রেশ্বর,

বাঞ্ছারামও পাকসিক লোকজন লইয়া নৌকায় উঠিয়াছেন এমত সময়ে বেণী বাবু ও বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত। ঠকচাচা তাহাদিগকে দেখেও দেখেন না—কেবল চীৎকার করিতেছেন—লা খোল দেও। মাজিরা তকরার করিতেছে—আরে খর্ত্তা অখন বাটা মরিনি গো—মোরা কি লগি টেলে গুন টেনে যাতি পারবো? বাবুরাম বাবু উক্ত দুই জন আত্মীয়কে পাইয়া বলিলেন—তোমরা এলে হল ভাল এস সকলেই যাওয়া যাউক।

বাঞ্ছারাম। বাবুরাম! এ বুড়ো বয়েসে বে করতে তোমাকে কে পরামর্শ দিল?

বাবুরাম। বেচারাম দাদা আমি এমন বুড় কি? তোমারি চেয়ে আমি অনেক ছোট, তবে যদি বল আমার চুল পেকেছে ও দাঁত পড়েছে—তা অনেকের অল্প বয়েসেও হইয়া থাকে। সেটা বড় ধর্ত্তব্য নয়। আমাকে এদিগ ওদিগ সব দিগেই দেখিতে হয়। দেখ একটা ছেলে বয়ে গিয়াছে আর একটা ছেলে পাগল হয়েছে—একটি মেয়ে গত আর একটি প্রায় বিধবা। যদি এ পক্ষে দুই একটি সন্তান হয় তো বংশটি রক্ষে হবে। আর বড় অনুরোধে পড়িয়াছি—আমি বে না করলে কনের বাপের জাত যায়—তাহাদিগের আর ঘর নাই।

বক্রেশ্বর। তা বটেতো কর্ত্তা কি সকল না বিবেচনা করে একর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। উহাঁর চেয়ে বুদ্ধি কে ধরে?

বাঞ্ছারাম। আমরা কুলীন মানুষ—আমাদিগের প্রাণ দিয়ে কুল রক্ষা করিতে হয় আর যে স্থলে অর্থের অনুরোধ সেস্থলে তো কোন কথাই নাই।

বেচারাম। তোমার কুলের মুখেও ছাই—আর তোমার অর্থের মুখেও ছাই—জন কতক লোক মিলে একটা ঘরকে উচ্ছন্ন দিলে। দূর২! কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী বাবু। আমি কি বলব? আমাদিগের কেবল অরণ্যে রোদন করা। ফলে এ বিষয়টিতে বড় দুঃখ হইতেছে।

এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম্ম কখনই করিতে পারে না। যদ্যপি ইহার উক্তি কোন শাস্ত্রে থাকে সে শাস্ত্র মতে চলা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। সে শাস্ত্র যে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদ্যপি এমন শাস্ত্র মতে চলা যায় তবে বিবাহের বন্ধন অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকেনা ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিও চল বিচল হয়। এরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারা মতে চলিতে পারে না একন্য শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য। সে যাহা হউক। বাবুরাম বাবুর এমন স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করা বড় কুকর্ম্ম—আমি এ কথার বাষ্পও জানি না—এখন শুনিলাম।

ঠকচাচা। কেতাবি বাবু সব বাতেতেই ঠোকর মারেন। মালুম হয় এনার দুসরা কোই কাম কাজ নাই। মোর ওমর বহুত হল—নুর বি পেকে গেল—মুই ছোকরাদের সাত হর ঘড়ি তকরার কি করুন? কেতাবি বাবু কি জানেন এ সাদিতে কেতনা রোপেয়া ঘর ঢুক্‌বে?

বাঞ্ছারাম। আরে আবাগের বেটা ভূত! কেবল টাকাই চিনেছিস্ আর কি অন্য কোন কথা নাই। তুই বড় পাপিষ্ঠ—তোকে আর কি বল্‌বো—দূর২! বেণী ভায়া চল আমরা যাই।

ঠকচাচা। বাতচিজ পিছু হবে—মোরা আর সবুর করতে পারি নে। হাবলি যেতে হয় তো তোমরা জলদি যাও।

বেচারাম বেণীবাবুর হাত ধরিয়া উঠিয়া বলিলেন এমন বিবাহে আমরা প্রাণ থাকিতেও যাব না কিন্তু যদি ধর্ম্ম থাকে তবে তুই যেন আস্ত ফিরে আসিস্ নে। তোর মন্ত্রণায় সর্ব্বনাশ হবে—বাবুরামের কন্ধে ভাল ভোগ করছিস্—আর তোকে কি বলব?—দূর২!!!

১৪ মতিলালের দলবল শুদ্ধ বুড়া মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার প্রমুখাৎ বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কবিতা।

সূর্য্য অস্ত হইতেছে—পশ্চিম দিগে আকাশ নানা রঙ্গে শোভিত। জলে স্থলে দিবাকরের চঞ্চল আভা যেন মৃদু২ হাসিতেছে,—বায়ু মন্দ২ বহিতেছে। এমত সময়ে বাহিরে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বৈদ্যবাটীর সরে রাস্তায় কয়েক জন বাবু ভেয়ে হো২ মার২ ধর২ শব্দে চলিয়াছে—কেহ কাহার ঘাড়ের উপর পড়িতেছে—কেহ কাহার ভার ভাঙ্গিয়া দিতেছে—কেহ কাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার ঝাঁকা ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইতেছে—কেহবা লম্বা সুরে গান হাঁকিয়া দিয়াছে—কেহবা কুকুর ডাক ডাকিতেছে। রাস্তার দোধারি লোক পালা২ ত্রাহি২ করিতেছে—সকলেই ভয়ে জড়সড় ও কেঁচো—মনে করিতেছে আজ বাঁচলে অনেক দিন বাঁচবো। যেমন ঝড় চারি দিগে তোলপাড় করিয়া হু২ শব্দে বেগে যয় নব বাবুদিগের দঙ্গল সেই মত চলিয়াছে। এ গুণপুরুষেরা কে? আর কে! এঁরা সেই সকল পুণ্যশ্লোক—এঁরা মতিলাল হলধর গদাধর রামগোবিন্দ দোলগোবিন্দ মানগোবিন্দ ও অন্যান্য দ্বিতীয় নলরাজা ও যুধিষ্ঠির। কোন্‌দিগেই দৃক্‌পাত নাই—একেবারে ফুল্লারবিন্দ—মত্ততায় মাথা ভারি—গুমরে যেন গড়িয়া পড়েন। সকলে আপন মনেই চলিয়াছেন—এমন সময়ে গ্রামের বুড় মজুমদার, মাথায় শিকা ফর২ করিয়া উড়িতেছে, এক হাতে লাঠি ও আর এক হাতে গোটাদুই বেগুন লইয়া ঠকর২ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রং জুড়ে দিল। মজুমদার কিছু কানে খাট—তাহারা

জিজ্ঞাসা করিল—আরে কও তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? মজুমদার উত্তর করিলেন—পুড়িয়া খেতে হবে—অমনি তাহারা হাহাহা্ হোহোহো খিক্২ খিক্২ ফিক্২ হাসির গর্রায় ছেয়ে ফেলিল। মজুমদার মোহাড়া কাটাইয়া চম্পট করিতে চান কিন্তু তাহাদের ছাড়ান নাই। নববাবুরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট বসাইল। এক ছিলিম গুড়ুক খাওয়াইয়া বলিল—মজুমদার কর্ত্তার বের নাকালটা বিস্তারিত করিয়া বল দেখি—তুমি কবি—তোমার মুখের কথা বড় মিষ্ট লাগে, না বললে ছেড়ে দিব না এবং তোমার স্ত্রীর কাছে একখুনি গিয়া বলিব তোমার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মজুমদার দেখিল বিষম প্রমাদ, না বলিলে ছাড়ান নাই লাচারে লাঠি ও বেগুন রাখিয়া কথা আরম্ভ করিল।

দুঃখের কথা আর কি বল্ব! কর্ত্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আক্কেল পাইয়াছি। সন্ধ্যা হয়২ এমত সময়ে বলাগড়ের ঘাটে নৌকা লাগলো। কতক গুলিন স্ত্রীলোক জল আনিতে আসিয়াছিল কর্ত্তাকে দেখিয়া তাহারা একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে২ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো—আ মরি! কি চমৎকার বর! যার কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে এঁকে চাঁপাফুল করে খোঁপাতে রাখ্বে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল বুড়ো হউক ছুড় হউক তবু একে মেয়ে মানুষটা চক্ষে দেখ্তে পাবেতো? সেওতো অনেক ভাল! আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের সময় বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখনু না—শুনেছি তাঁর পঞ্চাশ ষাটটি বিয়ে, বয়েস আশী বচ্চরের উপর—থুরথুরে বুড় কিন্তু টাকা পেলে বে কর্তে আসেন না। বড় অধর্ম্ম না হলে আর মেয়ে মানুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না। আর এক জন বলিল ওগো জল তোলা হয়ে থাকেতো চলে চল—ঘাটে এসে আর বাকচাতুরীতে কাজ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার

সঙ্গে যে হয় তাঁর তখন অন্তর্জলী হচ্ছিল। কুলীন
নদের কি ধর্ম্ম আছে না কর্ম্ম আছে—এ সব কথা বল্লে
হবে? পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল। মেয়ে গুলার
পকথন শুনে আমার কিছু দুঃখ উপস্থিত হইল ও
ন কালীন বেণী বাবুর কথা স্মরণ হইতে লাগিল।
রে বল্লাগড়ে উঠিয়া সওয়ারির অনেক চেষ্টা করা গেল
ন্তু একজন কাহারও পাওয়া গেল না। লগ্ন ভ্রষ্ট হয়
জন্য সকলকে চলিয়া যাইতে হইল। কাদাতে কেঁকোচ
াঁকোচ করিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হওয়া গেল।
কে পড়িয়া আমাদিগের কর্ত্তার যে বেশ হইয়াছিল তাহা
ক বলব? একটা এঁড়ে গরুর উপর বসাইলেই সাক্ষাৎ
হাদেব হইতেন আর ঠকচাচা ও বক্রেশ্বরকে নন্দী
ভৃঙ্গীর ন্যায় দেখাইত। শুনিয়াছিলাম যে দান সামগ্রী
অনেক দিবে দালানে উঠিয়া দেখিলাম সে গুড়ে বালি
পড়িয়াছে। আশা ভগ্ন হওয়াতে ঠকচাচা এদিক ওদিক
চান—গুমরে২ বেড়ান—আমি মুচকে২ হাসি ও এক২ বার
ভাবি এস্থলে সাট হেঁ হুঁ দেওয়া ভাল। বর স্ত্রীআচার
রতে গেল, ছোট বড় অনেক মেয়ে ঝুমুর২ করিয়া চারি
দিগে আসিয়া বর দেখিয়া আঁতকে পড়িল, যখন চারি চক্ষে
চাওয়া চায়ি হয় তখন কর্ত্তাকে চস্‌মা নাকে দিতে হইয়াছিল
—মেয়ে গুলা খিল২ করিয়া হাসিয়া ঠাট্টা জুড়ে দিল—কর্ত্তা
খেপে উঠে ঠকচাচা২ বলিয়া ডাকেন—ঠকচাচা বাটীর
ভিতর দৌড়ে যাইতে উদ্যত হন—অমনি কন্যাকর্ত্তার
লোকেরা তাহাকে আচ্ছা করে আল্‌গা২ রকমে সেখানে
শুইয়ে দেয়—বাঞ্ছারাম বাবু তেরিয়া হইয়া উঠেন তাঁরও
উত্তম মধ্যম হয়—বক্রেশ্বর ও অর্দ্ধচন্দ্রের দাপটে গলাকুল
পায়রা হন। এই সকল গোলযোগ দেখিয়া আমি
বরযাত্রিদিগকে ছাড়িয়া কন্যাযাত্রিগের পালে মিশিয়া
গেলুম, তার পরে কে কোথায় গেল তাহা কিছুই বলিতে
পারি না কিন্তু ঠকচাচাকে ডুলি করিয়া আসিতে হইয়াছিল।

—কথাই আছে লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। এক্ষণে যে কবিতা করিয়াছি তাহা শুন।

ঠকচাচা মহাশয়, সদা করি মহাশয়, বাবুরামে দেন কাণে মন্ত্র।

বাবুরাম অথা অতি, হইয়াছে ভীমরথী, ঠকবাক্য শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র॥

ধনাশয়ে মদোন্মত্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তত্ত্ব, অর্থ কিসে থাকিবে বাড়িবে;

সদা এই আন্দোলন, সৎকর্ম্মে নাহি মন, মন হইল করিবেন বিয়ে॥

সবে বলে ছিছি ছিছি, এবয়সে মিছা মিছি, নালা কেটে কেন আন জল।

জাজ্জল্য যে পরিবার, পৌত্র হইবে আবার, অভাব তোমার কিসে বল॥

কোন কথা নাহি শোনে, স্থির করে মনে মনে, ভারি দাঁও মারিব বিয়েতে।

করিলেন নৌকা ভাড়া, চলিলেন খাড়া খাড়া, স্বজন ও লোক জন সাতে॥

বেণী বাবু মানা করে, কে তাঁহার কথা ধরে, ঘরে গিয়া ভাত তিনি খান।

বচারাম সদা চটা, ঠকে বলে ঠেঁটা বেটা, দূঁর দূঁর করে তিনি যান॥

ও গ্রাম বলাগোড়, রামা সবে পেতে গড়, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে করে ঠাট্টা।

বুরাম ছটফট, দেখে বড় সুসঙ্কট; ভয় পান পাছে াগে বাঁট্টা॥

র্পণ সম্মুখে লয়ে, মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে, রামা সবে কেন দেয় বাধা।

া গুলি ঘন বাঁধে, হাত দিয়া ঠক কাঁধে, হৃষ্ট মনে চলয়ে তাগাদা॥

পিছলেতে লণ্ডভণ্ড, গড়ায় যেন কুষ্মাণ্ড, উৎসাহে আহ্লাদে মন ভরা।

পরিজন লোক জন, দেখে শমন ভবন. কাঁদ চেহলায় আদমরা॥

যেমন বর পৌঁছিল, হাড়কাটে গলা দিল, ঠিক আশা আশা হল সায়।

কোথায় বা রূপা সোণা, সোণা মাত্র হল শোনা, কোথায় বা মুকতার হার॥

ঠক করে তৈরি মেরি, দন্দোজ মাথায় ভারি, মনে রাগ মনে সবে মারে।

স্ত্রী আচারে বর যায়, রানু সানু রানা যায়. বর দেখে হাক থুতে মারে॥

ছি ছি ছি, এই ঢোক্কা কি ঐ মেয়েটির বর লো।

পেটা লেও, ফোঙ্গারাম, ঠিক আহ্লাদে বুড় গো।

চুল গুলি কিবা কাল, মুখখানি তোবড়া ভাল, নাকেতে চসমা দিয়া. সাজলো ভুড়ুবুড় গো।

মেয়েটি সোণার লতা, হায় কিহল বিধাতা, কুলীনের কর্ম্ম কাণ্ড, ধিক ধিক ধিক লো।

বুড়বর জ্বরজ্বর, থরথর কাঁপিছে।

চক্ষুকট মটমট সটসট করিছে।

নাহিকথা উর্দ্ধমাথা পেয়ে ব্যথা ডাকিছে।

ঠকচাচা একিটাচা মোবেবাঁচা বলিছে।

লম্ফঝম্প ভূমিকম্প ঠক লম্ফ দিতেছে।

দরোয়ান হানহান সানসান ধরিছে।

ভূমেপড়ি গড়াগড়ি গোঁপদাড়ি ঢাকিছে।

নাথিকীল যেনশিল পিলপিল পড়িছে।

এইপর্ব্ব দেখে সর্ব্ব হয়ে খর্ব্ব ভাগিছে।

নমস্কার এব্যাপারে বাঁচাভার হইছে।

মজুমদার দেখেদ্বার আত্মসার করিছে।

মারমার ঘেরঘার ধরধর বাড়িছে।

১৯ বেণীবাবুর আলয়ে বেচারাম বাবুর গমন বাবুরাম বাবুর পীড়া ও গঙ্গাযাত্রা, বরদা বাবুর সহিত কথোপকথনানন্তর তাঁহার মৃত্যু।

প্রাতঃকালে বেড়িয়া আসিয়া বেণী বাবু আপন বাগানের আটচালায় বসিয়া আছেন, এদিগ ওদিগ দেখিতেং রামপ্রসাদি পদ ধরিয়াছেন—"এবার বাজি ভোর হল" —পশ্চিমদিগে তরুলতার যেরূপ ছিল তাহার মধ্যে থেকে একটা শব্দ হইতে লাগিল—বেণীভায়াং—বাজি ভোরই হল বটে। বেণী বাবু চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে বৌবাজারের বেচারাম বাবু বড় ত্রস্ত আসিতেছেন, অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বেচারামদাদা ব্যাপারটা কি? বেচারাম বাবু বলিলেন চাদরখানা কাঁদে দেও, শীঘ্র আইস—বাবুরামের বড় ব্যারাম—একবার দেখা আবশ্যক। বেণী বাবু ও বেচারাম শীঘ্র বৈদ্যবাটীতে আসিয়া দেখেন যে বাবুরামের ভারি জ্বর বিকার—দাহ পিপাসা আত্যন্তিক—বিছানায় ছটফট করিতেছেন—সম্মুখে সদা কাটা ও গোলাপের নেকড়া জন্ত উকি ডাক্তার মুহুর্মুহু হইতেছে। গ্রামের যাবতীয় লোক চারদিগে ভেঙ্গে পড়িয়াছে, পীড়ার কথা লইয়া সকলে গোল করিতেছে। কেহ বলে আমাদের শাক মাছ খেকো নাড়ী জোঁক জোলাপ বেলেস্তারা দিতে বিপরীত হইতে পারে, আমাদিগের পক্ষে বৈদ্যের চিকিৎসাই ভাল, তাতে যদি উপশম না হয় তবে তৎকালে ডাক্তর ডাকা যাইবে। কেহং বলে হাকিমি মত বড় ভাল, তাহারা রোগিকে খাওয়াইয়া দাইয়া আরাম করে ও তাহাদের ঔষধ পত্র সকল মোহনভোগের মত খেতে লাগে। কেহং বলে যা বল যা কহ এসব ব্যারাম ডাক্তরে যেন মন্ত্রের

চোটে আরাম করে—ডাক্তরি চিকিৎসা না হলে বিশেষ হওয়া সুকঠিন। রোগী একং বার জলদাওং বলিতেছে. ব্রজনাথ রায় কবিরাজ নিকটে বসিয়া কহিতেছেন, দারুণ সন্নিপাত—মুহুর্মুহুঃ জল দেওয়া ভাল নহে, বিল্ব-পত্রের রস ছেঁচিয়া একটুং দিতে হইবেক আমরা তো উঁহার শত্রু নয় যে এসময়ে যত জল চাবেন তত দিব। রোগির নিকটে এই রূপ গোলযোগ হইতেছে, পার্শ্বের ঘর গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ভরিয়া গিয়াছে তাহাদিগের মত হইতেছে যে শিব স্বস্ত্যয়ন সূর্য্য অর্ঘ কালীঘাটে লক্ষ জবা দেওয়া ইত্যাদি দৈবক্রিয়া করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বেণী বাবু দাঁড়িয়া সকল শুনিতেছেন কিন্তু কে কাহাকে বলে ও কে কাহার কথাই বা শুনে—নানা মুনির নানা মত, সকলেরই আপনার কথা সর্ব্বজ্ঞান, তিনি দুই এক বার আপন বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু মঙ্গলাচরণ হইতে না হইতে একেবারে তাঁহার কথা ফেঁসে গেল। কোন রকমে থা না পাইয়া বেচারাম বাবুকে লইয়া বাহির বাটীতে আইলেন ইতিমধ্যে ঠকচাচা লেংচেং আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে পৌঁছিল। বাবুরামের পীড়া জন্য ঠকচাচা বড় উদ্বিগ্ন—সর্ব্বদাই মনে করিতেছে সব দাঁও বুঝি ফসকে গেল। তাহাকে দেখিয়া বেণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠকচাচা পায়ে কি ব্যথা হইয়াছে? অমনি বেচারাম বলিয়া উঠিলেন—ভায়া তুমি কি বলাগড়ের ব্যাপার শুন নাই— ঐ বেদনা উঁহার কুমন্ত্রণার শাস্তি, আমি নৌকায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি ভুলিয়া গেলে? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা পেচকাটাইবার চেষ্টা করিল। বেণী বাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—সে যাহা হউক, এক্ষণে কর্ত্তার ব্যারামের জন্য কি তদ্বির হইতেছে? বাটীর ভিতর তো ভারি গোল। ঠকচাচা বলিল বোখার সুরুহলে এক্রামদ্দি হাকিমকে মুই

মাতেকরে এনে—তেনারা বহুত জোলাব ও দাওয়াই দিয়ে বোখারকে দফাকরে খেচড়ি খেলান, লেকেন ঐ রোজে-তেই বোখার আবার পেল্টে এসে, সে নাগাদ ব্রজনাথ কবিরাজ দেখছে, বেমার রোজ জেয়াদা মালুম হচ্ছে —মুইকি ভাল বুরা কুচ ঠেওরে উঠতে পারিনা। বেণী বাবু বলিলেন—ঠকচাচা রাগ করো না—এ সম্বাদটি আমা-দিগের কাছে পাঠান কর্ত্তব্য ছিল—ভাল, যাহা হইয়াছে তাহার চারা নাই এক্ষণে এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ ডাক্তর শীঘ্র আনা আবশ্যক। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে রামলাল ও বরদাপ্রসাদ বাবু আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। রাত্রি জাগরণ সেবাকরণের পরিশ্রম ও ব্যাকুলতার জন্য রামলালের মুখ ম্লান হইয়াছে—পিতাকে কি প্রকারে ভাল রাখিবেন ও আরাম করিবেন এই তাঁহার অহরহ চিন্তা। বেণী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন মহাশয়! ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বাটীতে বড় গোল কিন্তু সৎপরামর্শ কাহার নিকট পাওয়া যায় না। বরদা বাবু প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া তত্ত্ব লয়েন কিন্তু তিনি যাহা বলেন সে অনুসারে আমাকে সকলে চলিতে দেন না —আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন। বেচারাম বাবু বরদা বাবুর প্রতি কিঞ্চিৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে২ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—বরদা বাবু! তোমার এত গুণ না হলে সকলে তোমাকে কেন পূজ্য করিবে? এই ঠকচাচা বাবুরামকে মন্ত্রণা দিয়া তোমার নামে গোমখুনি নালিশ করায় ও বাবুরাম ঘটিত অকারণে তোমার উপর নানা প্রকার জুলম ও বদিয়ত হইয়াছে কিন্তু ঠকচাচা পীড়িত হইলে তাঁহাকে তুমি আপনি ঔষধ দিয়া ও দেখিয়া শুনিয়া আরাম করিয়াছ, এক্ষণেও বাবুরাম পীড়িত হওয়াতে সৎ-পরামর্শ দিতে ও তত্ত্ব লইতে কসুর করিতেছ না—

কেহ যদি কাহাকে একটা কটুবাক্য কহে তবে তাহাদিগের মধ্যে একেবারে চটাচটি হয়ে শক্রতা জন্মে, হাজার ঘাট মানামানি হইলেও মনভার যায় না কিন্তু তুমি ঘোর অপমানিত ও অপকৃত হইলেও আপন অপমান ও অপকার সহজে ভুলে যাও—অন্যের প্রতি তোমার মনে ভ্রাতৃ ভাব ব্যতিরেকে আর অন্য কোন ভাব উদয় হয় না—বরদা বাবু! অনেকে ধর্ম্মং বলে বটে কিন্তু যেমন তোমার ধর্ম্ম এমন ধর্ম্ম আর কাহারো দেখিতে পাই না—মনুষ্য পামর তোমার গুণের বিচার কি করবে কিন্তু যদি দিনরাত সত্য হয় তবে এ গুণের বিচার উপরে হইবে। বেচারাম বাবুর কথা শুনিয়া বরদা বাবু কুণ্ঠিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন পরে বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন—মহাশয় আমাকে এত বলিবেন না—আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি—আমার জ্ঞান বা কি আর আমার ধর্ম্মই বা কি? বেণী বাবু বলিলেন মহাশয়েরা ক্ষান্ত হউন, এসকল কথা পরে হইবেক এক্ষণে কর্ত্তার পীড়ার জন্য কি বিধি তাহা বলুন। বরদা বাবু কহিলেন আপনাদিগের মত হইলে আমি কলিকাতায় যাইয়া বৈকাল নাগাদ ডাক্তর আনিতে পারি আমার বিবেচনায় ব্রজনাথ রায়ের ভরসায় থাকা আর কর্ত্তব্য নহে। প্রেমনারায়ণ মজুমদার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তিনি বলিলেন ডাক্তরেরা নাড়ীর বিষয় ভাল বুঝে না—তাহারা মানুষকে ঘরে মারে, আর কবিরাজকে একেবারে বিদায় করা উচিত নহে বরং একটা রোগ ডাক্তর দেখুক—একটা রোগ কবিরাজ দেখুক। বেণী বাবু বলিলেন সে বিবেচনা পরে হইবে এক্ষণে বরদা বাবু ডাক্তরকে আনিতে যাউন। বরদা বাবু স্নান আহার না করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন, সকলে বলিল বেলাটা অনেক হইয়াছে মহাশয় এক মুটা খেয়ে যাউন—তিনি উত্তর করিলেন—তা হইলে বিলম্ব হইবে, সকল কর্ম্ম ভণ্ডুল হইতে পারে।

বাবুরাম বাবু বিছানায় পড়িয়া মতি কোথা মতি.

কোথা বলিয়া অনবরত জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু মতিলালের চুলের টিকি দেখা ভার. তিনি আপনি দল বল লইয়া বাগানে বনভোজনে মত্ত আছেন, বাপের পীড়ার সম্বাদ শুনেও শুনেন না। বেণী বাবু এই ব্যবহার দেখিয়া বাগানে তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন কিন্তু মতিলাল মিছামিছি বলিয়া পাঠাইল যে আমার অতিশয় মাথা ধরিয়াছে কিছুকাল পরে বাটীতে যাইব।

দুইপ্রহর দুইটার সময় বাবুরাম বাবুর জ্বর বিচ্ছেদ কালীন নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিল কর্ত্তাকে স্থানান্তর করা কর্ত্তব্য—উনি প্রবীণ প্রাচীন ও মহামান্য, অবশ্য যাহাতে উঁহার পরকাল ভাল হয় তাহা করা উচিত। এই কথা শুনিবা মাত্রে পরিবার সকলে রোদন করিতে লাগিল ও আত্মীয় এবং প্রতিবাসিরা সকলে ধরাধরি করিয়া বাবুরাম বাবুকে বাটীর দালানে আনিল। এমত সময়ে বরদা বাবু ডাক্তর সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন, ডাক্তর নাড়ী দেখিয়া বলিলেন তোমরা শেষাবস্থায় আমাকে ডাকিয়াছ—রোগিকে গঙ্গাতীরে পাঠাইবার অগ্রে ডাক্তরকে ডাকিলে ডাক্তর কি করিতে পারে? এই বলিয়া ডাক্তর গমন করিলেন। বৈদ্যবাটীর যাবতীয় লোক বাবুরাম বাবুকে ঘিরিয়া একে২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—মহাশয় আমাকে চিনিতে পারেন—আমি কে বলুন দেখি? বেণী বাবু বলিলেন রোগিকে আপনারা এত ক্লেশ দিবেন না—এরূপ জিজ্ঞাসাতে কি ফল? স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ করিয়া আশীর্ব্বাদি ফুল লইয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহাদিগের দৈব ক্রিয়ায় কিছুমাত্র ফল হইল না। বাবুরাম বাবুর শ্বাস বৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বৈদ্যবাটীর ঘাটে লইয়া গেল, তথায় আসিয়া গঙ্গাজল পানে ও স্নিগ্ধ বায়ু সেবনে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল লোকের ভিড় ক্রমে২ কিঞ্চিৎ কমিয়া গেল—ব্রাহ্মণাদ

পিতার নিকটে বসিয়া আছেন—বরদাপ্রসাদ বাবু বাবুরাম বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ও কিয়ৎ কাল পরে আস্তে২ বলিলেন—মহাশয়! এক্ষণে একবার মনের সহিত পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধ্যান করুন—তাঁহার কৃপা বিনা আমাদিগের গতি নাই! এই কথা শুনিবা মাত্রেই বাবুরামবাবু বরদাপ্রসাদ বাবুর প্রতি দুই তিন লহমা চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। রামলাল চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া দুই এক কুশী দুগ্ধ দিলেন—কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বাবুরাম বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—ভাই বরদাপ্রসাদ! আমি এক্ষণে জানলুম যে তোমার বাড়া জগতে আমার আর বন্ধু নাই—আমি লোকের কুমন্ত্রণায় ভারি২ কুকর্ম্ম করিয়াছি সেই সকল আমার এক২ বার স্মরণ হয় আর প্রাণটা যেন আগুনে জ্বলিয়া উঠে—আমি ঘোর নারকী—আমি কি জবাব দিব? আর তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে? এই বলিয়া বরদা বাবুর হাত ধরিয়া বাবুরাম বাবু আপন চক্ষু মুদিত করিলেন। নিকটে বন্ধু বান্ধবেরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল ও বাবুরাম বাবুর সজ্ঞানে লোকান্তর হইল।

২০ মতিলালের মুক্তি, বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধের ঘোঁট, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার অধ্যক্ষতা, শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের বাদানুবাদ ও গোলযোগ।

পিতার মৃত্যু হইলে মতিলাল বাটীতে গদিয়ান হইয়া বসিল। সঙ্গি সকল এক লহমাও তাহার সঙ্গ ছাড়া নয়। এখন চার পো বুক হইল—মনে করিতে লাগিল এত দিনের পর ধুমধাম মেহার রকমে চলিবে। বাপের জন্য মতিলালের কিঞ্চিৎ শোক উপস্থিত হইল—সঙ্গিরা বলিল বড়

বাবু! ভাব কেন—বাপ মা লইয়া চিরকাল কে ঘর করিয়া থাকে এখন তো তুমি রাজ্যেশ্বর হইলে। মূঢ়ের শোক নাম মাত্র—যে ব্যক্তি পরম পদার্থ পিতা মাতাকে কখন সুখ দেয় নাই,--নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত, তাহার মনে পিতার শোক কিরূপে লাগিবে? যদি লাগে তবে তাহা ছায়ার ন্যায় ক্ষণেক স্থায়ী, তাহাতে তাহাদের পিতাকে কখন ভক্তি পূর্ব্বক স্মরণ করা হয় না ও স্মরণার্থে কোন কর্ম্ম করিতে মনও চায় না। মতিলালের বাপের শোক শীঘ্র ঢাকা পড়িয়া বিষয় আশয় কি আছে কি না তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। সঙ্গিদিগের বুদ্ধিতে ঘর দ্বার সিন্দুক পেটারায় ডবল২ তালা দিয়া স্থির হইয়া বসিল। সর্ব্বদা মনের মধ্যে এই ভয়, পাছে মায়ের কি বিমাতার কি ভাইয়ের বা ভগিনীর হাতে কোন রকমে টাকা কড়ি পড়ে তাহা হইলে সে টাকা একেবারে গাপ হইবে। সঙ্গিরা সর্ব্বদা বলে বড়বাবু টাকা বড় চিজ—টাকাতে বাপকেও বিশ্বাস নাই। ছোট বাবু ধর্ম্মের ছালা বেঁধে সত্য২ বলিয়ে বেড়ান বটে কিন্তু পতনে পেলে তাঁহার গুরুও কাহাকে রেয়াত করেন না—ওসকল ভাণ্ডামি আমরা অনেক দেখিয়াছি—সে যাহা হউক, বরদা বাবুটা অবশ্য কোন ভেল্‌কি জানে—বোধ হয় ওটা কামাখ্যাতে দিন কতক ছিল, তা না হলে কর্ত্তার মৃত্যুকালে তাহার এত পেশ কি প্রকারে হইল।

দুই এক দিবস পরেই মতিলাল আত্মীয় কুটুম্বদিগের নিকট লোকতা রাখিতে যাইতে আরম্ভ করিল। যে সকল লোক দলঘাঁটা, সাল্‌কে মধ্যস্থ করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হয়, জিলাপির ফেরে চলে, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে—সে সকল কথা আসমানে উড়ে২ বেড়ায়, জমিতে ছোঁয়২ করিয়া ছোঁয় না সুতরাং উল্টে পাল্টে লইলে তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে। কেহ২ বলে কর্ত্তা সরেস মানষ ছিলেন--এমন সকল ছেলে রেখে যেতে যাওয়া বড় পুণ্য না হইলে হয় না—তিনি যেমন লোক তেমনি.

তাঁহার আশ্চর্য্য মৃত্যুও হইয়াছে, বাবু এত দিন তুমি পর্ব্বতের আড়ালে ছিলে এখন বুঝে সুঝে চল্‌তে হবে—সংসারটি ঘাড়ে পড়িল—ক্রিয়া কলাপ আছে—বাপ পিতামহের নাম বজায় রাখিতে হইবে, এ সেওয়ায় দায় দফা আছে। আপনার বিষয় বুঝে শ্রাদ্ধ করিবে, দশ জনার কথা শুনিয়া নেচে উঠিবার আবশ্যক নাই। নিজে রামচন্দ্র বালির পিণ্ড দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আক্ষেপ করা বৃথা কিন্তু নিতান্ত কিছু না করা সেও তো বড় ভাল নয়। বাবু জানতো কর্ত্তার চাক্কা পানা নামটা—তাঁহার নামে আজো বাঘে গরুতে জল খায়। তাহাতে কি শুদ্ধ তিলকাঞ্চনি রকমে চল্‌বে?—গেরস্থার হয়েও লোকের মুখ থেকে তরতে হবে। মতিলাল এসকল কথার মারপেঁচ কিছুই বুঝিতে পারে না। আত্মীয়েরা আত্মীয়তা পূর্ব্বক দরদ প্রকাশ করে কিন্তু যাহাতে একটা ধুমধাম বেধে যায় ও তাহারা কর্ত্তৃত্ব ফলিয়ে বেড়াইতে পারে তাহাই তাহাদিগের মানস অথচ স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলে এঁ ওঁ করিয়া সেরে দেয়। কেহ বলে ছয়টি রূপার ষোড়শ না করিলে ভাল হয় না—কেহ বলে একটা দানসাগর না করিলে মান থাকা ভার—কেহ বলে একটা দম্পতী বরণ না করিলে সামান্য শ্রাদ্ধ হবে—কেহ বলে কতকগুলিন অধ্যাপক নিমন্ত্রণ ও কাঙ্গালি বিদায় না করিলে মহা অপযশঃ হইবে। এইরূপে ভারি গোলযোগ হইতে লাগিল—কেবা বিধি চায়?—কেবা তর্ক করিতে বলে?—কেবা সিদ্ধান্ত শুনে?—সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—সকলেই স্বং প্রধান—সকলেরই আপনার কথা পাঁচ কাহন।

তিন দিনের পরে বেণী বাবু বেচারাম বাবু বাঞ্ছারাম বাবু ও বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিলালের নিকট ঠকচাচা মণিহারা ফণির ন্যায় বসিয়া আছেন—হাতে মালা, ঠোঁট দুটী কাঁপাইয়াও তসবি

পড়িতেছেন, অন্যান্য অনেক কথা হইতেছে কিন্তু সে সব কথায় তাঁহার কিছুতেই মন নাই—দুই চক্ষু দেওয়ালের উপর লক্ষ্য করিয়া ভেলং করিয়া ঘুরাতেছেন—ভাগ বাগ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। বেণী বাবু প্রভৃতিকে দেখিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া সেলাম করিতে লাগিলেন। ঠকচাচার এত নম্রতা কখনই দেখা যায় নাই। ঢোঁড়া হইয়া পড়িলেই ডাঁক বাড়ে। বেণী বাবু ঠকচাচার হাত ধরিয়া বলিলেন—আরে কর কি? তুমি প্রাচীন মুরব্বি লোকটা—আমাদিগে দেখে এত কেন? বাঞ্ছারাম বাবু বলিলেন—অন্য কথা যাউক—এদিগে দিন অতি সংক্ষেপ—উদ্যোগ কিছুই হয় নাই—কর্ত্তব্য কি, বলুন।

বেচারাম। বাবুরামের বিষয় আশয় অনেক জোড়, —কতক বিষয় বিক্রি সিক্রি করিয়া দেনা পরিশোধ করা কর্ত্তব্য—দেনা করিয়া ধুমধামে শ্রাদ্ধ করা উচিত নহে।

বাঞ্ছারাম। সে কি কথা? আগে লোকের মুখ থেকে তরতে হবে পশ্চাৎ বিষয় আশয় রক্ষা হইবে। নাম সম্ভ্রম কি বানের জলে ভেসে যাবে?

বেচারাম। এ পরামর্শ কু পরামর্শ—এমন পরামর্শ কখনই দিব না—কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী বাবু। যে স্থলে দেনা অনেক, বিষয় আশয় বিক্রি করিয়া দিলেও পরিশোধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে পুনরায় দেনা করা এক প্রকার অপহরণ করা কারণ সে দেনা পরিশোধ কি রূপে হইবে?

বাঞ্ছারাম। ও সকল ইংরাজী মত—বড় মানুষদিগের চাল সুমরেই চলে—তাহারা এক দিচ্ছে এক নিচ্ছে, একটা সৎ কর্ম্মে বাগড়া দিয়ে, ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডী হওয়া ভদ্র লোকের কর্ত্তব্য নয়। আমার নিজের দান করিবার সঙ্গতি নাই; অন্য এক ব্যক্তি দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিতে উদ্যত হইতেছে তাহাতে আমার খোঁচা দিবার আবশ্যক কি? আর সকলেরই নিকট অনুগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে

বিদায় বড় হউক বা না হউক তাহাদিগের নিজের বিদায়ে ভাল অনুরাগ হইল। যে কর্ম্মটি সকলের চক্ষের উপর পড়িয়াছিল ও এড়াইবার নয় সেই কর্ম্মটি রব করিয়া হইয়াছিল কিন্তু আগু পাছুতে সমান বিবেচনা হয় নাই। এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।

শ্রাদ্ধের গোল ক্রমে মিটে গেল। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালের বিজাতীয় খোসামোদ করিতে লাগিল। মতিলাল দুর্ব্বল স্বভাব হেতু তাহাদিগের মিষ্ট কথায় ভিজিয়া গেল, মনে করিল যে পৃথিবীতে তাহাদিগের তুল্য আত্মীয় আর নাই। মতিলালের মান বৃদ্ধি জন্য তাহারা এক দিন বলিল—এক্ষণে আপনি কর্ত্তা অতএব স্বর্গীয় কর্ত্তার গদিতে বসা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে তাঁহার পদ কিপ্রকারে বজায় থাকিবে?—এই কথা শুনিয়া মতিলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল—ছেলে বেলা তাহার রামায়ণ ও মহাভারত একটু২ শুনা ছিল এই কারণে মনে হইতে লাগিল যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির সমারোহ পূর্ব্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেই রূপে আমাকেও গদিতে উপবেশন করিতে হইবেক। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা দেখিল ঐ প্রস্তাবে মতিলালের মুখ খানি আহ্লাদে চকচক করিতে লাগিল—তাহারা পর দিবসেই দিন স্থির করিয়া আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান পূর্ব্বক মতিলালকে তাহার পিতার গদির উপর বসাইল। গ্রামে চিটকার হইয়াগেল মতিলাল গদি প্রাপ্ত হইলেন। এই কথা হাটে বাজারে ঘাটে মাটে হইতে লাগিল—একজন ঝাঁকাওয়ালা বামুন শুনিয়া বলিল—গদি প্রাপ্ত কি হে? এটা যে বড় লম্বা কথা! আর গদি বা কার? এ কি জগৎসেটের গদি না দোবজাস বালমুকুন্দের গদি?

যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চ পদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না, কিন্তু যাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের

ন্যায় টলমল করিতে থাকে। মতিলালের মনের গতি সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত দিন খেলাধূলা গোলমাল গাওনা বাজনা হো হা হাসি খুসি আমোদ প্রমোদ মোয়া-ফেল নোলে স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গিদিগের সংখ্যার হ্রাস নাই—রোজ২ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার আশ্চর্য্য কি?—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, আর গুড়ের গন্ধেই পীপড়ার পাল পিলে২ করিয়া আইসে। এক দিন বক্রেশ্বর মাষ্টর পন্থায় আসিয়া মতিলালের মনযোগান কথা অনেক বলিল কিন্তু বক্রেশ্বরের ফন্দি মতিলাল বাল্যকালাবধি ভাল জানিত—এই জন্যে তাহাকে এই জবাব দেওয়া হইল—মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ তদারক করিয়াছিলেন তাহাতে আমার পরকালের দফা একেবারে খাইয়া দিয়া-ছেন—ছেলেবেলা আপনাকে দিতে থুতে আমি কসুর করি নাই—এখন আর যন্ত্রণা কেন দেন? বক্রেশ্বর অধো-মুখে মেও মেও করিয়া প্রস্থান করিল। মতিলাল আপন সুখে মত্ত—বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা এক২ বার আসিতেন কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে বড় দেখা শুনা হইত না—তাঁহারা মোক্তার নামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন, মধ্যে২ বাবুকে হাত তোলা রকমে কিছু২ দিতেন। আর ব্যয়ের কিছু নিকেশ প্রকাশ নাই—পরিবারেরও দেখা শুনা নাই—কে কোথায় থাকে—কে কোথায় খায়—কিছুই খোজ খবর নাই—এইরূপ হওয়াতে পরিবারদিগের ক্লেশ হইতে লাগিল কিন্তু মতিলাল বাবুআনায় এমত বেহোস যে এসব কথা শুনিয়েও শুনে না।

সাধ্বী স্ত্রীর, পতি শোকের অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই। যদ্যপি সৎ সন্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়। কুসন্তান হইলে সেই শোকানলে যেন ঘৃত পড়ে। মতিলালের কুব্যবহার জন্য তাহার মাতা যৎপরোনাস্তি তাপিত হইতে লাগিলেন—কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ

করিতেন না, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন মতিলালের নিকট আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে এক্ষণে যে ক দিন বাঁচি সে ক দিন যেন তোমার কুকথা না শুনতে হয়—লোক গঞ্জনায় আমি কাণ পাতিতে পারিনা, তোমার ছোট ভাইটির বড় বনটির ও বিমাতার একটু তত্ত্ব নিও—তারা সব দিনে আধপেটাও খেতে পায় না—বাবা! আমি নিজের জন্যে কিছু বলি না, তোমাকে ভারও দি না। মতিলাল এ কথা শুনিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া বলিল—কি তুমি একশবার কেচ্ কেচ্ করিয়া বক্‌তেছ?—তুমি জাননা আমি এখন যা মনে করি তাই করিতে পারি?—আমার আবার কুকথা কি? এই বলিয়া মাতাকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অনেক ক্ষণ পরে জননী উঠিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল পুঁছিতে২ বলিলেন—বাবা! আমি কখন শুনি নাই যে সন্তানে মাকে মারে কিন্তু আমার কপাল হইতে তাহাও ঘটিল—আমার আর কিছু কথা নাই কেবল এই মাত্র বলি যে তুমি ভাল থাক। মাতা পর দিবস আপন কন্যাকে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে গমন করিলেন।

রামলাল পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নানা প্রকারে অপমানিত হন। মতিলাল সর্ব্বদা এই ভাবিত বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ দিতে গেলে বড় মানুষি করা হইবে না, কিন্তু বড়মানুষি না করিলে বাঁচা মিথ্যা, এজন্য যাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে তাহাই করিতে হইবে। এই মতলব স্থির করিয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে মতিলাল রামলালকে বাটী ঢুকিতে বারণ করিয়া দিল। রামলাল ভদ্রাসন প্রবেশ করণে নিবারিত হইয়া অনেক বিবেচনা করণান্তের মাতা বা ভগিনী অথবা কাহার সহিত না সাক্ষাৎ করিয়া দেশান্তর গমন করিলেন।

২২ বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালকে সৌদাগরী কর্ম্ম করিতে পরামর্শ দেন, মতিলাল দিন দেখাই-বার জন্য তর্কসিদ্ধান্তের নিকট মানগোবিন্দকে পাঠান পরদিবস রাহি হয়েন ও ধনামালার সহিত গঙ্গাতে বকাবকি করেন।

মতিলাল দেখিলেন বাটী হইতে মা গেলেন, ভাই গেলেন, ভগিনী গেলেন। আপদের শান্তি এত দিনের পর নিষ্কণ্টক হইল—ফেচফেচানি একেবারে বন্দ—এক চোক রাঙ্গানিতে কর্ম্ম কেয়াল হইয়া উঠিল আর "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" সেসব হল বটে কিন্তু শরার রুধির ফুরিয়ে এল—তার উপায় কি? বাবুআনার জোগাড় কিরূপে চলে? খুচরা মহাজন বেটাদের টালমাটাল আর করিতে পারা যায় না, উটনো-ওয়ালারাও উটনো বন্ধ করিয়াছে—এদিকে সামনে স্নান-যাত্রা—বজরা ভাড়া করিতে আছে—খেমটাওয়ালিদের বায়না দিতে আছে—সন্দেশ মিটায়ের ফরমাইস দিতে আছে—চরস গাঁজা ও মদও আনাইতে হইবে—তার আট খানার পাটখানাও হয় নাই। এই সকল চিন্তায় মতিলাল চিন্তিত আছেন এমত সময়ে বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই একটা কথার পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—বড়বাবু! কিছু বিমর্ষ কেন? তোমাকে ম্লান দেখিলে যে আমরা ম্লান হই—তোমার যে বয়েস তাতে সর্ব্বদা হাসি খুসি করিবে। গালে হাত কেন? ছি! ভাল করিয়া বসো। মতিলাল এই মিষ্ট বাক্যে ভিজিয়া আপন মনের কথা সকল ব্যক্ত করিল। বাঞ্ছারাম বলিলেন তার জন্যে এত ভাবনা কেন? আমরা কি ঘাস কাটিছি? আজ একটা ভারি মতলব করিয়া আসিয়াছি—এক বৎসরের মধ্যে দেনা টেনা সকল শোধ দিয়া পায়ের

উপর পা দিয়া পুত্র পৌত্র ক্রমে খুব বড়মানুষি করিতে পারিবে। শাস্ত্রে বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—সৌদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে—আমার দেখতা কত বেটা টেপাগোঁজা নেড়েভোলা টয়েবাঁধা বাগ্‌দিপোতা কারবারের হেপায় আণ্ডিল হইয়া গেল—এসব দেখে কেবল চোক টাটায় বইতো না! আমরা কেবল একটি কর্ম্ম লয়ে ঘষ্টিঘর্ষণা করিতেছি—একি খাট দুঃখ! চণ্ডীচরণ ঘুটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া?

মতিলাল। এ মতলব বড় ভাল—আমার অহরহ টাকার দরকার। সৌদাগরি কি বাজারে ফলে না আফিসে জন্মে? না সেটাই পশুরার দোকানে কি কিনিতে মেলে? একজন সাহেবের মুৎসুদ্দি না হইলে আমার কর্ম্ম কাজ জমকাবে না।

বাঞ্ছারাম। বড়বাবু! তুমি কেবল গদিয়ান হইয়া থাকিবে, করাকর্ম্মার ভার সব আমাদিগের উপর—আমাদিগের বটলর সাহেবের একজন দোস্ত জান সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে তাহাকেই খাড়া করিয়া তাহারই মুৎসুদ্দি হইতে হইবে। সে লোকটী সৌদাগরি কর্ম্মে ঘুন।

ঠকচাচা। মুইবি সাতে সাতে থাকব, মোকে আদালত মাল ফৌজদারি, সৌদাগরি কোন কামই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এসব ভাল সমজে। বাবু আপসোস এই যে মোর কারদানি এনাগাদ নিদ যেতেছে—লেকিন জাহের হলনা। মুই চুপকরে থাকবার আদমি নয়—দোশমন পেলে ওনাকে জেপ্টে কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি—সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।

মতিলাল। ঠকচাচা—শেনা কে?

ঠকচাচা। শেনা তোমার ঠকচাচি—ওনার সেফত কি করব? তেনার সুরত জেলেখাঁর মাফিক আর মালুম হয় ফেরেস্তার মাফিক বুজ সমজ।

বাঞ্ছারাম। ও কথা এখন থাকুক। জান সাহেবকে দশ হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে তাতে কিছুমাত্র কোথম নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে কোতলপুরের তালুকখানা বন্ধক দিলে ঐ টাকা পাওয়া যাইতে পারে—বন্ধকি লেখাপড়া আমাদিগের সাহেবের আফিসে করিয়া দিব—খরচ বড় হইবে না—আন্দাজ টাকাশচার পাঁচের মধ্যে আর টাকা শপাঁচেক মাহাজনের আমলা কামলাকে দিতে হইবে। সেবেটারা পুনকে শক্র—একটা খোঁচা দিলে কর্ম্ম ভণ্ডুল করিতে পারে। সকল কর্ম্মেরই অগ্রম খন্তন আগে মিটিয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হয়। আমি আর বড় বিলম্ব করিব না, ঠকচাচাকে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম—আমার নানা বরাৎ—মাথায় আগুন জ্বলছে। বড়বাবু তুমি তর্কসিদ্ধান্ত দাদার কাচথেকে একটা ভাল দিন দেখে শীঘ্র দুর্গা২ বলিয়া যাত্রা করিয়া একেবারে আমার সোনাগাজির দরুণ বাটীতে উঠিবে। কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে তার পর এই বৈদ্যবাটীর ঘাটেতে চাঁদ সোদাগরের মতন সাত জাহাজ ধন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দামামা বাজাইয়া উঠিবে তখন আবাল বৃদ্ধ যুবতি কুলকন্যা তোমার প্রত্যাগমনের কৌতুক দেখিয়া তোমাকে ধন্য২ করিবে। আহা! এমন দিন যেন শীঘ্র উদয় হয়! এই বলিয়া বাঞ্ছারাম ঠকচাচাকে লইয়া গমন করিলেন।

মতিলাল আপন সঙ্গিদিগকে উপরোক্ত সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বলিল। সঙ্গিরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল—তাহাদিগের রাত্তিব টানাটানির জন্য প্রাণ বদ্ধ এক্ষণে সাবেক বরাদ্দ বাহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি হুড়হুড়ি করিয়া মানগোবিন্দ এক দৌড়াদৌড়ে তর্কসিদ্ধান্তের টোলে উপস্থিত হইয়া হাঁপ ছাড়িতে লাগিল। তর্কসিদ্ধান্ত বড় প্রাচীন, নস্য লইতেছেন—

কেঁচে২ করিয়া হাঁচিতেছেন—খক২ করিয়া কাসিতেছেন—চারিদিগে শিষ্য—সম্মুখে কয়েক খানা তালপাতায় লেখা পুস্তক—চসমা নাকে দিয়া এক২ বার গ্রন্থ দেখিতেছেন, এক২ বার ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বিচালির অভাবে গোরুর জাবনা দেওয়া হয় নাই—গরু মধ্যে২ হাম্বা২ করিতেছে ব্রাহ্মণী বাটীর ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—বুড় হইলেই বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয়, উনি রাত-দিন পাঁজি পুঁথি ঘাঁটবেন, ঘরকন্নার পানে একবার ফিরে দেখবেন না। এই কথা শিষ্যেরা শুনিয়া পরস্পর গাটেপা-টিপি করিয়া চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। তর্কসিদ্ধান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীকে থামাইবার জন্য লাঠি ধরিয়া সুড়২ করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে মানগোবিন্দ ধরে বসিল—ওগো তর্কসিদ্ধান্ত খুড়! আমরা সব সৌদাগরি করিতে যাব একটা ভাল দিন দেখে দেও। তর্কসিদ্ধান্ত মুখ বিকট-সিকট করিয়া গুমরে উঠিলেন—কচুপোড়া খাও—উঠছি আর অমনি পেচু ডাকছ আর কি সময় পাওনি? সৌদগরি করতে যাবে! তোর বাপের ভিটে নাশ হউক—তোদের আবার দিনক্ষেণ কিরে? বালাই বেরুলে সকলে হাঁপছেড়ে গঙ্গাস্নান করবে—যা বল্গে যা যে দিন তোরা এখান থেকে যাবি সেই দিনই শুভ।

মানগোবিন্দ মুখছোপ্পা খাইয়া আসিয়া বলিল যে কালই দিন ভাল, অমনি সাজরে২ শব্দ হইতে লাগিল ও উদ্যোগ পর্ব্বের ধুম বেধে গেল। কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে দেয়—কেহ বাঁয়ার গাব আছে কি না তাহা থপথপ করিয়া পিটে দেখে—কেহ তবলায় চাটি দিয়া পরক করে—কেহ ঢোলের কড়া টানে—কেহ বেয়ালায় রজন দিয়া উজাড়২ করে—কেহ বোচ্কা বুচ্কি বাঁধে—কেহ চরস গাঞ্জা খায় ছুরি কাঠ লইয়া পোঁটলা করে—কেহ ছর্রার গুলি চাটের সহিত সন্তর্পণে রাখে—কেহ পাকামাসের ঘাটতি কমতি উদ্ধারক করে। এই রূপে সারাদিন ও সারারাত্রি ছটকটানি

ক্যারি. দিগ্‌ ছেদলা শেওলা ও বোমাক্তে পরিপূর্ণ—স্থানেং কাকের ও শালিকের বাসা—ঝাড়ীতে আবার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁং করিতেছে—কোন খানেই এক ফোঁটা চুন পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কি না তাহা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতক গুলি ফরগল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ত্রাসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত—যদি কোন ছেলে একবার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে এক গাল জলপান খাইত তবে তৎক্ষণাৎ তাহার পিটে চটং চাপড় পড়িত। মানব স্বভাব এই যে কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সে কর্ত্তৃত্বটি নানারূপে প্রকাশ চাই তাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এই জন্য গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোক জড় করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিগে দেখিয়া আপন পড়ুন স্বরকে দিখাদ করিতেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি হইত একারণ বালকদিগের যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি? গুরু-মহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্ব্বদাই চটাপট পটাপট, গেলুমরে মলুমরে ও "গুরুমহাশয় ২ তোমার পড়ো হাজির" এই শব্দই হইত আর কাহার নাক-খত—কাহার কানমলা—কেহ ইটেখাড়া—কাহার হাত-ছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

সোণাগাজির শানর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই এক জন বায়ুল থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্রান্ত হইয়া শুয়ে ২ মৃদুস্বরে গান করিত। সোণাগাজির এই রূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোণাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একবারে "তোড়ার চিঁহিঁ, তবলার চাটি, লুচি পুরির থচাখচ," উল্লাসের

ধুমধাম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডা মিঠাই গোলাব ফুলেরও আতর চরস গাঁজা মদের ছড় ছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্ত্তি দেখাযায় পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেকে ফের ফার হয়। মনুষ্যের দুর্ব্বল স্বভাবহেতুই ধনকে অসাধারণ রূপে পূজ্য করে। যদি লোকে শুনে যে অমুকের এত টাকা আছে তবে কি প্রকারে তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হইবে এই চেষ্টা কায় মন বাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে হয় না করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানা রকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ২ উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখফোড়া রকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে— কেহবা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মনসি আনা খরচ করে—আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সুক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়—কেহবা পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত কেনিয়েং চলেন— প্রথমং আপনাকে নিস্পৃয়াস ও নির্লোভ দেখান—আসল মতলব তৎকালে দ্বৈপায়নহ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময় বিশেষে প্রকাশ হইলে বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য্য কেবল "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য"।

মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে "জীব" বলে। ওরে বলিলেই "ওরেং" করিয়া চীৎকার করে ও ভালমন্দ সকল কথারই উত্তরে— "আজ্ঞা আপনি যা বল্‌ছেন তাই বটে" এই প্রকার বলে। প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গশগশ করিতে লাগিল—ক্ষণ নাই—মুহূর্ত্ত নাই—নিমেষ নাই—সর্ব্বদাই নানা প্রকার লোক আসিতেছে —বসিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং২ শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পমান—তামুক মুহুর্মুহু আসিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে।

চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না—পালাই২ ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত্য গীত বাদ্য হাসি খুসি বড়-ফট্টাই ভাঁড়ামো নকল ঠাট্টা বটকেরা-ভাবের গালাগালি আমোদের ঠেলাঠেলি চড়ুইভাতি বনভোজন নেসা একাদি-ক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎবাবু হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গোলে গুরুমহাশয়ের গুরুত্ব একেবারে লঘু হইয়া গেল—তিনি পূর্ব্বে বড় পাজী ছিলেন এক্ষণে চুপটুনটুনি হইয়া পড়িলেন। মধ্যে২ ছেলেদের গোসাইবার একটু২ গোল হইত—তাহা শুনিয়া মতিলাল বলিলেন এ বেটা এখানে কেন নেওড় করে—গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে আমি বালককালেই মুক্ত হইয়াছি—আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন?—ওটাকে ত্বরায় বিসর্জন দাও। এই কথা শুনিবামাত্রে নববাবুরা দুই এক দিনের মধ্যেই ইট পাটখে-লের দ্বারা গুরুমহাশয়কে অন্তর্ধান করাইলেন সুতরাং পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল। বালকেরা বাঁচলুম বলিয়া তাড়ি পাত তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেংচুতে২ ও কলা দেখাইতে২ চোঁচা দৌড়ে ঘরে গেল।

এদিগে জান সাহেব কোম খুলিলেন—নাম হইল জান কোম্পানি। মতিলাল মুৎসুদ্দি, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা কর্ম্মকর্ত্তা। সাহেব টাকার খাতিরে মুৎসুদ্দিকে তোয়াজ করেন ও মুৎসুদ্দি আপন সঙ্গিদিগকে লইয়া দুই প্রহর তিনটা চারিটার সময় পান চিবুতে২ রাঙ্গা চকে এক২ বার কুটি যাইয়া দাঁড়ুড়ে বেড়াইয়া ঘরে আইসেন। সাহেবের এক পয়সার সঙ্গতি ছিলনা—বটলর সাহেবের অন্নদাস হইয়া থাকিতেন এক্ষণে চৌরঙ্গিতে এক বাটী ভাড়া করিয়া নানা প্রকার আসবাব ও তসবির খরিদ করিয়া বাটী সাজাইলেন ও ভাল২ গাড়ি ঘোড়া ও কুকুর ধারে কিনিয়া আনিলেন এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া বাজির খেলা খেলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সাহেবের বিবাহ হইল, সোণার ওয়াচগার্ড পরিয়া ও হীরার আংটি

হাতে দিয়া সাহেব ভদ্র২ সমাজে ফিরিতে লাগিলেন। এই সকল ভড়ং দেখিয়া অনেকেরই সংস্কার হইল জান সাহেব ধনী হইয়াছেন এই জন্য তাঁহার সহিত লেন দেন করণে অনেকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না কিন্তু দুই এক জন বুদ্ধিমান লোক তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আল্‌গা২ রকমে থাকিত—কখনই মাখামাখি করিত না।

কলিকাতার অনেক সৌদাগর আড়তদারিতেই অর্থ উপার্জ্জন করে—হয় জাহাজের ভাড়া বিলি করে অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা জিনিস পত্র খরিদ বা বিক্রয় করে ও তাহার উপর কি শতকরায় কতক টাকা আড়তদারি খর্চা লয়। অন্যান্য অনেকে আপন২ টাকায় এখানকার ও অন্য স্থানের বাজার বুঝিয়া সৌদাগরি করে কিন্তু যাহারা ঐ কর্ম্ম করে তাহাদিগকে অগ্রে সৌদাগরি কর্ম্ম শিখিতে হয় তা না হইলে কর্ম্ম কাজ ভাল হইতে পারে না।

জানসাহেবের কিছুমাত্র বোধশোধ ছিলনা, জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইলেই মুনফা হইবে এই তাঁহার সংস্কার- ছিল ফলতঃ আসল মতলব এই যে পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব। তিনি এই ভাবিতেন যে সৌদাগরি সেস্ত করা—দশটা গুলি মারিতে২ কোনটা না কোনটা গুলিতে অবশ্যই শিকার পাওয়া যাইবে। যেমন সাহেব ততোধিক তাহার মুৎসুদ্দি—তিনি গণ্ডমূর্খ—না তাঁহার লেখা পড়াই বোধ শোধ আছে—না বিষয় কর্ম্মই বুঝিতে শুঝিতে পারেন সুতরাং তাহাকে দিয়া কোন কর্ম্ম করান কেবল গো বধ করা মাত্র। মহাজন দালাল ও সরকারেরা সর্ব্বদাই তাহার নিকট জিনিসপত্রের নমুনা লইয়া আসিত, ও দর দামের ঘাটতি বাড়তি এবং বাজারের খবর বলিত। তিনি বিষয় কর্ম্মের কথার সময় ঘোর বিপদে পড়িয়া ফেলং করিয়া চাহিয়া থাকিতেন—সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন না কি জানি কথা কহিলে পাছে নিজের বিদ্যা প্রকাশ হয় কেবল এই মাত্র বলিতেন যে বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচার নিকটে যাও।

আফিসে দুই এক জন কেরানি ছিল, তাহারা ইংরাজিতে সকল হিসাব রাখিত। এক দিন মতিলালের ইচ্ছা হইল যে ইংরাজি ক্যাশ বহি বোঝা ভাল এজন্য কেরানির নিকট হইতে বহি চাহিয়া আনাইয়া একবার এদিক ওদিক দেখিয়া বহিখান এক পাশে রাখিয়া দিলেন। মতিলাল আফিসের নীচের ঘরে বসিতেন—ঘরটি কিছু সেঁতসেঁতে—ক্যাশ বহি সেখানে মাসাবধি থাকাতে সরদিতে খারাব হইয়া গেল ও নববাবুরা তাহা হইতে কাগজ চিরিয়া লইয়া সলতের ন্যায় পাকাইয়া প্রতিদিন কান চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন—অল্প দিনের মধ্যেই বহির যাবতীয় কাগজ ফুরিয়া গেল কেবল মলাটটি পড়িয়া রহিল। অনন্তর ক্যাশ বহির অন্বেষণ হওয়াতে দৃষ্ট হইল যে তাহার চটি খানা আছে, অস্থি ও চর্ম্ম পরহিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। জান সাহেব হা ক্যাশ বহি জো ক্যাশ বহি বলিয়া বিলাপ করত মনের খেদ মনেই রাখিলেন।

জান সাহেব বেধড়ক ও দুচকোবুক জিনিস পত্র খরিদ করিয়া বিলাতে ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—জিনিসের কি পড়তা হইল ও কাটতি কিরূপ হইবে তাহার কিছুমাত্র খোজ খবর করিতেন না। এই সুযোগ পাইয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা চিলের ন্যায় ছোবল মারিতে লাগিলেন তাহাতে ক্রমে তাহাদিগের পেট মোটা হইল—অল্পে তৃষ্ণা মেটেনা—রাত দিন খাই২ শব্দ ও আজ হাতি শালার হাতি খাব, কাল ঘোড়াশালার ঘোড়া খাব, দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল এই মতলব করিতেন। তাঁহারা ভাল জানিতেন যে তাহাদিগের এমন দিন আর হইবে না—লাভের বসন্ত অন্ত হইয়া অলাভের হেমন্ত শীঘ্রই উদয় হইবে অতএব নেপোরই সময় এই।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই জিনিস পত্রের বিক্রীর বড় মন্দ খবর আইল—সকল জিনিসেতেই লোকসান বই লাভ নাই। জান সাহেব দেখিলেন যে লোকসান প্রায় লক্ষ

টাকা হইবে—এই সংবাদে বুকদাবা পাইয়া তাঁহার একেবারে চক্ষুঃ স্থির হইয়া গেল আর তিনি নিজে মাসে২ প্রায় এক হাজার টাকা করিয়া খরচ করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরেকে বেঙ্কে ও মহাজনের নিকটও অনেক দেনা—আফিস কয়েক মাসাবধি তলগড় ও টালমুমরে চলিতেছিল এক্ষণে বাহিরে সমুদ্রের নৌকা একেবারে ধুপুস করিয়া ডুবে গেল, প্রচার হইল যে জান কোম্পানি ফেল হইল। সাহেব বিবি লইয়া চন্দন-নগরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সহর ফরাসিসদিগের অধীন—অদ্যাবধি দেনদার ও ফৌজদারি মামলার আসা-মিরা কয়েদের ভয়ে ঐ স্থানে যাইয়া পলাইয়া থাকে।

এদিগে মহাজন ও অন্যান্য পাওনাওয়ালারা আসিয়া মতিলালকে ঘেরিয়া বসিল। মতিলাল চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন—এক পয়সাও হাতে নাই—উঠনা ওয়ালাদিগের নিকট হইতে উঠনা লইয়া তাঁহার খাওয়া দাওয়া চলিতেছিল এক্ষণে কি বলিবেন ও কি করিবেন কিছুই ঠাওরাইয়া পান না. মধ্যে২ ঘাড় উঁচ করিয়া দেখেন বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচা আইসেন কি না, কিন্তু দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, ঐ দুই অবতার তুলতামালের অগ্রেই চম্পট করিয়াছেন। তাহাদিগের নাম উল্লেখ হইলে পাওনাওয়ালারা বলিল যে চিটি পত্র মতিবাবুর নামে তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন এলাকা নাই. তাহারা কেবল কারপরদাজ বইতো নয়।

এইরূপ গোলযোগ হওয়াতে মতিলাল দলবল সহিত ছদ্ম বেশে রাত্রি যোগে বৈদ্যবাটীতে পলাইয়া গেলেন। সেখানকার যাবতীয় লোক তাঁহার বিষয় কর্ম্মের সাড়কাণ্ড শুনিয়া 'খুব হয়েছে' বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও বলিল—আজও রাতদিন হচ্চে—যে ব্যক্তি এমত অসৎ—যে আপনার মাকে ভাইকে ভগিনীকে বঞ্চনা করিয়াছে—পাপ কর্ম্মে কখনই বিরত হয় নাই, তাহার যদি এরূপ না হবে তবে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?

কর্ম্মক্রমে প্রেমনারায়ণ মজুমদার পরদিন বৈদ্যবাটীর ঘাটে স্নান করিতেছিল—তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া বলিল—মহাশয় শুনেছেন—বিটলেরা সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া ওয়ারিণের ভয়ে আবার এখানে পালিয়ে আসিয়াছে—কালামুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না! বাবুরাম ভাল এবং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত কহিলেন—ছোঁড়াদের না থাকাতে গ্রামটা জুড়িয়ে ছিল—আবার ফিরে এলো? আহা! মা গঙ্গা একটু কৃপা করিলে যে আমরা বেঁচে যাইতাম। অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন—নববাবুদিগের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া তাহাদিগের দাঁতে২ লেগে গেল, ভাবিতে লাগিলেন যে আমাদিগের স্নান আহ্নিক বুঝি অদ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ করিতে হইবে। দোকানি পসারিরা ঘাটের দিকে দেখিয়া বলিল—কইগো আমরা শুনিয়াছিলাম যে মতিবাবু সাত মুলুক ধন লইয়া দামামা বাজিয়ে উঠিবেন—এখন মুলুক দূরে যাউক এক খান জেলেডিংগিও যে দেখিতে পাই না। প্রেমনারায়ণ বলিল তোমরা ব্যস্ত হইওনা—মতি বাবু কমলে কামিনীর মুসকিলের দরুণ দক্ষিণ মশানে প্রাপ্ত হইয়াছেন—বাবু অতি ধর্ম্মশীল—ভগবতীর বর পুত্র—ডিঙ্গে মুলুক ও জাহাজ ডুবায় দেখা দিবে আর তোমরা মুড়ি কড়াই ভাজিতে ভাজিতেই দামামার শব্দ শুনিবে।

---

২৪ শুদ্ধ চিত্তের কথা, ঠকচাচার জাল করণ জন্য গেরেপ্তারি, বরদাবাবুর দুঃখ, মতিলালের ভয়, বেচারাম ও বাঞ্ছারামের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন।

প্রাতঃকালের মন্দ২ বায়ু বহিতেছে—চম্পক শেফালিকা ও মল্লিকার সৌগন্ধ ছুটিয়াছে। পক্ষি সকল চকুবুহ২ করিতেছে

—ঘটকের দরুণ বাটীতে বেণীবাবু বরদা বাবুকে লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। দক্ষিণদিক্ থেকে কতক গুলা কুকুর ডাকিয়া উঠিল ও রাস্তার ছোড়ারা হোহ করিয়া আসিতে লাগিল—গোল একটি নরম হইলে "দূর২" ও "গোপীদের বাড়ী যেও না করিরে মানা" এই খোনা স্বরের আনন্দ লহরী কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেণী বাবু ও বরদা বাবু উঠীয়া দেখেন যে বহুবাজারের বেচারাম বাবু আসিতেছেন—গানে মত্ত, ক্রমাগত তুড়ি দিতেছেন। কুকুর গুলা ঘেউ২ করিতেছে—ছোঁড়ারা হোহ করিতেছে, বহুবাজার নিবাসী বিরক্ত হইয়া দূর২ করিতেছেন। নিকটে আসিলে বেণী ও বরদা বাবু উঠিয়া সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসানন্তর বেচারাম বাবু বরদা বাবুর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—ভাইহে! বাল্যাবধি অনেক প্রকার লোক দেখিলাম—অনেকেরই অনেক গুণ আছে বটে কিন্তু তাহাদিগকে দোষে গুণে ভাল বলি—সে যাহাহউক, নম্রতা, সরলতা, ধর্ম্ম বিষয়ে সাহস ও পর সম্পর্কীয় শুদ্ধচিত্ত তোমার যেমন আছে এমন কাহারও দেখিতে পাই না। আমি নিজে নম্রভাবে চলি বটে কিন্তু সময় বিশেষে অন্যের অহঙ্কার দেখিলে আমার অহঙ্কার উদয় হয়—অহঙ্কার উদয় হইলেই রাগ উপস্থিত হয়, রাগে অহঙ্কার বেড়ে উঠে। আমি কাহাকেও রেয়াত করি না—যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি কিন্তু আমার নিজের দোষে তত সরলতা থাকেনা—আপনি কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে সেটি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না তখন এই মনে হয় এ কথাটি ব্যক্ত করিলে অন্যের নিকট আপনাকে খাট হইতে হইবে। ধর্ম্ম বিষয়ে আমার সাহস অতি অল্প—মনে ভাল জানি অমুক২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য কিন্তু আপন সংস্কার অনুসারে সর্ব্বদা চলাতে সাহসের অভাব হয়। অন্য সম্বন্ধে শুদ্ধ চিত্ত রাখা বড় কঠিন—আমি জানি বটে যে মনুষ্য দেহ ধারণ করিলে মনুষ্যের ভাল বই মন্দ কখনই চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে কিন্তু

এটি কর্ম্মেতে দেখান বড় দুষ্কর। যদি কেহ একটু কটু কথা বলে তবে তাহার প্রতি আর মন থাকে না—তাহাকে একেবারে মন্দ মনুষ্য বোধ হয়—তোমার কেহ অপকার করিলেও তাহার প্রতি তোমার মন শুদ্ধ থাকে—অর্থাৎ তাহার উপকার ভিন্ন অপকার করণে কখন তোমার মন যায় না এবং যদি অন্যে তোমার নিন্দা করে তাহাতেও তুমি বিরক্ত হওনা—একি কম গুণ?

বরদা বাবু। যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার সব ভাল দেখে আর যে যাহাকে দেখিতে পারে না সে তাহার চলন ও বাঁকা দেখে। আপনি যাহা বলিলেন সে সকল অনুগ্রহের কথা—সে সকল আপনার ভালবাসার দরুণ—আমার নিজ গুণের দরুণ নহে। সকল সময়ে—সকল বিষয়ে—সকল লোকের প্রতি মন শুদ্ধ রাখা মনুষ্যের প্রায় অসাধ্য। আমাদিগের মন রাগ দ্বেষ হিংসা ও অহঙ্কারে ভরা—এসকল সংযম কি সহজে হয়? চিত্তকে শুদ্ধ করিতে গেলে অগ্রে নম্রতার আবশ্যক—কাহারো কপট নম্রতা দেখা যায়—কেহ২ ভয় প্রযুক্ত নম্র হয়—কেহ২ ক্লেশ অথবা বিপদে পড়িলে, নম্র হইয়া থাকে—সে প্রকার নম্রতা ক্ষণিক, নম্রতার স্থায়িত্বের জন্য আমাদিগের মনে এই দৃঢ় সংস্কার হওয়া উচিত যিনি সৃষ্টি কর্ত্তা তিনিই মহৎ—তিনিই জ্ঞানময়—তিনিই নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল, আমরা আজ আছি—কাল নাই, আমাদিগের বল বা কি, আর বুদ্ধিই বা কি—আমাদিগের ভ্রম কুমতি ও কুকর্ম্ম সতত হইতেছে তবে অহঙ্কারের কারণ কি? এরূপ নম্রতা মনে জন্মিলে রাগ দ্বেষ হিংসা ও অহঙ্কারের খর্ব্বতা হইয়া আসে, তখন অন্য সম্বন্ধে শুদ্ধ চিত্ত হয়—তখন আপন বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য ও পদের অহঙ্কার প্রকাশ করত পরকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা যায় না—তখন পরের সম্পদ দেখিয়া হিংসা হয় না—তখন পরনিন্দা করিতে ও অন্যকে মন্দ ভাবিতে ইচ্ছা যায় না—তখন অন্যদ্বারা অপকৃত হইলেও তাহার প্রতি রাগ বা দ্বেষ উপস্থিত হয় না—তখন কেবল আপন চিত্ত শোধনে ও পরহিত সাধনে মন রত হয়, কিন্তু এরূপ

তারি অভ্যাস ভিন্ন হয় না—এক্ষণে অল্প জ্ঞানযোগ হইলেই বিজাতীয় মাৎসর্য্য জন্মে—আমি যা বলি—আমি যা করি, কেবল তাহাই সদাগম—অন্যে যা বলে বা করে তাহা অগ্রাহ্য।

বেচারাম। ভাই হে কথা গুলা শুনে প্রাণ জুড়ায়—আমার সতত ইচ্ছা তোমার সহিত কথোপকথন করি।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া সম্বাদ দিল কলিকাতার পুলিসের লোকেরা এক জাল তমসুকের মামলার দরুণ ঠকচাচাকে গেরেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। বেচারাম বাবু এই কথা শুনিয়া খুব হয়েছে২ বলিয়া হর্ষিত হইয়া উঠিলেন। বরদা বাবু শুষ্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বেচারাম। আবার কি ভাবছ?—অমন অসৎ লোক [illegible]পলাম গেলে দেশটা জুড়ায়।

বরদা বাবু। দুঃখ এই যে লোকটা আজন্মকাল অসৎ কর্ম্মই সৎকর্ম্ম করিল না—এক্ষণে যদি জিঞ্জির যায় তাহার পরিবার গুলা অনাহারে মারা যাবে।

বেচারাম। ভাই হে! তোমার এত গুণ না হইলে লোকে তোমাকে কেন পূজ্য করে। তোমার প্রতি-হিংসা ও অপকার করিতে ঠকচাচা কসুর করে নাই—অনবরত নিন্দা ও গ্লানি করিত—তোমার উপর গুম খুনি নালিস করিয়াছিল—ও জাল হপ্তম করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল—তাহাতেও তোমার মনে তাহার প্রতি কিছুমাত্র রাগ অথবা দ্বেষ নাই, ও প্রত্যপকার কাহাকে বলে তুমি জাননা—তুমি এই প্রত্যপকার করিতে যে সে ব্যক্তি ও তাহার পরিবার পীড়িত হইলে ঔষধ দিয়া ও আনাগোনা করিয়া আরোগ্য করিতে, এক্ষণেও তাহার পরিবারের ভাবনা ভাবিতেছ—ভাই হে! তুমি জেতে কায়স্থ বটে কিন্তু ইচ্ছা করে যে এমন কায়স্থের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দি।

বরদা বাবু। মহাশয় আমাকে এত বলিবেন না—জনগণের মধ্যে আমি অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চন। আমি আপনকার প্রশংসার পাত্র নহি—মহাশয় এরূপ পুনঃ২ বলিলে আমার অহঙ্কার ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতে পারে।

এদিগে বৈদ্যবাটীতে পুলিসের সারজন পেয়াদা ও দারোগা ঠকচাচাকে [illegible] বাঁধিয়া চল্‌রে চল্‌ বলিয়া হুড়২ করিয়া আনিতেছে। [illegible] লোকারণ্য—কেহ বলে যেমন কর্ম তেমনি ফল—কেহ বলে বেটা ডাকাতের [illegible]—কেহ বলে আমার এই [illegible] ঠকচাচা অধোবদনে চলিয়াছে—দাড়ি নাড়িতে২ [illegible] উড়িতেছে—দুটি চক্ষু কটমট করিতেছে—বাঁধন খুলিবার জন্য সারজনকে একটা আঙ্গুলি আস্তে২ দিতেছে. সারজনের বড় পেট, অমনি আঙ্গুলি ঠিকুরে ফেলিয়া দিতেছে। ঠকচাচা বলে মোকে একবার মতি বাবুর নজ্‌দিগে লিয়ে চল—তেনার জামিনি লিয়ে মোকে এজ খালাস দেও—মুই কেল হাজির হব। সারজন বলছে—তোম বহুত বজ্জা—ফের বাত কহেগা তো এক থাপ্পড় দেগা। তখন ঠকচাচা সারজনের নিকট হাত জোড় করিয়া কাকুতি বিনতি করিতে লাগিল। সারজন কোন কথায় কাণ না দিয়া ঠকচাচাকে নৌকায় উঠাইয়া বেলা দুই প্রহর চারিঘণ্টার সময় পুলিসে আনিয়া উপস্থিত করিল—পুলিসের সাহেবেরা উঠিয়া গিয়াছে সুতরাং ঠকচাচাকে রাত্রিতে বোনিগারদে বিহার করিতে হইল।

ওদিগে ঠকচাচার দুর্গতি শুনিয়া মতিলালের ভেবা চেকা লেগে গেল। তাহার এই আশঙ্কা হইল এ বজ্রাঘাত পাছে এপর্য্যন্ত পড়ে—যখন ঠক বাঁধা গেল তখন আমিও বাঁধা পড়িব তাহাতে সন্দেহ নাই—বোধ হয় এ ব্যাপার জান কোম্পানির ঘটিত, সে যাহা হউক, সাবধান হওয়া উচিত, এই স্থির করিয়া মতিলাল বাটীর সদর দরওয়াজা খুব কসে বন্ধ করিল। রামগোবিন্দ বলিল বড়বাবু

ঠকচাচা আজ এক তাকাদে গেরেপ্তার হইয়াছে—তোমার উপরও গেরেপ্তারি থাকিলে বাটী ঘর অনেকক্ষণ ঘেরাও হইত, তুমি মিছে২ কেন ভয় পাও? মতিলাল বলিল তোমরা বুঝ না হে, দুঃসময়ে পোড়া শোলমাছটাও হাত থেকে পালিয়ে যায়। আজকের দিনটা যো সো করিয়া কাটাইতে পারিলে কাল প্রাতে যশোহরের তালুকে প্রস্থান করি। বাটীতে আর টিঁকা ভার—নানা উৎপাত—নানা আঘাত—নানা আশঙ্কা—নানা উপদ্রব আর এদিগে হাতে খালি হইয়াছে। এ কথা শেষ হইবা মাত্রেই দ্বারে ঠেলাঠেলি করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল—"দ্বার খোল গো—কে আছ গো" এই শব্দ হইতে লাগিল। মতিলাল আস্তে২ বলিল—চুপকর—যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। মানগোবিন্দ উপর থেকে উঁকি মারিয়া দেখিল একজন পেয়াদা দ্বার ঠেলিতেছে—অমনি টিপে২ আসিয়া বলিল বড়বাবু এই বেলা প্রস্থান কর, বোধ হয় ঠকচাচার দরুণ বাকি গেরেপ্তারি উপস্থিত—আগুনের ফিন্‌কি শেষ হয় নাই। যদি নির্জ্জন স্থান না পাও তবে খিড়্‌কির পানা পুষ্করিণীতে দুর্য্যোধনের ন্যায় জলস্তম্ভ করে থাক। দোলগোবিন্দ বলিল তোমরা ঢেউ দেখে না ডরাও কেন? আগে বিষয়টা তলিয়ে বুঝ, রস—আমি জিজ্ঞাসা করি—"কেমন হে পেয়াদাবাবু তুমি কোন্ আদালত থেকে আসিয়াছ"? পেয়াদা বলিল—এজ্ঞে মুই জান সাহেবের চিটি নিয়ে এসেচি—চিটি এই নেও বলিয়া ধাঁ করিয়া উপরে ফেলিয়া দিল। প্রাণ বাঁচলুম—এত ক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল—সকলে বলিয়া উঠিল। অমনি পেছন দিক থেকে হলধর ও গদাধর "ভয়ে ত্রাণ কর" বলিয়া উঠিল, নব বাবুদের অন্তঃকরণ মেঘের ন্যায়—এই বৃষ্টি—এই রৌদ্র—এই গর্জ্জি—এই খুশি। মতিলাল বলিল, একটু থাম চিটি খানা পড়িতে দেও—তোর শুদ্ধ কথা কাজের আবার সুযোগ হইবে। মতিলাল চিটি খুলিলে পরে নব বাবুরা সকলে হমড়ি খাইয়া পড়িল

—অনেক প্রকার মাথা জড় হইল বটে, কিন্তু কাহার পেটে কালির অক্ষর নাই, চিটি পড়ে ভারি বিপত্তি হইল। অনেক ক্ষণ পরে নিকটস্থ দেদের বাটীর এক জনকে ডাকাইয়া চিটির মর্ম্ম এই জ্ঞান হইল যে জান সাহেবের প্রায় অনাহারের দিন যাইতেছে—তাহার টাকার বড় দরকার। মানগোবিন্দ বলিল বেটা বড় বেহায়া—তাহার জন্যে এত টাকা গভস্রাবে গেল তবু চিতুন নাই আবার কোন্ মুখে টাকা চায়। দোলগোবিন্দ বলিল ইংরাজকে হাতে রাখা ভাল—ওদের পাত চাপা কপাল—সময় বিশেষে মাটি মুটি ধরিলে সোনা মুটা হইয়া পড়ে। মতিলাল বলিল তোমরা বকাবকি কেন কর আমাকে কাটিলেও রক্ত নাই—কুটিলেও মাংস নাই।

এখানে বালী হইতে বেচারাম বাবু পার হইয়া বৈকালে ছকড়া গাড়িতে ছড়্‌রত্ শব্দে "সেই যে ভষ্ম মাখা জটে—গড় দেখ ঘটে পটে সকল জটের মুটে" এই গান গাইতেছেন উত্তর মুখো চলিয়াছেন—দক্ষিণ দিগ থেকে বাঞ্ছারাম বগি হাঁকাইয়া আসিতেছেন—দুই জনে নেকটা নেকটি হওয়াতে ইনি ওঁকে ও উনি এঁকে হুগড়ি খাইয়া দেখিলেন—বাঞ্ছারাম বেচারামের অবস্থা দেখিবা মাত্রেই ঘোড়াকে সপাসপ চাবুক কসিয়া দিলেন—বেচারাম অমনি তাড়াতাড়ি আপন গাড়ির উল্কো দ্বার হাত দিয়া কসে ধরিয়া ও মাথা বাহির করিয়া "ওহে বাঞ্ছারাম! ওহে বাঞ্ছারাম" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে বগি খাড়া হইল ও ছকড়া ছানন্ করিয়া নিকটে গেল। বেচারাম বাবু বলিলেন—বাঞ্ছারাম! তুমি কপালে পুরুষ—তোমার লাভের খলি রাবণের চুলির মত জ্বলছে—এক দফা তো সোনাগাছির কর্ম্ম চৌচাপটে করলে—এক্ষণে তোমার ঠকচাচা যায়—বোধহয় তাহাতেও আবার একটা মুড় পটতে পারে—কেবল উকিলি কল্লিতে অধঃপাতে গেলে—মরিতে যে হবে—সেটা

একবারও ভাবলে না? বাঞ্ছারাম বিরক্ত হইয়া মুখ খানা গোঁজ করিলেন পরে গোঁপ জোড়াটা ফরং করিয়া ঘোড়ার পিটের উপর আপনার গায়ের ঝাল প্রকাশ করিতেং গড়ং করিয়া চলিয়া গেলেন।

---

২৫ মতিলালের যশোহরের জমিদারিতে দলবল সহিত গমন জমিদারি কর্ম্ম করণের বিবরণ, নীলকরের সঙ্গে দাঙ্গা ও বিচারে নীলকরের খালাস।

বাবুরাম বাবুর সকল বিষয় অপেক্ষা যশোহরের তালুক খানি লাভের বিষয় ছিল; দশশালা বন্দবস্তের সময়ে ঐ তালুকে অনেক পতিত জমি থাকে—তাহার জমা ডৌলে শূন্য ছিল পরে ঐ সকল জমি হাসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয় ও ক্রমে জমির এমত গমর হইয়াছিল যে প্রায় এক কাঠাও খাঁমার বা পতিত ছিল না, প্রজালোক ও কিছু দিন চাসবাস করিয়া হরবিরূ ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল কিন্তু ঠকচাচার পরামর্ষে অনেকের উপর পীড়ন হওয়াতে প্রজারা সিকস্ত হইয়া পড়িল—অনেক লাখেরাজদারের জমি বাজেয়াফ্ত হওয়াতে ও তাহাদিগের সনন্দ না থাকাতে তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামি দিয়া ক্রমেং প্রস্থান করিল ও অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলমে ভাজাভাজা হইয়া বিনি মূল্যে আপনং জমির সত্ব ত্যাগ করত অন্যং অধিকারে পলায়ন করিল। এই কারণে তালুকের আয় দুই এক বৎসর বৃদ্ধি হওয়াতে ঠকচাচা গোঁপে চাড়া দিয়া হাত ঘুরাইয়া বাবুরাম বাবুর নিকট বলিতেন—"মোর কেমন কারদানি দেখ" কিন্তু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ"—অল্প দিনের মধ্যেই অনেক প্রজা ভয় ক্রমে হেলে গরু ও বীজধান লইয়া প্রস্থান করিল তাহাদিগের জমি বিলি করা ভার হইল—সকলেরই মনে এই ভয় হইতে লাগিল আমরা

প্রাণপণ পরিশ্রমে চাস বাস করিব দু টাকা দু সিকা লাভ করিয়া যে একটু শাঁসাল হবে তাহাকেই জমিদার বল বা ছলক্রমে গ্রাস করবেন—তবে আমাদিগের এ অধিকারে থাকায় কি প্রয়োজন? তালুকের নায়েব বাপু বাছা বলিয়া ও প্রজা লোকদিগকে থামাইতে পারিল না। অনেক জমি গর-বিলি থাকিল—ঠিকে হারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক কম দস্তুরেও কেহ লইতে চাহে না ও নিজ আবাদে খরচ খরচা বাদে খাজনা উঠান ভার হইল। নায়েব সর্ব্বদাই জমিদারকে এত্তেলা দিতেন, জমিদার সুনাম ও পাঠ লিখিতেন—"গো-মস্তা সরত খাজানা আদায় না হইলে তোমার ক্রটি যাইবে—তোমার কোন ওজর শুনা যাইবে না"। সময় বিশেষে বিষয় বুঝিয়া ধমক দিলে কর্ম্ম লাগে। যে স্থলে উৎপাত ধমকের অধীন নহে সে স্থলে ধমক কি কর্ম্মে আসিতে পারে? নায়েব ফাঁপরে পড়িয়া গয়ংগচ্ছরূপে আমতার রকমে চলিতে লাগিল—এদিগে মহল দুই তিন বৎসর বাকি পড়াতে লাট-বন্দি হইল সুতরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরিরাব লিখিয়া দিয়া বাবুরাম বাবু দেনা করিয়া সরকারের মালগুজারি দাখিল করিতেন।

এক্ষণে মতিলাল দলবল সহিত মহলে আসিয়া অবস্থিতি করিল। তাহার মানস এই যে তালুক পেকে কসে টাকা আদায় করিয়া দেনা টেনা পরিশোধ করিয়া সাবেক ঠাট বজায় রাখিবেক। বাবু জমিদারি কাগজ কখন দৃষ্টি করেন নাই, কাহাকে বলে চিঠ, কাহাকে বলে গোমোয়ারা, কাহা-কে বলে জমাওয়াসিল বাকি কিছুই বোধ নাই। নায়েব বলে—হুজুর! একবার জমা গমান দেখুন—বাবু কাগজের জমা. উপর দৃষ্টি না করিয়া কাছারি বাটীর তরুলতার দিগে ফেলং২ করিয়া দেখেন। নায়েব বলে—মহাশয়! এক্ষণে পাঁতি আর্থাৎ খোদকস্তা "প্রজা এত ও পাইকস্তা এত।" বাবু বলেন আমি খোদকস্তা পাইকস্তা শুনতে চাই না—আমি সব এক-কস্তা করিব। বড় বাবু ডিহির কাচারিতে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া যাবতীয় প্রজা একেবারে ধেয়ে আইল ও

মনে করিল বদজাত জেন্ডু বেটা গিয়াছে বুঝি এত দিনের পর আমাদিগের কপাল ফিরিল। এই কারণে আহ্লাদিত চিত্তে ও সহাস্য বদনে কৃষ্ণচুলো শুখনোপেটা ও তলাখাঁকি প্রজারা নিকটে আসিয়া সেলামি দিয়া "রবধান" ও "স্যালাম" করিতে লাগিল। মতিলাল ঝনাঝন শব্দে স্তব্ধ হইয়া ফিক২ করিয়া হাসিতেছেন। বাবুকে খুসি দেখিয়া প্রজারা দাদখাই করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলে অমুক আমার জমির আল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলে ঢুকিয়াছে—কেহ বলে অমুক আমার খেজুর গাছে ভাঁড় বাঁধিয়া রস চুরি করিয়াছে—কেহ বলে অমুক আমার বাগানে গরু ছাড়িয়া দিয়া তচনচ করিয়াছে—কেহ বলে অমুকের হাঁস আমার ধান খাইয়াছে—কেহ বলে আমি আজ তিন বৎসর কবজ পাই না—কেহ বলে আমি খতের টাকা আদায় করিয়াছি, আমার খত ফেরত দেও, কেহ বলে আমি বাবলা গাছটি কেটে বিক্রি করিয়া ঘরখানি সারাইব—আমাকে চৌটা মাফ করিতে হুকুম হউক—কেহ বলে আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই আমি তার সেলামি দিতে পারিব না—কেহ বলে আমার জোতের জমি হাল জরিপে কম হইয়াছে—আমার খাজানা মুসমা দেও জানা হয় তো পরতাল করে দেখ। মতিলাল এসকল কথার বিন্দু বিসর্গ না বুঝিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিলেন। সঙ্গি বাবুরা দুই একটা অনর্থ শব্দ লইয়া রঙ্গ করত খিল২ হাসিয়া কাচারি বাটী ফেটে দিতে লাগিল ও মধ্যে২ "উড়ে যায় পাখী তার পাখা গুণি" গান করিতে। নায়েব একেবারে কাঠ, প্রজারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যেখানে মনিব চৌকস, সেখানে চাকরের কারিকুরি বড় চলে না। নায়েব মতিলালকে গোমূর্খ দেখিয়া নিজ মূর্ত্তি ক্রমে২ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক মামলা উপস্থিত হইল, বাবু তাহার ভিতর কিছুই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, নায়েব তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া আপন ইষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিল আর প্রজারাও জানিল যে বাবুর সহিত দেখা করা কেবল অরণ্যে রোদন করা—নায়েবই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

কুঠেল আপনি তেড়ে এসে গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিলে নায়েব ভয়ে গিয়া একটা বাংচিত্রের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইল। অনেক ক্ষণ মারামারি লাঠা লাঠী হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েক জন ঘায়েল হইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেংডেং করিয়া কুঠীতে চলে গেল ও দাদখানি প্রজারা বাটীতে আসিয়া "কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠীতে যাইয়া বিলাতি পানি কটাস করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে২ "তাজা বতাজা" গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে২ খেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন তাঁহাকে কাবু করা বড় কঠিন, মেজিস্ট্রেট ও জজ তাঁহার ঘরে সর্ব্বদা আসিয়া খানা খান ও তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিসের ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে আর যদিও তদারক হয় তবু খুন মকদ্দামায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অন্য প্রকার গুরুতর দোষ করিলে মফসল আদালতে তাহাদিগের সদ্যঃ বিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে সপরেম কোর্টে চালান হয় তাহাতে সাক্ষি অথবা ফৈরাদিরা ব্যয়, ক্লেশ, ও কর্ম্মক্ষতি জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয় সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মোকদ্দামা বিচার হইলেও ফেঁসে যায়।

নীলকর যা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। পরদিন প্রাতে দারোগা আসিয়া জমিদারের কাছারি ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্ব্বল হওয়া বড় আপদ—সবল ব্যক্তির নিকট কেহই এগুতে পারে না। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। নায়েব সম্মুখে আসিয়া মোটমাট চুক্তি করিয়া অনেকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়াইল। দারগা বড়ই জোরসবাবত করিতে ছিল—টাকা পাইবা মাত্রে যেন আগুনে জল পড়িল। পরে তদারক করিয়া দারোগা মেজিস্ট্রেটের নিকট খুলিয়া বানাইয়া রিপোর্ট করিল—একপেশে লোক ওদিগে জমা

নীলকর অমনি নানা প্রকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও মেজিষ্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে নীলকর ইংরাজ, খ্রীষ্টিয়ান—মন্দ কর্ম্ম কখনই করিবে না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করে। এই অবকাশে সেরাস্তাদার ও পেশকার নীলকরের নিকট হইতে জোয়াদা ঘুস লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জামানবন্দি চাপিয়া সপক্ষীয় কথা সকল পড়িতে আরম্ভ করিল ও ক্রমশঃ ছুঁচ চালাইতে২ বেটে চালাইতে লাগিল। এই অবকাশে নীলকর বক্তৃতা করিল—আমি এ স্থানে আসিয়া বাঙ্গালিদিগের নানা প্রকার উপকার করিতেছি—আমি তাহাদিগের লেখা পড়ার ও ঔষধ পত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি—আবার আমার উপর এই তহমত? বাঙ্গালিরা বড় বেইমান ও দাঙ্গাবাজ! মেজিষ্ট্রেট এই সকল কথা শুনিয়া টিফিন করিতে গেলেন। টিফিনেরপর খুব চুবচুরে মধুপান করিয়া চুরট খাইতে২ আদালতে আইলেন—মকদ্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজ পত্রকে বাঘ দেখিয়া সেরেস্তাদারকে একেবারে বলিলেন—"এ মামেলা ডিসমিস কর" এই হুকুমে নীলকরের মুকটা একেবারে ফুলিয়া উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কট-মট করিয়া দেখিতে লাগিলেন। নায়েব অধোবদনে টিকুতে২ ঝুঁটি নাড়িতে২ বলিতে২ চলিলেন—বাঙ্গালিদের জমিদারি রাখা ভার হইল—নীলকর বেটাদের জুলমে মুলুক খাক হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহি২ করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির অনুরোধে তাহাদিগের বশী হইয়া পড়ে আর আইনের যেরূপ গতিক তাহাতে নীলকরদিগের পলাইবার পথও বিলক্ষণ আছে। লোকে বলে জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল। জমিদারেরা জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওতনে বজায় রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুন ক্ষেত। নীলকর সে রকমে চলেন না—প্রজা মরুক বা বাঁচুক তাহাতে তাহার কিছু এসে যায় না—নীলের চাস বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা, নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।

২৬ ঠকচাচার বেনিগারদে নিদ্রাবস্থায় আপন কথা আপনিই ব্যক্ত করণ, পুলিসে বাঞ্ছারাম ও বটলরের সহিত সাক্ষাৎ, মকোদ্দমা বড় আদালতে চালান, ঠকচাচার জেলে কয়েদ, জেলেতে তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদির কথাবার্ত্তা ও তাহার খাবার অপহরণ।

মনের মধ্যে ভয় ও ভাবনা প্রবেশ করিলে নিদ্রার আগমন হয় না। ঠকচাচা বেনিগারদে অতিশয় অস্থির হইলেন, একখান কম্বলের উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। উঠিয়া একং বার দেখেন রাত্রি কত আছে। পাখির শব্দ অথবা মনুষ্যের স্বর শুনিলে বোধ করেন এই-বার বুঝি প্রভাত হইল। একং বার ধড়মড়িয়া উঠিয়া সি-পাহিদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভাই! রাত কেতনা হ্যায়?"—তাহারা বিরক্ত হইয়া বলে, "আরে কামান দাগনেকো দো তিন ঘণ্টা দের হেয় আব সোট রহো কাহে হরঘড়ি দেক করতে হো?" ঠকচাচা ইহা শুনিয়া কম্বলের উপর গড়াগড়ি দেন। তাঁহার মনে নানা কথা —নানা ভাব—নানা উপায় উদয় হয়। কখনোং ভাবেন —আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরি-লাম—তাহাতে কি ফয়দা, যে টাকা কড়ি রোজগার হইয়াছিল তাহা কোথায়? হারামের কড়ি হাতে থাকেনা, লাভের মধ্যে এই দেখিতেছি যখন মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি তখন ধরা পড়িবার ভয়ে রাত্রে ঘুমাই নাই—সদাই আতঙ্কে থাকিতাম—গাছের পাতা নড়িলে বোধ হইত যেন কেহ ধরিতে আসিতেছে। আমার হামজোলাক খোদাবক্স আমাকে এপ্রকার ফেরেকার চলিতে বারং মানা করিতেন—তিনি বলিতেন চাসবাস অথবা কোন ব্যবসা বা চাকুরির করিয়া গুজরান করা ভাল, সিদ্ধ পথে থাকিলে ডর নাই—তাহাকে খুদার ও মন খুসি থাকে। এইরূপ চলিয়াই খোদাবক্স সুখে আছেন। হায়! আমি তাহার কথা কেন শুনিলাম

না। কখন২ ভাবেন উপস্থিত বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব? উকিল কৌন্সুলি না ধরিলে নয়—প্রমাণ না হইলে আমার সাজা হইতে পারে না—জাল কোন্ খানে হয় ও কে করে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ হইবে? এইরূপ নানা প্রকার কথার তোলপাড় করিতে২ ভোর হয়২ এমত সময়ে শ্রান্তি বশতঃ ঠকচাচার নিদ্রা হইল, তাহাতে আপন দায় সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিতে২ ঘুমের ঘোরে বকিতে লাগিলেন —"বাঞ্ছা? তুমি কলম ও কল যেন কেহ দেখিতে পায় না—শিয়ালদর বাড়ীর তলায়ের ভিতর আছে—বেস আছে—খবরদার তুমিও না—তুমি জলদি ফরিদপুরে পেলিয়া যাও—মুই খালাস হয়ে তোমার সাত গোলাকাত করবো"। প্রভাত হইয়াছে—সূর্য্যের আভা ঝিলিমিলি দিয়া ঠকচাচার দাড়ির উপর পড়িয়াছে। বেনিগারদের জমাদার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"বদ্জাত! আবতলক শোয়া হেয়—উঠ, তোম আপনা বাত আপ্ জাহের কিয়া" ঠকচাচা অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া চকে নাকে ও দাড়িতে হাত বুলাতে২ তসবি পড়িতে লাগিলেন। জমাদারের প্রতি এক২ বার মিটমিট করিয়া দেখেন—এক২ বার চক্ষু মুদিত করেন। জমাদার ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—তোম্তো ধরম্কা ছালা লে করকে বয়ঠা হেঁয় আর শেয়ালদাকো তলায়সে কল ওল নেকালনেসে তেরি ধরম আওরভী জাহের হোগি" ঠকচাচা এই কথা শুনিবামাত্রে কদলী বৃক্ষের ন্যায় ঠক২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও বলিলেন—বাবা! মেরি বাইকো বহুত জোর হুয়া এস সববসে হাম নিদ জানেসে ঝটমুট বক্তা হুঁ। "ভালা ও বাত পিছু বোঝা জাওঙ্গি,—আব তৈয়ার হোও,' ইহা বলিয়া জমাদার চলিয়া গেল।

এ দিকে দশটা ডংডং করিয়া বাজিল, অমনি পুলিসের লোকেরা ঠকচাচা ও আন্যান্য আসামিদিগকে লইয়া হাজির করিল। দশটা না বাজিতে২ বাঞ্ছারাম বাবু বটলর

২৬ ঠকচাচার বেনিগারদে নিজ অবস্থা আপন কথা আপনি ব্যক্ত করণ, পুলিসে বাঞ্ছারাম ও বটলরের সহিত সাক্ষাৎ, মকোদ্দমা বড় আদালতে চালান, ঠকচাচার জেলে কয়েদ, জেলেতে তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদির কথাবার্ত্তা ও তাহার খাবার অপহরণ।

মনের মধ্যে ভয় ও ভাবনা প্রবেশ করিলে নিদ্রার আগমন হয় না। ঠকচাচা বেনিগারদে অতিশয় অস্থির হইলেন, একখান কম্বলের উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। উঠিয়া একং বার দেখেন রাত্রি কত আছে। পাখির শব্দ অথবা মনুষ্যের স্বর শুনিলে বোধ করেন এই-বার বুঝি প্রভাত হইল। একং বার ধড়মড়িয়া উঠিয়া সি-পাইদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভাই! রাত কেতনা হুয়া?"—তাহারা বিরক্ত হইয়া বলে, "আরে কামান দাগনেকো দো তিন ঘণ্টা দের হেয় আব সোট রহো কাহে তরঘড়ি দেক করতে হো" ঠকচাচা ইহা শুনিয়া কম্বলের উপর গড়াগড়ি দেন। তাঁহার মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা উপায় উদয় হয়। কখনো২ ভাবেন—আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে ফের ফিরি-লাম—তাহা করিয়া যে টাকা কড়ি রোজগার হইয়াছিল তাহা কোথায়? পাপের কড়ি হাতে থাকেনা, লাভের মধ্যে এই দেখিতেছি কেবল মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি ওখান ধরা পড়িবার ভয়ে রাত্রে ঘুমাই নাই—সদাই আতঙ্কে থাকিতাম—গাছের পাতা নড়িলে বোধ হইত যেন কেহ ধরিতে আসিতেছে। আমার হামজোলফ খোদাবক্স আমাকে এপ্রকার ফেরেকার চলিতে বারং মানা করিতেন—তিনি বলিতেন চাসবাস অথবা কোন ব্যবসা বা চাকুরির করিয়া গুজরান করা ভাল, নিজ পথে থাকিলে মার নাই—তাহাতে জান ও মন দুই ভাল থাকে। এইরূপ চলিয়াই খোদাবক্স সুখে আছেন। হায়! আমি তাহার কথা কেন শুনিলাম

না। কখনং ভাবেন উপস্থিত বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব? উকিল কৌন্সুলি না ধরিলে নয়—প্রমাণ না হইলে আমার সাজা হইতে পারে না—জাল কোন্ খানে হয় ও কে করে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ হইবে? এইরূপ নানা প্রকার কথার তোলপাড় করিতে২ ভোর হয়২ এমত সময়ে শ্রান্তি বশতঃ ঠকচাচার নিদ্রা হইল, তাহাতে আপন কার্য্য সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিতে২ ঘুমের ঘোরে বকিতে লাগিলেন —"বাঞ্ছা! তুলি কলম ও কল যেন কেহ দেখিতে পায় না—শিয়ালদর বাড়ীর তয়খানের ভিতর আছে—বেস আছে—খবরদার ছুঁইও না—তুমি জলদি ফরিদপুরে পেলিয়া যাও—মুই খালাস হলে তোমার সাত মোলাকাত করবো"। প্রভাত হইয়াছে—সূর্য্যের আভা ঝিলিমিলি দিয়া ঠকচাচার দাড়ির উপর পড়িয়াছে। বেনিগারদের জমাদার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"বদ্‌জাত! আবতলক শোয়া হেয়—উঠ, তোম আপনা বাত আপ্ জাহের কিয়া" ঠকচাচা অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া চোক নাকে ও দাড়িতে হাত বুলাইতে২ তসবি পড়িতে লাগিলেন। জমাদারের প্রতি এক২ বার মিটমিট করিয়া দেখেন—এক২ বার চক্ষু মুদিত করেন। জমাদার ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—তোম্‌তো ধরম্‌কা ছালা লে করকে বয়ঠা হেঁয় আর শেয়ালদাকো তয়খানেসে কল ওল নেকাল-নেসে তেরি ধরম আওর ভী জাহের হোগি" ঠকচাচা এই কথা শুনিবামাত্র কদলী বৃক্ষের ন্যায় ঠকং করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও বলিলেন—বাবা! মেরি বাইকো বহুত জোর হুয়া এস সববসে হাম নিদ জানেসে ঝুটমুট বক্তা হুঁ। "ভালা ও বাত পিছু বোঝা জাওগি,—আব তৈয়ার হোও," ইহা বলিয়া জমাদার চলিয়া গেল।

এ দিগে দশটা ভংভং করিয়া বাজিল, অমনি পুলিসের লোকেরা ঠকচাচা ও অন্যান্য অপরাধিদিগকে লইয়া হাজির করিল। দশটা না বাজিতে২ বাঞ্ছারাম বাবু বটলর

সাহেবকে লইয়া পুলিসে ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ও মনেং ভাবিতেছিলেন—ঠকচাচাকে এ যাত্রা রক্ষা করিলে তাঁহার দ্বারা অনেক কর্ম্ম পাওয়া যাইবে—লোকটা বল্‌তে কয়তে, লিখ্‌তে পড়্‌তে, যেতে আস্‌তে, কাজে কর্ম্মে, মামলা মোকদ্দমায়, মতলব মসলতে, বড় উপযুক্ত, কিন্তু আমার হচ্ছে এ পেসা—টাকা না পাইলে কিছুই তস্থির হইতে পারে না। ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে পারি নে, আর নাচ্‌তে বসেছি ঘোমটাই বা কেন? ঠকচাচাও তো অনেকের মাথা খেয়েছেন তবে ওঁর মাথা খেতে দোষ কি? কিন্তু কাকের মাংস খাইতে গেলে বড় কৌশল চাই। বটলর সাহেব বাঞ্ছারামকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল বেন্‌সা! তোম্ কিয়া ভাবতা? বাঞ্ছারাম উত্তর করিলেন —হুজুর সাহেব! জান, রুপেয়া যে স্থরতসে ঘরমে ঢোকে ওই ভাবতা! বটলর সাহেব একটু অন্তরে গিয়া বলিলেন—"আসনাঃ—বহুত আচ্ছা।"।

ঠকচাচাকে দেখিবামাত্র বাঞ্ছারাম দৌড়ে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চোক দুটা পান্সে করিয়া বলিলেন—একিং! কাল কুসংবাদ শুনিয়া সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কাটাইয়াছি, একবারও চক্ষু বুজি নাই—ভোর হতে না হতে পূজা আহ্নিক অমনি কলতোলা রকমে সেরে সাহেবকে লইয়া আসিতেছি। ভয় কি? এ কি ছেলের হাতের পিটে? পুরুষের দশ দশা, আর বড় গাছেই ঝড় লাগে। কিন্তু এক কিস্তি টাকা না হইলে তদবিরাত কিছুই হইতে পারে না—সঙ্গে না থাকে তো ঠকচাচীর দুই এক খানা ভারি রকম গহনা আনাইলে কর্ম্ম চল্‌তে পারে। এক্ষণে তুমিতো বাঁচ তার পরে গহনা টহনা সব হবে। বিপদে পড়িলে সুস্থির হইয়া বিবেচনা করা বড় কঠিন, ঠকচাচা তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন ঐ পত্র লইয়া বাঞ্ছারাম বটলর সাহেবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চোক টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন [illegible] সরকারের হাতে দিলেন এবং বলিলেন তুমি [illegible]

বৈদ্যবাটী যাইয়া ঠকচাচীর নিকট হইতে কিছু ভারি রকম গহনা আনিয়া এখানে অথবা আফিসে দেখাতেই আইস, দেখিও গহনা খুব সাবধান করিয়া আনিও, বিলম্ব না হয়, যাবে আর আসিবে,—যেন এই খানে আছ। সরকার রুষ্ট হইয়া বলিল—মহাশয়! মুখের কথা, অমনি বল্লেই হইল? কোথায় কলিকাতা—কোথায় বৈদ্যবাটী—আর ঠকচাচীই বা কোথায়? আমাকে অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে, এক মুটা খাওয়া দূরে থাকুক এখনও এক ঘটি জল মাথায় দিই নাই—আজ ফিরে কেমন করিয়া আসতে পারি? বাঞ্ছারাম অমনি রেগে মেগে ছমকে উঠিয়া বললেন,—ছোট লোক এক জাতই স্বতন্ত্র, এরা ভাল কথার কেউ নয়, নাতি ঝোঁটা না হলে ঠাণ্ডা হয় না। লোকে তল্লাস করিয়া দিল্লী যাইতেছে, তুমি বৈদ্যবাটী গিয়া একটা কর্ম্ম নিকেশ করিয়া আসতে পার না! মানুষ হইলে ঈসারায় কর্ম্ম বুঝে—তোর চোকে আঙ্গুল দিয়া বল্লুম তাতেও হোস হৈল না? সরকার অধোমুখে না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বেটো ঘোড়ার ন্যায় টিকুতেং চলিল ও আপনা আপনি বলিতে লাগিল—দুঃখি লোকের মানই বা কি আর অপমানই বা কি? পেটের জন্যে সকলই সহিতে হয়। কিন্তু কোন দিন কবে হবে যে ইনি ঠকচাচার মত ফাঁদে পড়বেন। আমার দেখা উনি অনেক লোকের গলায় ছুরি দিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটে মাটি চাটি করিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছেন। বাবা! অনেক উকিলের গংসন্দি দেখিয়াছি বটে কিন্তু ওঁর জুড়ি নাই। একনট—কাজেন পটোল, বলেন ঝিঙ্গা, যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালান। এদিগে পূজা আহ্নিক দোল দুর্গোৎসব ব্রাহ্মণ ভোজন ও ইষ্টনিষ্ঠাও আছে। এমন হিন্দুয়ানির মুখে ছাই—আগা গোড়া হারামজাদ্‌কি ও বদ্‌জাতি!

এখানে ঠকচাচা বাঞ্ছারাম ও বটলর বসিয়া আছেন মকদ্দমা আর ডাক হয় না। যত বিলম্ব হইতেছে তত ধুক্‌-

ক্ষুধাগ্নি বৃদ্ধি হইতেছে। পাঁচটা বাজে২ এমন সময়ে ঠকচাচাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া খাড়া করিয়া দিল। ঠকচাচা গিয়া সেখানে দেখেন যে শিয়ালদর পুষ্করিণী হইতে জাল করিবার কল ও তথাকার দুই এক জন গাওয়া আনীত হইয়াছে। মোকদ্দামা তদারক হওনানন্তর মেজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন যে এ মামলা বড় আদালতে চালান হউক, আসামির জামিন লওয়া যাইতে পারা যায় না সুতরাং তাহাকে বড় জেলে কয়েদ থাকিতে হইবে।

মেজিষ্ট্রেটের হুকুম হইবা মাত্রে বাঞ্ছারাম তেড়ে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—ভয় কি? একি ছেলের হাতের পিটে? একতো জানাই আছে যে মোকদ্দমা বড়আদালতে হবে—আমরাও তাইতো চাই। ঠকচাচার মুখখানি ভাবনায় একেবারে শুকিয়াগেল। পেয়াদারা হাত ধরিয়া হড়২ করিয়া নীচে টানিয়া আনিয়া জেলে চালান করিয়া দিল। চাচা টংয়স২ করিয়া চলিয়াছেন—মুখে বাক্য নাই—চক্ষু তুলিয়া দেখেন না, পাছে কাহারো সহিত দেখা হয় —পাছে কেহ পরিহাস করে। সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় ঠকচাচা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন। বড় জেলেতে যাহারা দেনার জন্য অথবা দেওয়ানি মকদ্দমা ঘটিত কয়েদ হয় তাহারা একদিগে থাকে ও যাহারা ফৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয় তাহারা অন্য দিগে থাকে। ঐ সকল আসামির বিচার হইলে হয়তো তাহাদিগের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে হয় নয়তো হরিং বাটীতে সুর্কি কুটিতে হয় অথবা তাহাদিগের জিঞ্জির বা ফাঁসি হয়। ঠকচাচাকে ফৌজদারি জেলে থাকিতে হইল, তিনি ঐ স্থানে প্রবেশ করিলে যাবতীয় কয়েদি আসিয়া ঘেরিয়া বসিল। ঠকচাচা কট মট করিয়া সকলকে দেখিতে লাগিলেন—একজন আলাপীও দেখিতে পান না। কয়েদিরা বলিল, মুনসিজি! —দেখ কি? তোমারও যে দশা আমাদেরও সেই দশা, এখন আইস মিলে যুলে থাকা যাউক। ঠকচাচা বলিলেন —হাঁ বাবা! মুই না হক আপদে পড়েছি—মুই খাই দে,

হুঁই নে, মোর কেবল নসিবের ফের। দুই এক জন প্রাচীন কয়েদি বলিল—হাঁ তা বই কি! অনেকেই মিথ্যা দায়ে মজে যায়। একজন মুখফোড় কয়েদি বলিয়া উঠিল—তোমার দায় মিথ্যা আমাদের বুঝি সত্য? আ! বেটা কি সাওখোড়ও গরুকরাজ?—ওহে ভাইসকল সাবধান—এ দেড়ে বেটা বড় বিটকিলে লোক। ঠকচাচা অমনি নরম হইয়া আপনাকে খাটো করিলেন কিন্তু তাঁহার ঐ কথা লইয়া অনেকে ক্ষণ কাল তর্ক বিতর্ক করিতে ব্যস্ত হইল। লোকের স্বভাবই এই, কোন কর্ম্ম না থাকিলে একটু সূত্র ধরিয়া ফাল্‌তো কথা লইয়া গোলমাল করে।

জেলের চারি দিগ বন্ধ হইল—কএদিরা আহার করিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছে ইত্যবসরে ঠকচাচা এক প্রান্ত-ভাগে বসিয়া কাপড়ে বাঁধা মিঠাই খুলিয়া মুখে ফেলিতে যান অমনি পেচনদিগ থেকে বেটা দুই তিন কাল কয়েদি গোঁপ চুল ও ভ্রুশাদা, চোক লাল, হাহা হাহা, শব্দে বিকট হাস্য করত মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটি সট করিয়া কাড়িয়া লইল এবং দেখাইয়া২ টপ২ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মধ্যে২ চর্ব্বণ কালীন ঠকচাচার মুখের নিকট মুখ আনিয়া হিহি২ করিয়া হাসিতে লাগিল। ঠকচাচা একেবারে অবাক—আস্তে২ মাদুরির উপর গিয়া সুড়২ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, যেন কিলখেয়ে কিল চুরি, এই ভাবে থাকিলেন।

২৭ বাদার প্রজার বিবরণ, বাহুল্যের বৃত্তান্ত ও গ্রেপ্তারি, গাড়ি চাপা লোকের প্রতি বরদা বাবুর মত্তা, বড়আদালতের ফৌজদারি মকদ্দমা করণের ধারা, বাঞ্ছারামের দৌড়াদৌড়ি, ঠকচাচা ও বাহুল্যের বিচার ও সাজার হুকুম।

বাদাতে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, সারি২ করিয়া চলিয়াছে—চারি দিগ জলময়—মধ্যে২ চৌকি দিবার উঁ

কিন্তু প্রজার নিস্তার নাই—এদিগে মহাজন ওদিগে জমিদারের পাইক। যদি বিকি ভাল হয় তবে তাহাদিগের দুই বেলা দুই মুঠা আহার চলিতে পারে নতুবা মাছটা শাকটা ও জলখাটা ভর্সা। ডেঙ্গাতে কেবল হৈমন্তি বপন হয়—আউশ প্রায় বাদাতেই জন্মে। বঙ্গদেশে ধান্য অনায়াসে উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু হাজা শুকা পোকা কাঁকড়া ও কার্ত্তিকে ঝড়ে ফসলের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয় আর ধান্যের পাতটও আছে, তদারক না করিলে কলা ধরিতে পারে। বাহুল্য প্রাতঃকালে আপন জোতের জমি তদারক করিয়া বাটীর দাওয়াতে বসিয়া তামুক খাইতেছেন, সম্মুখে একটা কাগজের দপ্তর, নিকটে দুই চারি জন হারামজাদা প্রজা ও আদালতের লোক বসিয়া আছে—হাকিমের আইনের ও মামলার কথাবার্ত্তা হইতেছে ও কেহ২ নুতন দস্তাবেজ তৈয়ার ও সাক্ষী তালিম করিবার ইশারা করিতেছে—কেহ২ টাকা টেঁকথেকে খুলিয়া দিতেছে ও আপন২ মতলব হাসিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে। বাহুল্য কিছু যেন অন্যমনস্ক—এদিগে ওদিগে দেখিতেছেন—এক২ বার আপন কৃষানকে ফাল্‌তো ফরমাইশ করিতেছেন "ওরে ঐ কদুর ডগাটা মাচার উপর তুলে দে, ঐ খেড়ের আটিটা বিছিয়ে ধুপে দে," ও এক২ বার ছমছমে ভাবে চারিদিগে দেখিতেছেন। নিকটস্থ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—মৌলবি সাহেব! ঠকচাচার কিছু মন্দ খবর শুনিতে পাই—কোন পেঁচ নাই তো? বাহুল্য কথা ভাঙ্গিতে চান না, দাড়ি নেড়ে হাততুলে অতি বিজ্ঞরূপে বলিতেছেন—মরদের উপর হরেক আপদ গেরে, তার ডর করলে চলবে কেন? অন্য একজন বলিতেছে—এতো কথাই আছে কিন্তু সে ব্যক্তি নারেঁহা, আপন বুদ্ধির জোরে বিপদ থেকে উদ্ধার হইবো সে যাহা, হউক আপনার উপর কোন দায় না পড়িলে আমরা বাঁচি—এই ডেঙ্গাভবানীপুরে আপনি বই আমাদের সহায় সম্পত্তি আর নাই—আমাদের বল বলুন বুদ্ধি বলুন সকলই আপনি। আপনি না থাকিলে আমাদের এখানে

হইতে বাস উঠাইতে হইত। ভাগ্যে আপনি আমাকে কয়েক খানা কবজ বানিয়ে দিয়াছিলেন তাই জমিদার বেটাকে জব্দ করিয়াছি, আমার উপর সেই অবধি কিছু দৌরাত্ম্য করে না—সে ভাল জানে যে আপনি আমার পাল্লায় আছেন। বাহুল্য আহ্লাদে গুড়গুড়িটা ভড়২ করিয়া চোক মুখ দিয়া ধূঁয়া নির্গত করত একটু মুচুং হাস্য করিলেন। অন্য একজন বলিল মফঃসলে জমি জমা লইয়ে রহিতে গেলে জমিদার ও নীলকরকে জব্দ করিবার জন্য দুই উপায় আছে —প্রথমতঃ মৌলবি সাহেবের মতন লোকের আশ্রয় লওয়া —দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টিয়ান হওয়া। আমি দেখিয়াছি অনেক প্রজা পাদরির দোহাই দিয়া গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়। পাদরি সাহেব কড়িতে বল সহিতে বল সুপারিসে বল “ভাই লোকদের” সর্ব্বদা রক্ষা করেন। সকল প্রজা যে মনের সহিত খৃষ্টিয়ান হয় তা নয় কিন্তু যে পাদরির মণ্ডলীতে যায় সে নানা উপকার পায়। মাল মকদ্দামা পাদরির চিটিতে বড় কর্ম্মে লাগে। বাহুল্য বলিলেন সে সচ্ বটে—লেকেন আদমির আপনার দিন খোয়ানা বহুত বুরা। অমনি সকলে বলিল তা বটেতো, তা বটেতো আমরা এই কারণে পাদরির নিকটে যাই না। এই রূপ খোস গল্প হইতেছে ইতিমধ্যে দারোগা জনকয়েক জমাদার ও পুলিসের সারজন হুড়মুড় করিয়া আসিয়া বাহুল্যের হাত ধরিয়া বলিল—তোম ঠকচাচা কো সাত জাল কিয়া—তোমারি উপর গেরেপ্তারি হেয়। এই কথা শুনিবা মাত্রে নিটস্থ লোক সকলে ভয় পাইয়া সটং২ করিয়া প্রস্থান করিল। বাহুল্য দারোগা ও সারজনকে ধন লোভ দেখাইল কিন্তু তাহারা পাছে চাকরি যায় এই ভয়ে ও কথা আমলে আনিল না, তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। ভেঙ্গাভবানীপুরে এই কথা শুনিয়া লোকারণ্য হইল ও ভদ্র২ লোকে বলিতে লাগিল দুষ্কর্ম্মের শাস্তি বিলম্বে হউক বা শীঘ্র হউক অবশ্যই হইবে, যদি লোকে পাপ করিয়া সুখে কাটাইয়া যায় তবে সৃষ্টিই মিথ্যা হইবে

এমন কখনই হইতে পারেনা। বাহুল্য ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়াছেন—অনেকের সহিত দেখা হইতেছে কিন্তু কাহাকে দেখেও দেখেন না। দুই এক ব্যক্তি যাহারা কখন না কখন তাঁহা কর্ত্তৃক অপকৃত হইয়াছিল তাহারা এই অবকাশে কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া নিকটে আসিয়া বলিল—মৌলবি সাহেব একি ব্রজের ভাব না কি? আপনার কি কোন ভারি বিষম কর্ম্ম হইয়াছে? না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বাহুল্য বংশদ্রোণীর ঘাট পার হইয়া শাগঞ্জে আসিয়া পড়িলেন সেখানে দুই এক জন টৈপুবংশীয় শাজাদা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল—কেঁউ তু গেরেস্তার হোয়া—আচ্ছা হুয়া—এসা বদজাত আদমিকো সাজা মিলনা বহুত বেহতর। এই সকল কথা বাহুল্যের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা লাগিতে লাগিল। ঘোরতর অপমানে অপমানিত হইয়া ভবানীপুরে পৌঁছিলেন—কিঞ্চিৎ দূর থেকে বোধ হইল রাস্তার বামদিগে কতক গুলিন লোক দাঁড়াইয়া গোল করিতেছে, নিকটে আসিয়া সারজন বাহুল্যকে লইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল এখানে এত গোল কেন? পরে লোক ঠেলিয়া গোলের ভিতর যাইয়া দেখিল এক জন ভদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন—আঘাতিত ব্যক্তির মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতেছে, ঐ রক্তে উক্ত ভদ্রলোকের বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সারজন জিজ্ঞাসা করিল আপনি কেও এলোকটি কি প্রকারে জখম হইল? ভদ্রলোক বলিলেন আমার নাম বরদাপ্রসাদবিশ্বাস—আমি এখানে কোন কর্ম্ম অনুরোধে আসিয়াছিলাম দৈবাৎ এই লোক গাড়ি চাপা পড়িয়া আঘাতিত হইয়াছে এই জন্য আমি আগুলিয়া বসিয়া আছি—শীঘ্র হাসপাতালে যাইব তাহার উদ্যোগ পাইতেছি—একখান পাল্কি আনিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু বেহারারা ইহাকে কোন মতে লইয়া যাইতে চাহে না কারণ এই ব্যক্তি জেতে হাড়ি। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে বটে কিন্তু এব্যক্তি গাড়িতে উঠিতে অক্ষম,

পাল্কি কিম্বা ডুলি পাইলে যত ভাড়া লাগে তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। সত্তার এমনি গুণ যে ইহাতে অধমের ও মন ভেজে। বরদা বাবুর এই ব্যবহার দেখিয়া বাঞ্ছারামের আশ্চর্য্য জন্মিল আপন মনে ধিৎকার হইতে লাগিল। সারজন বলিল বাবু—বাঙ্গালিরা হাড়িকে স্পর্শ করে না, বাঙ্গালি হইয়া তোমার এত দূর করা বড় সহজ কথা নহে বোধ হয় তুমি বড় অসাধারণ ব্যক্তি, এই বলিয়া আসামিকে পেয়াদার হাওয়ালে রাখিয়া সারজন আপনি আড়ার নিকট যাইয়া ভয়ানকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাল্কি আনিয়া বরদা বাবুর সহিত উক্ত হাড়িকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল।

পূর্ব্বে বড় আদালতে ফৌজদারি মকদ্দামা বৎসরে তিন২ মাস অন্তর হইত এক্ষণে কিছু ঘন২ হইয়া থাকে। ফৌজদারি মকদ্দামা নিষ্পত্তি করণার্থ তথায় দুই প্রকার জুরি মকরর হয় প্রথমতঃ গ্রাণ্ডজুরি, যাহারা পুলিস চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইণ্ডাইটমেণ্ট করে তাহা বিচার যোগ্য কি না বিবেচনা করিয়া আদালতকে জানান—দ্বিতীয়তঃ পেটিজুরি, যাহারা গ্রাণ্ডজুরির বিবেচনা অনুসারে বিচার যোগ্য মকদ্দামা জজের সহিত বিচার করিয়া আসামিদিগকে দোষি বা নির্দোষ করেন। একং সেশনে অর্থাৎ ফৌজদারি আদালতে ২৪ জন গ্রাণ্ডজুরি মকরর হয়, যে সকল লোকের দুই লক্ষ টাকার বিষয় বা যাহারা সৌদাগরি কর্ম্ম করে তাহারাই গ্রাণ্ডজুরি হইতে পারে। সেশনে পেটি জুরি প্রায় প্রতি দিন মকরর হয়, তাহাদিগের নাম ডাকিবার কালীন আসামি বা ফৈরাদি স্বেচ্ছানুসারে আপত্তি করিতে পারে অর্থাৎ যাহার প্রতি সন্দেহ হয় তাহাকে না লইয়া অন্য আর এক জনকে নিযুক্ত করাইতে পারে কিন্তু বার জন পেটি জুরি শপথ করিয়া বসিলে আর বদল হয় না। সেশনের প্রথম দিবসে তিন জন জজ বসেন, যখন যাঁহার পালা তিনি গ্রাণ্ডজুরি মকরর হইলে তাঁহাদিগকে চার্জ অর্থাৎ সেশনীয় মোকদ্দমার হালাৎ সকল বুঝাইয়া দেন। চার্জ দিলে পর অন্য দুই জন জজ যাঁহাদের পালা নয় তাঁহারা উঠিয়া যান ও গ্রাণ্ডজুরিরা

এক কামরার ভিতর যাইয়া প্রত্যেক ইণ্ডাইটমেণ্টের উপর আপন বিবেচনানুসারে যথার্থ বা অযথার্থ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন তাহার পর বিচার আরম্ভ হয়।

রজনী প্রায় অবসান হয়—মন্দ২ সমীরণ বহিতেছে এই সুশীতল সময়ে ঠকচাচা মুখ হাঁ করিয়া বে ভর নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতেছেন অন্যান্য কয়েদির উঠিয়া তামুক খাইতেছে ও কেহ২ ঐ শব্দ শুনিয়া "মোস পোড়াখা২" বলিতেছে কিন্তু ঠকচাচা কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন—"নাসা গর্জ্জন শুনি পরাণ সিহরে"। কিয়ৎকাল পরে জেলরক্ষক সাহেব আসিয়া কয়েদিদের বলিলেন তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত হও, অদ্য সকলকে আদালতে যাইতে হইবে।

এদিগে শেশন খুলিবামাত্রে দশ ঘণ্টার অগ্রেই বড় আদালতের বারাণ্ডা লোকে পরিপূর্ণ হইল—উকিল, কৌন-সুলি, ফৈরাদি, আসামি, সাক্ষী, উকিলের মুৎসুদ্দি, জুরি, সার-জন জমাদার, পেয়াদা—নানা প্রকার লোক থৈ২ করিতে লাগিল। বাঞ্ছারাম বটলার সাহেবকে লইয়া ফিরিতেছেন ও ধনি লোক দেখিলে তাঁহাকে জানুন না জানুন আপনার বাসনাই ফলাইবার জন্য হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে-ছেন কিন্তু যিনি তাঁহাকে ভাল জানেন তিনি তাঁহার শিষ্টা-চারিতে ভুলেন না—তিনি এক লহমা কথা কহিয়াই একটা না একটা মিথ্যা বরাত অনুরোধে তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার হই-তেছেন। দেখ্‌তে২ জেল খানার গাড়ি আসিল—আগু পাছু দুইদিগে সিপাই, গাড়ি খাড়া হইবা মাত্রে সকলে বারাণ্ডা থেকে দেখিতে লাগিল—গাড়ির ভিতর থেকে সকল কয়েদি লইয়া আদালতের নীচেকার ঘরের কাটগড়ার ভিতর রাখিল। বাঞ্ছারাম হন২ করিয়া নীচে আসিয়া ঠকচাচা ও বাহুল্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—তোমরা ভীমার্জুন—ভয় পেও না—এ কি ছেলের হাতে পিটে?

দুই প্রহর হইবা মাত্রে বারাণ্ডার মধ্যস্থল খালি হইল লোক সকল দুই দিগে দাঁড়াইল—আদালতের পেয়াদা "চুপ২" করিতে লাগিল—জজেরা আসিতেছেন বলিয়া

যাবতীয় লোক নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময়ে সারজন পেয়াদা ও চোপদারেরা বলরাম বর্শা আশাসোঁটা তলওয়ার ও বদসাহার রৌপ্যময় মটুকাকৃত সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল তাহার পর সরিপ ও ডিপ্যুটি সরিপ ছড়ি হাতে করিয়া দেখা দিল তাহার পর তিনজন জজ লাল কোর্ত্তা পরা গম্ভীর বদনে মৃদু২ গতিতে বেঞ্চের উপর উঠিয়া কৌনসুলিদের সেলাম করত উপবেশন করিলেন। কৌনসুলিরা অমনি দাঁড়াইয়া সম্মানপূর্ব্বক অভিবাদন করিল—চৌকির নাড়ানাড়ি ও লোকের বিজ্‌বিজিনি এবং ফুসফুসনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল—পেয়াদারা মধ্যে২ "চপ২" করিতেছে—সারজনেরা "হিশ২" করিতেছে—ক্রায়র "ওইস—ওইস" বলিয়া সেশন খুলিল। অনন্তর গ্রাণ্ডজুরিদিগের নাম ডাকা হইয়া তাহারা মকরর হইল ও তাহারা আপনাদিগের ফোরমেন অর্থাৎ প্রধান গ্রাণ্ডজুরি নিযুক্ত করিল। এবার রসুলসাহেবের পালা, তিনি গ্রাণ্ডজুরির প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন—"মকদ্দমার তালিকা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে কলিকাতায় জালকরা বৃদ্ধি হইয়াছে কারণ ঐ কালেবের পাঁচ ছয়টা মকদ্দমা দেখিতে পাই—তাহার মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি যে নালিস তৎসম্পর্কীয় জমানবন্দিতে প্রকাশ পাইতেছে যে তাহারা শিয়ালদাতে জাল কোম্পানির কাগজ তৈয়ার করিয়া কয়েক বৎসরাবধি এই সহরে বিক্রয় করিতেছে—এ মকদ্দমা বিচার যোগ্য কিনা তাহা আমাকে অগ্রে জানাইবেন—অন্যান্য মকদ্দমার দস্তাবেজ দেখিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু বলা বাহুল্য"। এই চার্জ্জ পাইয়া গ্রাণ্ডজুরি কামরার ভিতর গমন করিল—বাঞ্ছারাম বিষণ্ণ ভাবে বটলর সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। দশ পোনর মিনিটের মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি ইণ্ডাইটমেণ্ট যাথার্থ বলিয়া আদালতে প্রেরিত হইল অমনি জেলের প্রহরি ঠকচাচা ও বাহুল্যকে আনিয়া জজের সম্মুখে কাঠরার ভিতর খাড়া করিয়া দিল ও পেটি জুরি নিযুক্ত

হুজুর আলীন কোর্টের ইন্টরপিটর চীৎকার করিয়া বলিলেন—মোকাজন ওরফে ঠকচাচা ও বাঞ্ছারাম! তোমলোককা উপর জাল কোম্পানির কাগচ বানানেকো নালেস হুয়া—তোমলোক এ কাম কিয়া হেয় ইয়া নেহি? আসামিরা বলিল—জাল কি কাকে বলে আর কোম্পানির কাগজ কি কাকে বলে মোরা কিছুই জানিনা, মোরা সেরেফ মাছ ধরবার জাল জানি—মোরা চাসবাস করি—মোদের এ কাম নয়—এ কাম সাহেব সুভদের। ইন্টরপিটর ত্যক্ত হইয়া বলিল—তোমলোক বহুত লম্বা২ বাত কহতাহেয়—তোমলোক এ কাম কিয়া ইয়া নেহি? আসামিরা বলিল মোদের বাপ দাদারাও কখন করেনাই! ইন্টরপিটর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেজ চাপড়িয়া বলিল—হামারি বাতকো জবাব দেও—এ কাম কিয়া ইয়া নেহি? নেহি২ এ কাম হামলোক কদি কিয়া নেহি—এই উত্তর আসামিরা অবশেষে দিল। উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে আসামি যদি আপন দোষ স্বীকার করে তবে তাহার বিচার আর হয় না—একেবারে সাজা হয়। অনন্তর ইন্টরপিটর বলিলেন—শুন—এই বারো ভালা আদমি বয়েট করকে তোমলোক কো বিচার করেঁগা—যিসকা উপর আগর ওজর রহে তব আবি কহ—উনকো উঠায় করকে দোসরা আদমিকো উনকো জাগেমে বঠলা জায়েগি। আসামিরা এ কথার ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। এদিগে বিচার আরম্ভ হইয়া ফৈরাদির ও সাক্ষির জবানবন্দির দ্বারা সরকারের তরফ কৌনসলি স্পষ্ট রূপে জাল প্রমাণ করিল পরে আসামিদের কৌনসুলি আপন তরফ সাক্ষী না তুলিয়া কেবল মার পেচি কথা ও আইনের বিতণ্ডা করত পেটি জুরিকে ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে পর রসল সাহেব মকদ্দমা প্রামাণের খোলসা ও আলেরসাক্কন্ জুরিকে বুঝাইয়া বলিলেন—পেটি জুরি এই চার্জ পাইয়া পরামর্ষ করিতে কামরার ভিতর গমন করিল—জুরিরা সকলে ঐক্য না হইলে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পরে না। এই অবকাশে বাঞ্ছারাম আসামিদের নিকট আসিয়া ছুর্য্যা

দিতে লাগিলেন, দুই চারিটা ভাল মন্দ কথা হতেছে ইতি মধ্যে জুরিদের আগমনের গোল পড়েগেল। তাঁহারা আসিয়া আপনং স্থানে বসিলে ফোরমেন দাঁড়াইয়া খাড়া হইলেন—আদালত একেবারে নিস্তব্ধ—সকলেই ঘাড় বাড়িয়া কাণ পেতে রহিল—ক্রৌণের ফৌজদারি মামলার প্রধান কর্ম্ম-কারী ক্লার্ক আর্‌বিকোন জিজ্ঞাসা করিল—জুরিমহাশয়ের! ঠকচাচা ও বাহুল্য গিল্টি কি নাট গিল্টি? ফোরমেন বলিলেন—গিল্টি এই কথা শুনিবামাত্র আসামিদের একেবারে ধড় থেকে প্রাণ উড়েগেল—বাঞ্ছারাম আস্তে ব্যস্তে আসিয়া বলিলেন—আরে ও কস গিল্টি! এ কি ছেলের হাতে পিটে? এখুনি নিউ ট্রায়েল অর্থাৎ পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করিব। ঠকচাচা দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন মোশাই মোদের নসিবে যা আছে তাই হবে মোরা আর টাকা কড়ি সরবরাহ করিতে পারিব না। বাঞ্ছারাম কিঞ্চিৎ চটে উঠিয়া বলিলেন শুদু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া কত করিব? এ সব কর্ম্মে কেবল কেঁদে কি মাটি ভিজান যায়?

এদিগে রসল সাহেব বহি উল্টে পাল্টে দেখিয়া আসামি-দের প্রতি দৃষ্টি করত এই হুকুম দিলেন—"ঠকচাচা ও বাহুল্য! তোমাদের দোষ বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল—যে সকল লোক এমন দোষ করে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত, এ কারণ তোমরা পুলিপলমে গিয়া যাবজ্জীবন থাক"। এই হুকুম হইবা মাত্র আদালতের প্রহরিরা আসামিদের হাত ধরিয়া নীচে লইয়া গেল। বাঞ্ছারাম পিট্‌কাটিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন—কেহ২ তাঁহাকে বলিল—এ কি—আপনার মকদ্দমাটা যে ফেঁসে গেল?—তিনি উত্তর করিলেন—এতো জানাই ছিল—আর এমন সব গলতি মামলায় আমি হাত দি না—আমি এমত সকল মকদ্দমা কখনই ক্যার করি না।

---

২৮ বেণী বাবু ও বেচারাম বাবুর নিকট বরদা-বাবুর সততা ও কাতরতা প্রকাশ, এবং ঠক-চাচা ও বাঞ্ছলের কথোপকথন।

বৈদ্যবাটীর বাটী ক্রমে অন্ধকারময় হইল—রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন অভিভাবক নাই—পরিজনেরা দুরবস্থায় পড়িল—দিন চলা ভার হইল, গ্রামের লোকে বলিতে লাগিল বালির বাঁধ কতক্ষণ থাকিতে পারে? ধর্ম্মের সংসার হইলে প্রস্তরের গাঁথনি হইত। এদিগে মতিলাল নিরুদ্দেশ—দলবলও অন্তর্ধান—ধুমধাম কিছুই শুনা যায় না—প্রেমনারায়ণ মজুমদারের বড় আহ্লাদ—বেণী বাবুর বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তুড়ি দিয়া "বাবলার ফুললো কাণেলো দুলালি, মুড়িমুড়কির নাম রেখচো রূপলি সোণালি" এই গান গাইতেছেন। ঘরের ভিতরে বেণীবাবু তানপূরা মেওহ করিয়া হাম্বির রাগ ভাঁজিয়া "চামেলি ফুলি চম্পা" এই খেয়াল সুরহ মূর্চ্ছনা ও গমক প্রকাশ পূর্ব্বক গান করিতেছেন। ওদিকে বেচারাম বাবু "ভবে এসে প্রথমেতে পাইলাম আমি পঞ্চুড়ি" এই নরচন্দ্রী পদ ধরিয়া রাস্তায় যাবতীয় ছোঁড়াগুলকে ঘাঁটাইয়া আসিতেছেন। ছোঁড়ারা হোহ করিয়া হাততালি দিতেছে। বেচারাম বাবু একহ বার বিরক্ত হইয়া "দূঁরহ" করিতেছেন। যৎকালে নাদেরশা দিল্লী আক্রমণ করেন তৎকালীন মহমদশা সংগীত শ্রবণে মগ্ন ছিলেন—নাদেরশা অস্ত্রধারী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও মহমদশা কিছুমাত্র না বলিয়া সংগীতসুধা পানে ক্ষণকালের জন্যেও ক্ষান্ত হয়েন নাই--পরে একটি কথাও না কহিয়া স্বয়ং আপন সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। বেচারাম বাবুর আগমনে বেণীবাবু তদ্রূপ করিলেন না—তিনি অমনি তানপূরা রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ শিষ্ট মিষ্ট আলাপ হইলে পর বেচারাম বাবু

বলিলেন—বেণী ভায়া! এত দিনের পর মুষলপর্ব্ব হইল—ঠকচাচা আপন কর্ম্ম দোষে অধঃপাতে গেলেন—তোমার মতিলালও আপন বুদ্ধি দোষে ক্লপণ হইলেন। ভায়া! তুমি আমাকে সর্ব্বদা বলিতে ছেলের বাল্যকালাবধি মাজা বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মা শিক্ষা না হইলে ঘোর বিপদ ঘটে একথাটির উদাহরণ মতিলালেতেই পাওয়া গেল। দুঃখের কথা কি বলিব? এ সকল দোষ বাবুরামের। তাঁহার কেবল মোক্তারি বুদ্ধি ছিল—বুড়িতে চতুর কিন্তু কাহনে কাণা, দই২!।

বেণী বাবু। আর এ সকল কথা বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হবে? এ সিদ্ধান্ত অনেক দিন পূর্ব্বেই করা ছিল—যখন মতির শিক্ষা বিষয়ে এত অমনোযোগ ও অসৎ সঙ্গ নিবারণের কোন উপায় হয়নাই তখনই রাম না হতে রামায়ণ হইয়াছিল। যাহাহউক বাঞ্ছারামেরই পোবারো—বক্রেশ্বরের কেবল আঁকুপাকু সার। মাষ্টরি কর্ম্ম করিয়া বড়মানুষের ছেলেদের খোসামোদ করিতে এমন আর কাহাকেও দেখা গেল না—ছেলেপুলেদের শিক্ষা দেওয়া ভবৈবচ, কেবলরাত দিন লবে২, অথচ বাহিরে দেখান আছে আমি বড় কর্ম্ম করিতেছি—যা হউক। মতিলালের নিকট বাওয়াজির আশাবায়ু নিবৃত্তি হয় নাই—তিনি "জলদেহ২" বলিয়া গগিয়া আকাশ ফাটাইয়াছেন কিন্তু লাভের মেঘও কখন দেখিতে পান নাই—বর্ষণ কি প্রকারে দেখিবেন?

প্রেমনারায়ণ মজুমদার বলিল—মহাশয়দিগের আর কি কথা নাই? কবিকঙ্কণ গেল—বাল্মীক গেল—ব্যাস গেল—বিষয় কর্ম্মের কথা গেল—একা বাবুরামি হাঙ্গামে পড়ে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—মতে ছোঁড়া যেমন অসৎ তেমনি তার দুর্গতি হইয়াছে, সে চুলোয় যাউক, তাহার জন্য কিছু খেদ নাই।

হরি তামাক সাজিয়া হুঁকাটি বেণীবাবুর হাতে দিয়া বলিল—সেই বাঙ্গাল বাবু আসিতেছেন! বেণী বাবু

উঠিয়া দেখিলেন—বরদাপ্রসাদ বাবু ছড়ি হাতে করিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন—অমনি বেণীবাবু ও বেচারাম বাবু উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা হইলে পর বরদাবাবু বলিলেন এদিগে তো! যা হবার তা হইয়া গেল সম্প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে—বৈদ্যবাটীতে আমি বহুকালাবধি আছি—একারণ সাধ্যানুসারে সেখানকার লোকদিগের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্ত্তব্য—আমার অধিক ধন নাই বটে কিন্তু আমি যেমন মানুষ বিবেচনা করিলে পরমেশ্বর আমাকে অনেক দিয়াছেন. আমি অধিক আশা করিলে কেবল তাঁহার সুবিচারের উপর দোষারোপ করা হয়—এ কর্ম্ম মানবগণের উচিত নহে। যদিও প্রতিবাসিদের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্ত্তব্য কিন্তু আমার আলস্য ও দুরদৃষ্ট বশতঃ ঐ কর্ম্ম আমা হইতে সম্যক রূপে নির্ব্বাহ হয় নাই। এক্ষণে—

বেচারাম। এ কেমন কথা! বৈদ্যবাটীর যাবতীয় দুঃখি প্রাণি লোককে তুমি নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছ—কি খাদ্য দ্রব্যে—কি বস্ত্রে—কি অর্থে—কি ঔষধে—কি পুস্তকে—কি পরামর্শে—কি পরিশ্রমে, কোন অংশে ত্রুটি কর নাই। ভায়া! তোমার গুণকীর্ত্তনে তাহাদিগের অশ্রুপাত হয়—আমি এ সব ভাল জানি—আমার নিকট ভাঁড়াও কেন?

বরদা বাবু। আজ্ঞে না ভাঁড়াই নাই—মহাশয়কে স্বরূপ বলিতেছি, আমা হইতে কাহারো সাহায্য যদি হইয়া থাকে তাহা এত অল্প যে স্মরণ করিলে মনের মধ্যে ধিক্কার জন্মে। সে যাহউক, এখন আমার নিবেদন এই মতিলালের ও ঠকচাচার পরিবারেরা অন্নাভাবে মারা যায়—শুনিতে পাই তাহাদের উপবাসে দিন যাইতেছে একথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল এজন্য আমার নিকট যে দুই শত টাকা ছিল তাহা আনিয়াছি আপনারা আমার নাম না প্রকাশ করিয়া কোন কৌশলে এই টাকা পাঠাইয়া দিলে আমি বড় আপ্যায়িত হইব।

এই কথা শুনিয়া বেণী বাবু নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। বেচারাম বাবু ক্ষণেককাল পরে বরদাবাবুর দিকে দৃষ্টি করিয়া ভক্তিভাবে নয়ন বারিতে পরিপূর্ণ হওত তাঁহার গলায় হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, তুমিই তাহা চিনেছ—আমাদের বৃথা কাল গেল—বেদে ও পুরাণে লেখে যাহার চিত্ত শুদ্ধ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়—তোমার চিত্তের কথা কি বলিব? অদ্য পর্য্যন্ত কখন এক বিন্দু মালিন্য দেখিলাম না! তোমার যেমন মন পরমেশ্বর তোমাকে তেমনি সুখে রাখুন! ভাল! রামলালের সংবাদ কিছু পাইয়াছ?

বরদা বাবু। কয়েক মাস হইল হরিদ্বার হইতে এক পত্র পাইয়াছি—তিনি ভাল আছেন—প্রত্যাগমনের কথা কিছুই লেখেন নাই।

বেচারাম। রামলাল ছেলেটি বড় ভাল—তাকে দেখলে চক্ষু জুড়ায়—অবশ্য তার ভাল হবে—তোমার সংসর্গের গুণে সে তরেগিয়াছে।

এখানে ঠকচাচা ও বাহুল্য জাহাজে চড়িয়া সাগর পার হইয়া চলিয়াছে। দুটিতে মাণিক যোড়ের মত, এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়, সর্ব্বদা পরস্পরের দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে মোদের নসিব বড় বুরো—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর সেরে থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না—মোর বড় ডর তেনা বি পেল্টে সাদি করে।

বাহুল্য বলিল—দোস্ত! ওসব বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর—দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জাহান্নমে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতরী হয় তার তদ্বির দেখ। বাতাস হুহু বহিতেছে—জাহাজ

একপেশে হইয়া চলিয়াছে—তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছেন—দোস্ত! মোর বড় ডর মালুম হচ্ছে—আন্দাজ হয় মৌত নজদিগ। বাঞ্ছারাম বলিল—মোদের মৌতের বাকি কি?—মোরা মেম্‌দো হয়ে আছি—চল মোরা নীচু গিয়া আল্লামির দোয়াচা পড়ি—মোর বেলকুল নোকজাবান আছে—যদি ডুবি তো পিরের নাম লিয়ে চেল্লাব।

২৯ বৈদ্যবাটীর বাটী দখল লওন—বাঞ্ছারামের কুব্যবহার—পরিবারদিগের দুঃখ ও বাটী হইতে বহিষ্কৃত হওন—বরদাবাবুর দয়া।

বাঞ্ছারাম বাবুর ক্ষুধা কিছুতেই নিবারিত হয় না—সর্ব্বক্ষণ কেবল দাঁও মারিবার ফিকির দেখেন এবং কিরূপ পাকচক্র করিলে আপনার ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে তাহাই সর্ব্বদা মনের মধ্যে তোলা পাড়া করেন। এইরূপ করাতে তাঁহার ধূর্ত্ত বুদ্ধি ক্রমে প্রখর হইয়া উঠিল। বাবুরাম ঘটিত ব্যাপার সকল উল্টেপাল্টে দেখ্‌তে২ হঠাৎ এক সুন্দর উপায় বাহির হইল। তিনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া ভাবিতে২ অনেক ক্ষণ পরে আপনার উরুর উপর করাঘাত করিয়া আপনা অপনি বলিলেন—এই তো দিব্য রোজগারের পথ দেখিতেছি—বাবুরামের চিনেবাজারের জায়গা ও ভদ্রাসন বাটী বন্ধক আছে তাহার মিয়াদ শেষ হইয়াছে—হেরম্ব বাবুকে বলিয়া আদালতে একটা নালিস উপস্থিত করাই, তাহা হইলেই কিছু দিনের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারিবে, এই বলিয়া চাদর খানা কাঁদে দিলেন এবং গঙ্গা দর্শন করিয়া আসি বলিয়া জুতা ফটাস ফটাস করিয়া মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন এইরূপ স্থির ভাবে হেরম্ববাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে প্রবেশ করিয়াই চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ত্তা কোথা রে? বাঞ্ছারামের

স্বর শুনিয়া হেরম্ব বাবু অমনি নামিয়া আসিলেন—হেরম্ব বাবু—সাদাসিদে লোক—সকল কথাতেই—"হ্যাঁ" বলিয়া উত্তর দেন। বাঞ্ছারাম তাঁহার হাত ধরিয়া অতিশয় প্রণয় ভাবে বলিলেন—চৌধুরী মহাশয়! বাবুরামকে আপনি আমার কথায় টাকা কর্জ্জ দেন—তাহার সংসার ও বিষয় আশয় ছারখার হইয়া গেল—মান সম্ভ্রমও তাহার সঙ্গেই গিয়াছে—বড় ছেলেটা বানর—ছোট টা পাগল, দুটই নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এক্ষণে দেনা অনেক—অন্যান্য পাওনা ওয়ালারা নালিস করিতে উদ্যত—পরে নানা উৎপাত বাধিতে পারে অতএব আপনাকে আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে বলিতে পারি না—আপনি মারগেজি কাগজ গুলান দিউন—কালিই আমাদের আফিসে নালিসটি দাগিয়ে দিতে হইবেক—আপনি কেবল এক খানা ওকালত নামা সহি করিয়া দিবেন। পাছে টাকা ডুবে এই ভয় এ অবস্থায় সকলেরই হইয়া থাকে, হেরম্ব বাবু খল কপট নহেন, সুতরাং বাঞ্ছারামের উক্ত কথা তাঁহার মনে একেবারে চৌচাপটে লেগে গেল, অমনি "হ্যাঁ" বলিয়া কাগজপত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। হনূমান যেমন রাবণের মৃত্যুবাণ পাইয়া আহ্লাদে লঙ্কা হইতে মহাবেগে আসিয়াছিল, বাঞ্ছারামও ঐ সকল কাগজপত্র ইষ্ট কবচের ন্যায় বগলে করিয়া সেইরূপ ত্বরায় সহর্ষে বাটী আসিলেন।

প্রায় সম্বৎসর গত হয়—বৈদ্যবাটীর বাড়ীর সদর দরওয়াজা বন্ধ—ছাত দেয়াল ও প্রাচীর শেওলায় মলিন হইল—চারিদিগে অসঙ্খ্য বন—কাঁটানটে ও শেয়ালকাঁটায় ভরিয়া গেল। বাটীর ভিতরে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী এই দুইটি অবলামাত্র বাস করেন তাঁহারা আবশ্যকমতে খিড়্‌কি দিয়া বাহির হয়েন। অতি কষ্টে তাঁহাদের দিন পাত হয়—অঙ্গে মলিন বস্ত্র—মাসের মধ্যে পোনের দিন অনাহারে যায়—বেণী বাবুর দ্বারা যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দেনা পরিশোধ ও কয়েক মাসের খরচেই ফুরাইয়া

গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন ও নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছেন।

মতিলালের স্ত্রী বলিতেছেন—ঠাকুরুণ! আমরা আর জন্মে কতই পাপ করেছিলাম বলিতে পারি না—বিবাহ হইয়াছে বটে কিন্তু স্বামির মুখ কখন দেখিলাম না—স্বামী এক বারও ফিরে দেখেন না—বেঁচে আছি কি মরেছি তাহাও একবার জিজ্ঞাসা করেন না। স্বামী মন্দ হইলেও তাঁহার নিন্দা করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে—আমি স্বামির নিন্দা করি না—আমার কপাল পোড়া, তাঁহার দোষ কি? কেবল এই মাত্র বলি এক্ষণে যে ক্লেশ পাইতেছি স্বামী নিকটে থাকিলে এ ক্লেশ ক্লেশ বোধ হইত না। মতিলালের বিমাতা বলিলেন—মা! আমাদের মত দুঃখিনী আর নাই—দুঃখের কথা বল্‌তেগেলে বুক ফেটে যায়—দীন হীনদের দীননাথ বিনা আর গতি নাই।

লোকের যাবৎপর্য্যন্ত অর্থ থাকে তাবৎপর্য্যন্ত চাকর দাসী নিকটে থাকে, ঐ দুই অবলার ঐরূপ অবস্থা হইলে সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, মমতা বশতঃ একজন প্রাচীন দাসী নিকটে থাকিত—সে আপনি ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া দিনপাত করিত। শাশুড়ী বৌয়ে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমত সময়ে ঐ দাসী থর২ করে কাঁপ্‌তে২ আসিয়া বলিল—অগো মাঠাকরুণরা! জানালা দিয়া দেখ—বাঞ্ছারাম বাবু সারজন ও পেয়াদা সঙ্গে করিয়া বাড়ী ঘিরে ফেলেছেন—আমাকে দেখে বললেন মেয়েদের বাড়ী থেকে বেরিয়া যেতে বল্‌। আমি বল্লুম মোশাই! তাঁরা কোথায় যাবেন?—অমনি চোক লাল করে আমার উপর হুমকে বল্লেন—তারা জানে না এ বাড়ী বন্ধক আছে—পাওনা ওয়ালা কি আপনার টাকা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে? ভাল চায় তো এইবেলা বেরুক তা নাইলে গলাটিপি দিয়া বার করে দিব? এই কথা শুনিবা মাত্র শাশুড়ী বৌয়ে ভয়ে ঠক২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এদিগে সদর দরওয়াজা ভাঙ্গিবার শব্দে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল, রাস্তায় লোকারণ্য, বাঞ্ছারাম আস্ফালন

করিয়া "ভাংডালং" হুকুম দিতেছেন ও হাত নেড়ে বল্‌তে-ছেন—কার সাধ্য দখল লওয়া বন্ধ করিতে পারে—একি ছেলের হাতের পিটে ? কোর্টের হুকুম, এখনি বাড়ী ভেঙ্গে দখল লব—ভালমানুষ টাকা কর্জ্জ দিয়া কি চোর ? এ কি অন্যায় ! পরিবারেরা এখনি বেরিয়ে যাউক। অনেক লোক জমা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—অরে বাঞ্ছারাম ! তোর বাড়া নরাধম আর নাই—তোর মন্ত্রণায় এ ঘরটা গেল—চির কালটা জোয়াচুরি করে এই সংসার থেকে রাশং টাকা লয়ে-ছিস—এক্ষণে পরিবার গুলাকে আবার পথে বসাইতে বসেছিস—তোর মুখ দেখ্‌লে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়—তোর নরকেও ঠাঁই হবে না। বাঞ্ছারাম এসব কথায় কাণ না দিয়া দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া সারজন সহিত বাড়ীর ভিতর হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করেন এমন সময়ে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী দুই জনে ঐ প্রাচীনা দাসীর দুই হাত ধরিয়া হে পরমেশ্বর ! অবলা দুঃখিনী নারীদের রক্ষা কর এই বলিতেং চক্ষের জল পুঁছিতেং খিড়্‌কি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মতিলালের স্ত্রী বলিলেন মাগো ! আমরা কুলের কামিনী—কিছুই জানি না—কোথায় যাইব ? পিতা সবংশে গিয়াছেন—ভাই নাই—বোন নাই—কুটুম্বও নাই—আমাদের কে রক্ষা করিবে ? হে পরমেশ্বর ! এখন আমাদের ধর্ম্ম ও জীবন তোমার হাতে—আনাহারে মরি সেও ভাল, যেন ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। অনন্তর পাঁচ সাত পা গিয়া একটি বট বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া ভাবি-তেছেন, ইতিমধ্যে একখান ডুলি সঙ্গে বরদাপ্রসাদ বাবু াড় নত করিয়া ম্লানবদনে সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—গো তোমরা কাতর হইও না, আমাকে সন্তান স্বরূপ খ—তোমাদের নিকট আমার ভিক্ষা এই যে ত্বরায় ই. ডুলিতে উঠিয়া আমার বাটীতে চল—তোমাদিগের মিত্তে আমি স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিয়াছি—সেখানে ছু দিন অবস্থিতি কর, পরে উপায় করা যাইবে। বরদা

বাবুর এই কথা শুনিয়া মতিলালের স্ত্রী ও বিমাতা যেন সমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইলেন, কৃতজ্ঞতায় মগ্ন হইয়া বলিলেন,—বাবা! আমাদিগের ইচ্ছা হয় তোমার পদতলে পড়িয়া থাকি—এসময় এমত কথা কে বলে? বোধ হয় তুমি আর জন্মে আমাদিগের পিতা ছিলে। বরদাবাবু তাঁহাদিগকে ত্বরায় সোয়ারিতে উঠাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অন্যের সহিত দেখা হইলে তাহারা পাছে একথা জিজ্ঞাসা করে এজন্য গলি ঘুঁজি দিয়া আপনি শীঘ্র বাটী আইলেন।

৩০ মতিলালের বারাণসী গমন ও সৎসঙ্গ লাভে চিত্তশোধন, তাহার মাতা ও ভগিনীর দুঃখ, রামলাল ও বরদা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ, পরে তাঁহাদের মতিলালের সহিত সাক্ষাৎ, পথে ভয় ও বৈদ্যবাটীতে প্রত্যাগমন।

সদুপদেশ ও সৎসঙ্গে সুমতি জন্মে, কাহার অল্প বয়সে হয়—কাহার অধিক বয়সে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে সুমতি না হইলে বড় প্রমাদ ঘটে—যেমন বনে অগ্নি লাগিলে হু২ করিয়া দিগ্‌দাহ করে অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একবারে বেগে গমন করত বৃক্ষ অট্টালিকাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ শৈশবাবস্থায় দুর্মতি জন্মিলে ক্রমশঃ রক্তের তেজে সতেজ হওয়াতে ভয়ানক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের ভূরি২ নিদর্শন সদাই দেখা যায়। কিন্তু কোন২ ব্যক্তি কিয়ৎ কাল দুর্মতি ও অসৎ কর্ম্মে রত থাকিয়া অধিক বয়সে হঠাৎ ধার্ম্মিক হইয়া উঠে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূল সদুপদেশ অথবা সৎসঙ্গ। পরন্তু কাহারো দৈবাৎ, কাহারো বা কোন ঘটনায়, কাহারো বা একটি কথাতেই কখন২ হঠাৎ চেতনা হইয়া থাকে—এরূপ পরিবর্ত্তন অতি অসাধারণ।

মতিলাল যশোহর হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া সঙ্গি-

দিগকে বলিলেন—আমার কপালে ধন নাই আর ধন অন্বেষণ করা বৃথা, একণে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কিছু দিনের জন্য ভ্রমণ করিয়া আসি—তোমরা কেহ আমার সঙ্গে যাবে? সকলেই লক্ষ্মীর বরযাত্র—অর্থ হাতে থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না—অনেকে আপনাআপনি আসিয়া জুটে যায় কিন্তু অর্থাভাব হইলে সঙ্গি পাওয়া ভার। মতিলালের নিকট যাহারা থাকিত তাঁহার আমোদ প্রমোদ ও অর্থের অনুরোধে আত্মীয়তা দেখাইত—বস্তুতঃ মতিলালের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র আন্তরিক স্নেহ ছিল না। তাহারা যখন দেখিল যে তাহার কোন যোত্র নাই—চতুর্দিগে দেনা, বাবুআনা করা দূরে থাকুক আহারাদি চলা ভার, তখন মনে করিল উহার সঙ্গে প্রণয় রাখায় কি ফল? এক্ষণে ছটকে পড়া শ্রেয়। মতিলাল ঐ প্রকার প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন কেহই কোন উত্তর দেয় না। সকলেই ঢোক গিলিয়া এঁ ওঁ করিয়া নানা ওজর ও অন্যান্য প্রসঙ্গের কথা ফেলে। তাহাদিগের ব্যবহারে মতিলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন—বিপদেই বন্ধু টের পাওয়া যায়, এত দিনের পর আমি তোমাদিগকে চিন্‌লাম—যাহা হউক এক্ষণে তোমরা আপন আপন বাটী যাও আমি দেশ ভ্রমণে চলিলাম। সঙ্গিরা বলিল বড় বাবু! রাগ করিও না—আপনি বরং আগু যাউন আমরা আপনার২ বরাৎ মিটাইয়া পশ্চাৎ জুটিব। মতিলাল তাহাদের কথায় আর কাণ না দিয়া পদব্রজে চলিলেন এবং স্থানে২ অতিথি হইয়া ও ভিক্ষা মাগিয়া তিন মাসের পর বারাণসীতে উত্তরিলেন। এই প্রকার দুরবস্থায় পড়িয়া ক্রমাগত একাকি চিন্তা করাতে তাঁহার মনের গতি বিভিন্ন হইতে লাগিল। বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত মন্দির, ঘাট ও অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া যাবার উপক্রম হইতেছে—বহু২ শাখায় বিস্তীর্ণ তেজস্বি প্রাচীন বৃক্ষের জীর্ণাবস্থা দৃষ্ট হইল—নদ নদী গিরি গুহার অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—ফলতঃ কালেতে সকলেরই পরিবর্ত্তন ও ক্ষয় হইয়া থাকে—সকলই অনিত্য—সকলই অসার। মানবগণও রোগ জরা বিয়োগ

শোক ও নানা দুঃখে অভিভূত ও সংসারের মদ মাৎসর্য্য ও আমোদ প্রমোদ সকলই জলবিম্ববৎ। মতিলাল ঐ সকল ধ্যান করিয়া প্রতিদিন বারাণসী ধামের চতুর্দ্দিগ প্রদক্ষিণ করত বৈকালে গঙ্গাতীরস্থ এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দেহের অসারত্ব, আত্মার সারত্ব, এবং আপন চরিত্র ও কর্ম্মাদি পুনঃ২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই রূপ চিন্তা করাতে তাঁহার ক্রমঃ জ্ঞান হইতে লাগিল সুতরাং আপনার পূর্ব্ব কর্ম্মাদি ও উপস্থিত দুর্ম্মতি প্রণালি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। মনের এবম্প্রকার গতি হওয়াতে তাঁহার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মিল এবং ঐ ধিক্কারে অত্যন্ত সন্তাপ হইতে লাগিল. তখন আপনাকে সর্ব্বদা এই জিজ্ঞাসা করিতেন—আমার পরিত্রাণ কি রূপে হইতে পারে—আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। এই রূপ ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন—আহারাদি ও পরিধেয় বস্ত্রাদির প্রতি দৃকপাতও না—ক্ষিপ্ত প্রায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কিছুকাল এই প্রকারে ক্ষেপণ হইলে দৈবাৎ এক দিবস দেখিলেন একটী প্রাচীন পুরুষ তরু তলে বসিয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক এক২ বার একখানি গ্রন্থ দেখিতেছেন ও এক২ বার চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ঐ ব্যক্তিকে দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় সে বহুদর্শী—জ্ঞানের সারাংশ গ্রহণ এবং মনঃসংযম বিলক্ষণ হইয়াছে। তাঁহার মুখ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হয়। মতিলাল তাঁহাকে দেখিবামাত্রে নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ প্রচীন পুরুষ মতিলালের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—বাবা! তোমার আকার প্রকারে বোধ হয় তুমি ভদ্র সন্তান—কিন্তু এমত সন্তাপিত হইয়াছ কেন? এই মিষ্ট কথায় উৎসাহ পাইয়া, মতিলাল অকপটে আনুপূর্ব্বিক আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন—মহাশয়! আপনাকে অতি বিজ্ঞ দেখিতেছি—আমি আপনকার দাস হইলাম—আমাকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিউন। সেই প্রাচীন

বলিলেন—দেখিতেছি তুমি ক্ষুধার্ত্ত—কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রাম কর পরে সকল কথা বার্ত্তা হইবে। সে দিবস আতিথ্যে গেল—সেই প্রাচীন পুরুষ মতিলালের সরল চিত্ত দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। মানব স্বভাব এই যে পরস্পরের প্রতি সন্তোষ না জন্মিলে মন খোলা খুলি হয় না। প্রথম আলাপেই যদি এমত তুষ্টি জন্মে তবে ক্রমে পরস্পরের মনের কথা শীঘ্রই ব্যক্ত হয়। আর এক জন সারল্য প্রকাশ করিলে অন্য ব্যক্তি অতিশয় কপট না হইলে কখনই কপটতা প্রকাশ করিতে পারে না। ঐ প্রাচীন পুরুষ অতি ধার্ম্মিক, মতিলালের সরলতায় তুষ্ট হইয়া পুনঃ২ তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন অনন্তর পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহার যে অভিপ্রায় ছিল তাহা ক্রমশঃ ব্যক্ত করিলেন। তিনি বারম্বার বলিলেন বাবা! সকল ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই কায় মন চিত্তে ভক্তি স্নেহ ও প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপাসনা কর, এই কথাটি সর্ব্বদা ধ্যান কর ও মন বাক্য কর্ম্মের দ্বারা অভ্যাস কর। এই উপদেশটি তোমার মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইলেই মনের গতি একবারে ফিরিয়া যাবে তখন অন্যান্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান আপনা আপনি হইবে কিন্তু পরমেশ্বরের প্রেমার্থে মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা ও কর্ম্মের দ্বারা সদা এক রূপ থাকা অতি কঠিন—সংসারে রাগ দ্বেষ লোভ মোহ ইত্যাদি রিপু সকল বিজাতীয় ব্যাঘাত করে এজন্য একাগ্রতা ও দৃঢ়তার অত্যন্ত আবশ্যক। মতিলাল উক্ত উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক মনের সহিত প্রতিদিন পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনায় রত এবং আত্ম দোষানুসন্ধানে ও দোষ শোধনে সযত্ন হইলেন। কিছু কাল এই রূপ করাতে তাহার মনো মধ্যে জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি উদয় হইল; সাধু সঙ্গের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য! যিনি মতিলালের উপদেশক, তিনি ধার্ম্মিক চূড়ামণি, তাঁহার সহবাসে মতিলালের যে এমন মতি হইবে ইহা কোন্ বিচিত্র!

পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি মতিলালের মনে ভ্রাতৃবৎ ভাব জন্মিল—তখন পিতা মাতা ও পরিবারের প্রতি স্নেহ, পর দুঃখ

মোচন ও পরহিতার্থ বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। সত্য ও সরলতার বিপরীত দর্শন অথবা শ্রবণ হইলেই বিজাতীয় অসুখ হইত। মতিলাল আপন মনের ভাব ও পূর্ব্ব কথা সর্ব্বদাই ঐ প্রাচীন পুরুষের নিকটে বলিতেন ও মধ্যে২ খেদ করিয়া কহিতেন—গুরো! আমি অতি দুরাত্মা, পিতা মাতা ভাই ভগিনী ও অন্যান্য লোকের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে নরকেও যে আমার স্থান হয় এমন বোধ হয় না। ঐ প্রাচীন পুরুষ সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন—বাবা! তুমি প্রাণপণে সদভ্যাসে রত থাক—মনুষ্য মাত্রেই মনোজ বাক্যজ ও কর্ম্মজ পাপ করিয়া থাকে, পরিত্রাণের ভরসা কেবল সেই দয়াময়ের দয়া—যে ব্যক্তি আপন পাপ জন্য অন্তঃকরণের সহিত সন্তাপিত হইয়া আত্ম শোধনার্থ প্রকৃত রূপে যত্নশীল হয় তাহার কদাপি মার নাই। মতিলাল এ সকল শুনেন ও অধোবদন হইয়া ভাবেন এবং সময়ে২ বলেন আমার মা বিমাতা ভগিনী ভ্রাতা স্ত্রী—ইঁহারা কোথায় গেলেন? ইঁহাদিগের জন্য মন উচাটন হইতেছে।

শরতের আবির্ভাব—ত্রিযামা অবসান—বৃন্দাবনের কিবা শোভা! চারি দিগে তাল তমাল শাল পিয়াল বকুল আদি নানাজাতি বৃক্ষ—তদুপরি সহস্র২ পক্ষী নানা রবে গান করিতেছে—বায়ু মন্দ২ বহিতেছে—যমুনার তরঙ্গ যেন রঙ্গ ছলে পুলিনের একাঙ্গ হইতেছে—ব্রজবালক ও ব্রজবা-লিকারা কুঞ্জে২ পথে২ বীণা বাজাইয়া ভজন গাইতেছে। নিশাবসানে দেবালয় সকলে মঙ্গলারতির সময় সহস্র২ শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। কেশী ঘাটে কচ্ছপ সকল কিলকিল করিতেছে—বৃক্ষাদির উপরে লক্ষ২ বানর উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন করিতেছে—কখন লাঙ্গুল জড়ায়—কখন প্রসারণ করে—কখন বিকট বদন প্রদর্শন পূর্ব্বক ঝুপ করিয়া পড়িয়া লোকের খাদ্য সামগ্রী কাড়িয়া লয়।

নানা বনে শত২ তীর্থ যাত্রী পরিক্রমণ করিতেছে—নানা স্থান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে। এদিগে প্রখর রবি—মৃত্তিকা উত্তপ্ত—পদব্রজে যাওয়া অতি কঠিন, একারণ অনেক যাত্রী স্থানে২ বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম

করিতেছে। মতিলালের মাতা কন্যার হাত ধরিয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন, অত্যন্ত শ্রান্তিযুক্ত হওয়াতে একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কন্যার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। কন্যা আপন অঞ্চল দিয়া আক্রান্ত মাতার ঘর্ম্ম মুছিয়া বাতাস করিতে লাগিল। মাতা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া বলিলেন প্রমদা! বাছা তুই একটু বিশ্রাম কর—আমি উঠে বসি। কন্যা উত্তর করিল—মা! তোমার শ্রান্তি দূর হওয়াতেই আমার শ্রান্তি গিয়াছে—তুমি শুয়ে থাক আমি তোমার দুটি পায়ে হাত বুলাই। কন্যার এইরূপ সস্নেহ বাক্য শুনিয়া মাতা সজল নয়নে বলিলেন—বাছা! তোর মুখ দেখেই বেঁচে আছি—জন্মান্তরে কত পাপ করেছিলেম, তা না হলে এত দুঃখ কেন হবে? আপনি অনাহারে মরি তাতে খেদ নাই, তোকে এক মুটা খাওয়াই এমন সঙ্গতি নাই—এই আমার বড় দুঃখ! এ দুঃখ রাখবার কি ঠাঁই আছে? আমার দুটি পুত্র কোথায় আছে—বৌটি বা কেমন আছে? কেনই বা রাগ করে এলাম? মতি আমাকে মেরেছিল—মেরেইছিল, ছেলেতে আবদার করে কিনা বলে—কিনা করে? এখন তার আর রামের জন্যে আমার প্রাণ সর্ব্বদাই ধড়্‌ফড়্‌ করে। কন্যা মাতার চক্ষের জল মুছাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল পরে মাতার একটু তন্দ্রা হইল। কন্যা মাতাকে নিদ্রিত দেখিয়া সুস্থির হইয়া বসিয়া একটু২ বাতাস দিতে আরম্ভ করিল। দুহিতার শরীরে মশা ও ডাঁশ বসিয়া কামড়াইতে লাগিল কিন্তু পাছে মায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এজন্য তিনি স্থির হইয়া থাকিলেন। স্ত্রীলোকদের স্নেহ ও সহিষ্ণুতা আশ্চর্য্য! বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী এবিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। মাতা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন একটি পীতবসন নবকিশোর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন—"মা! তুই আর কাঁদিস্‌না—তুই বড় পুণ্যবতী—অনেক দুঃখি কাঙ্গালির দুঃখ নিবারণ করিয়াছিস—তুই কাহার ভাল বই কখন মন্দ করিস নাই—তোর শীঘ্র ভাল হবে—তুই দুই পুত্র পাইয়া সুখী হইবি"। দুঃখিনী মাতা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু উন্মীলন

করিয়া দেখেন কেবল কন্যা নিকটে আছে আর কেহই নাই। পরে কন্যাকে কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বহু ক্লেশে আপনাদের কুঞ্জে প্রত্যাগমন করিলেন।

মায়ে ঝিয়ে সর্ব্বদা কথোপকথন হয়—মা বলেন, বাছা! মন বড় চঞ্চল হইতেছে, বাড়ী যাব সর্ব্বদা এই ভাবতেছি, কন্যা কিছুই উপায় না দেখিয়া বলিল—মা! আমাদিগের সম্বলের মধ্যে দুই একখানি কাপড় ও জল খাবার ঘটীটি আছে—ইহা বিক্রয় করিলে কি হতে পারবে? কিছু দিন স্থির হও আমি রাঁধুনী অথবা দাসীর কর্ম্ম করিয়া কিছু সঞ্চয় করি তাহা হইলেই আমাদের পথ খরচের সংস্থান হইবে। মা এ কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ থাকিলেন, চক্ষের জল আর রাখিতে পারিলেন না। মাতাকে কাতর দেখিয়া কন্যাও কাতর হইল। নিকটে এক জন ব্রজবাসিনী থাকিতেন, তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগের তত্ত্ব লইতেন, দৈবাৎ ঐ সময়ে আসিয়া তাহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনা করণানন্তর সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সেই ব্রজবাসিনী বলিলেন—মায়ী! কি বলব আমার হাতে কড়ি নাই—আমার ইচ্ছা হয় সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাদের দুঃখ মোচন করি, এখন একটি উপায় বলেদি তোমরা তাই কর। শুনিতে পাই এক বাঙ্গালী বাবু চাকরি ও ঠেকারতের দ্বারা কিছু বিষয় করিয়া মথুরায় আসিয়া বাস করিতেছেন—তিনি বড় দয়ালু ও দাতা, তোমরা তাঁর কাছে গিয়া পথ খরচ চাহিলে অবশ্যই পাইবে। দুঃখিনী মাতা ও কন্যা অন্য কোন উপায় না দেখাতে প্রস্তাবিত উপায়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা ব্রজবাসিনীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া দুই দিনের মধ্যে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সরোবরের নিকটে যাইয়া দেখেন কতক গুলিন আতুর অন্ধ ভগ্নাঙ্গ দুঃখী দরিদ্র লোক একত্র বসিয়া রোদন করিতেছে। মাতা তাহাদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা! তোমরা কেন কাঁদিতেছ? ঐ স্ত্রীলোক বলিল—মা!

এখানে এক বাবু আছেন তাঁহার গুণের কথা কি বলিব? তিনি গরিব দুঃখির বাড়ীং ফিরিয়া তাহাঁদের খাওয়া পরা দিয়া সর্ব্বদা তত্ত্ব লয়েন আর কাহার ব্যারাম হইলে আপনি তার শেওরে বসিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া ঔষধ পথ্য দেন। তিনি আমাদের সকলের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী,. সেই বাবুর গুণ মনে করতে গেলে চক্ষে জল আইসে—যে মেয়ে এমন সন্তানকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছেন তিনি ধন্য—তাঁহার অবশ্যই স্বর্গ ভোগ হইবে—এমন লোক যেখানে বাস করেন সে স্থান পুণ্য স্থান। আমাদিগের পোড়া কপাল যে ঐ বাবু এখন এ দেশ হইতে চলিলেন—এর পর আমাদের দশা কি হবে তাই ভাবিয়া কাঁদছি। মাতা ও কন্যা এই কথা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—বোধ হয় আমাদিগের আশা নিষ্ফল হইল—কপালে দুঃখ আছে, ললাটের লিপি কে ঘুচাইবে? উক্ত প্রাচীনা স্ত্রী তাঁহাদিগের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া বলিল—আমার অনুমান হয় তোমরা ভদ্র ঘরের মেয়ে—ক্লেশে পড়িয়াছ—যদি কিছু টাকা কড়ি চাহ তবে এই বেলা আমার সঙ্গে ঐ বাবুর নিকট যাবে চল, তিনি গরিব দুঃখি ছাড়া অনেক ভদ্রলোকেরও সাহায্য করেন। মাতা ও কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং সেই বৃদ্ধার পশ্চাৎং যাইয়া আপনারা বাটীর বাহিরে থাকিলেন, বুড়ী ভিতরে গেল।

দিবা অবসান—সূর্য্য অস্ত হইতেছে—দিনকরের কিরণে বৃক্ষাদির ও সরোবরের বর্ণ সুবর্ণ হইতেছে। যেখানে মাতা ও কন্যা দাঁড়াইয়া ছিলেন সেখানে এক খানি ছোট উদ্যান ছিল—স্থানেং মেরাপে নানা প্রকার লতা—চারিদিগে কেয়ারি ও মধ্যেং একং চবুতারা। ঐ বাগানের ভিতরে দুই জন ভদ্র লোক হাত ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় বেড়াইতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ দুটী স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পাত হওয়াতে তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন—মাতা ও কন্যা তাঁহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া

[illegible] একটু অন্তরে দাঁড়াইলেন। ঐ দুই জন ভদ্র লোকের মধ্যে যাহার কম বয়স তিনি কোমল বাক্যে বলিলেন—আপনারা আমাদিগকে সন্তান স্বরূপ বোধ করিবেন—লজ্জা করিবেন না—আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, আমাদিগের নিকট বিশেষ করিয়া বলুন, যদি আমাদিগের দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে আমরা তাহাতে কোন প্রকারে ক্রটি করিব না। এই কথা শুনিয়া মাতা কন্যার হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া আপন অবস্থা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ঐ দুই জন ভদ্রলোক পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যাহার কম বয়স তিনি একেবারে মায়াতে মুগ্ধ হইয়া মা—মা—বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন অন্য আর এক জন অধিক বয়স্ক ব্যক্তি দুঃখিনী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন —মা গো! দেখ কি? যে ভূমিতে পড়িয়াছে সে তোমার অঞ্চলের ধন—সে তোমার রাম,—আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস। মাতা এই কথা শুনিয়া [illegible] মুখের কাপড় খুলিয়া বলিলেন—বাবা! তুমি কি বললে? এ অভাগিনীর কি এমন কপাল হবে? রামলাল চৈতন্য পাইয়া মায়ের চরণে মস্তক দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জননী পুত্রের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে২ তাহার মুখাবলোকন করিয়া আপন তাপিত মনে সান্ত্বনা বারি সেচন করিতে লাগিলেন ও ভগিনী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার চক্ষের জল ও গায়ের ধূলা পুঁচাইয়া দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এদিগে ঐ বুড়ী বাটীর মধ্যে বাবুকে না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাগানে আসিয়া দেখে যে বাবু তাহার সমভিব্যাহারিণী প্রাচীন স্ত্রীলোকের কোলে মস্তক দিয়া ভূমে শয়ন করিয়া আছেন—ও মা! একি গো!—ওগো বাবুর কি ব্যারাম হইয়েছে?—আমি কি কবিরাজ ডেকে আনব? বুড়ী এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বরদাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—স্থির হও—বাবুর পীড়া হয় নাই, এই যে দুইটি স্ত্রীলোক—এঁরা বাবুর মা ও

ভগিনী! বুড়ী উত্তর করিল—বাবু! দুঃখে পড়লে কি ঠাট্টা
করতে হয়? বাবু হলেন লক্ষ্মীপতি, আর এঁরা ভদ্র পদের
কাঙ্গালিনী—আমার সঙ্গে এনে কেউ হলেন না কেউ
লেন না—বোধ হয় এরা কামাখ্যার মেয়ে—ভেল্কিতে
ভুলিয়েছে—বাবা! এমন মেয়েমানুষ কখন দেখিনি—এদের
জাদুকে গড় করি। বুড়ী এই রূপে বকিতে২ ত্যক্ত হইয়া
চলিয়া গেল।

এখানে সকলে সুস্থির হইয়া বাটী আগমন করিলেন
তথায় পুত্রবধূকে ও সপত্নীকে দেখিয়া মাতার পরম সন্তোষ
হইল, পরে আপনার আর২ পরিবারের কথা অবগত হইয়া
বলিলেন, বাবা রাম চল বাটী যাই—আমার মতি কোথায়?
—তার জন্য মন বড় অস্থির হইতেছে। রামলাল পূর্ব্বেই
বাটী যাওনের উদ্যোগ করিয়া ছিলেন—নৌকাদি ঘাটে প্রস্তুত
ছিল। মাতার আজ্ঞানুসারে উত্তম দিন দেখাইয়া সকলকে
লইয়া যাত্রা করিলেন—নানা কারণে মথুরার যাবতীয়
লোক ভেঙ্গে পড়িল—সহস্র২ চক্ষু জলেতে পরিপূর্ণ হইল—
সহস্র২ বদন হইতে রামলালের গুণ কীর্ত্তন হইতে লাগিল—
সহস্র২ কর তাঁহার আশীর্ব্বাদার্থ উত্থিত হইল। যে বুড়ী
বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল সে জোড় হাত করিয়া রামলালের
মাতার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, নৌকা যে পর্য্যন্ত
দৃষ্টি পথ অতিক্রমণ না করিল সে পর্য্যন্ত সকলে যমুনার
তীরে যেন প্রাণ শূন্য দেহে দাড়াইয়া রহিল।

এ দিগে একটানা—দক্ষিণে বায়ুর সঞ্চার নাই—নৌকা
স্রোতের জোরে বেগে চলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বারাণসীতে
আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। বারাণসীর মধ্যে প্রাতঃকালীন
কিবা শোভা! কত২ দোবেদী চৌবেদী রামাৎ নেমাৎ শৈব
শাক্ত গাণপত্য পরমহংস ও ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছে—
কত২ সামবেদী কঠ কৌথুমাদির মন্ত্র ও অগ্নি বায়ুর সূক্ত উচ্চা-
রণ করিতেছেন—কত২ সুরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র বঙ্গ ও মগধস্থ নানা
বর্ণ পট্ট বস্ত্র পরিধায়িনী নারীরা স্নাত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ
করিতেছে—কত২ দেবালয় ধূপ ধুনা পুষ্প চন্দনের সৌগন্ধে

আমোদিত হইতেছে—কতং ভক্ত "হরং বিশ্বেশ্বর" শব্দ করত গাল ও কক্ষ বাদ্য করত উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে—কতং রক্ত বসনা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী অট্ট২ হাস্য করত ভৈরবালয়ে ভৈরব ভাবিনী ভাবে ভ্রমণ করিতেছে—কতং সন্ন্যাসী উদাসীন ও ঊর্দ্ধবাহু জটা জুট সংযুক্ত ও ভস্ম বিভূতি আবৃত হইয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহে সস্তুষ্ট আছেন—কতং যোগী নিজং বিরল স্থানে সমাধি জন্য রেচক পূরক ও কুম্ভক করিতেছেন—কতং কলায়ত ধাড়ি ও আতাই বীণা মৃদঙ্গ রোবাব ও তানপুরা লইয়া ধ্রুপদ ধর খেয়াল প্রবন্ধ ছন্দ সোরবন্ধ তেরানা সারগম চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে। রামলাল ও অন্যান্য সকলে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানাদি করিয়া কাশীতে চারি দিবস অবস্থিতি করিলেন। রামলাল মায়ের ও ভগিনীর নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন বৈকালে বরদাবাবুকে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। এক দিন পর্য্যটন করিতেং দেখিলেন সম্মুখে একটি মনোরম আশ্রম, সেখানে এক প্রাচীন ব্যক্তি বসিয়া ভাগীরথীর শোভা দেখিতেছেন—নদী বেগবতী—বারি তরং শব্দে চলিয়াছে —আপনার নির্ম্মলত্ব হেতুক বৈকালিক বিচিত্র আকাশকে যেন ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছে। রামলাল ঐ ব্যক্তির নিকট যাইবামাত্রে তিনি পূর্ব্ব পরিচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন —কেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ পাঠে তোমার কি বোধ হইল? রামলাল তাহার মুখাবলোকন করণানন্তর প্রণাম করিলেন। সেই প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—বাবা! আমার ভ্রম হইয়াছে—আমার এক জন শিষ্য আছে তাহার মুখ ঠিক তোমার মত, আমি তাহাকেই বোধ করিয়া তোমাকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। পরে রামলাল ও বরদাবাবু তাঁহার নিকট বসিয়া নানা প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে লাগিলেন ইত্যবসরে চিন্তাযুক্ত এক ব্যক্তি অধোবদনে নিকটে আসিয়া বসিলেন। বরদাবাবু তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত বলিলেন রাম দেখ কি?—নিকটে যে তোমার দাদা! রামলাল এই কথা শুনিবামাত্রে রোমাঞ্চিত হইয়া মতি-

লের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, মতিলাল রামলাল-
অবলোকন পূর্ব্বক চমকিয়া উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন।
অনেক কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া—"ভাইহে আমাকে কি ক্ষমা
করিবে"—মতিলাল এই কথা বলিয়া অনুজের গলায় হাত
জড়াইয়া স্কন্ধদেশ নয়ন বারিতে অভিষিক্ত করিলেন। দুই
জনেই কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিলেন—মুখ হইতে
কথা নিঃসরণ হয় না—ভাই যে পদার্থ তাহা উভয়েরই
ঐ সময়ে বিলক্ষণ বোধ হইল। পরে বরদা বাবুর
চরণ ধূলা লইয়া মতিলাল জোড় হাতে বলিলেন—
মহাশয়! আপনি যে কি বস্তু তাহা আমি এত দিনের
পর জানিলাম—এ নরাধমকে ক্ষমা করুন। বরদাবাবু
দুই ভ্রাতার হাত ধরিয়া উক্ত প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে
বিদায় লইয়া পথি মধ্যে তাহাদিগের পরস্পরের যাবতীয়
পূর্ব্ব কথা শুনিতে২ ও বলিতে২ চলিলেন এবং আলাপ দ্বারা
মতিলালের চিত্তের বিশুদ্ধত দেখিয়া অসীম আহ্লাদ
প্রকাশ করিলেন। পরিবারেরা যে স্থানে ছিলেন তথায়
আসিলে মতিলাল কিঞ্চিৎ দূর থেকে উচ্চস্বরে বলিলেন
—"কই মা কোথায়?—মা! তোমার সেই কুসন্তান
আবার এল—সে আজো বেঁচে আছে—মরে নাই—
আমি যে ব্যবহার করিয়াছি তার পর যে তোমার
নিকট মুখ দেখাই এমন ইচ্ছা করে না—এক্ষণে আমার
বাসনা এই যে একবার তোমার চরণ দর্শন করিয়া প্রাণ ত্যাগ
করি"। মাতা এই কথা শুনিবা মাত্রে প্রফুল্ল চিত্তে অশ্রু-
যুক্ত নয়নে নিকটে আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখাবলোকনে
অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলেন। মতিলাল মাতাকে দেখিবা
মাত্রেই তাঁহার চরণে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলেন ক্ষণেক কাল
পরে মাতা হাত ধরিয়া উঠাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার
চক্ষের জল পুছাইয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন, মতি
তোমার বিমাতা ভগিনী ও স্ত্রী আছেন তাহাদিগের সহিত
সাক্ষাৎ কর। মতিলাল ভগিনী ও বিমাতাকে প্রণাম
করিয়া আপন পত্নীকে দেখিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে
[illegible]

কোন কুস্বামী—এমন সংস্ত্রীর যোগ্য আমি কোন প্রকারেই নহি। স্ত্রীপুরুষ বিবাহ কালীন পরমেশ্বরের নিকট এই প্রকার শপথ করে যে তাহারা যাবজ্জীবন পরস্পর প্রেম করিবে, মহা ক্লেশে পড়িলেও ছাড়াছাড়ি হইবে না—স্ত্রী অন্য পুরুষের প্রতি মনন কখন হইবে না এবং পুরুষেরও অন্য স্ত্রীর প্রতি মন কদাপি যাইবে না—ঐরূপ মননে ঘোর পাপ। এই শপথের বিপরীত কর্ম্ম আমা হইতে অনেক হইয়াছে তবে স্ত্রী কর্ত্তৃক আমি পরিত্যক্ত কেন না হই? আমি আমার এমন যে ভাই ও ভগিনী তাহারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়াছি—তুমি যে মা—যার বাড়া পৃথিবীতে অমূল্য বস্তু আর নাই—তোমাকে অসীম ক্লেশ দিয়াছি—পুত্র হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছি? মা! এ সকল পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এক্ষণে আমার মৃত্যু হইলে মনে যে দাবানল জ্বলিতেছে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু বোধ করি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াছে কারণ তাহার দূতস্বরূপ রোগের কিছু চিহ্ন দেখি না—যাহা হউক তোমরা সকলে বাটী যাও—আমি এই ধামে গুরুর নিকট থাকিয়া কঠোর অভ্যাসে প্রাণ ত্যাগ করিব।

অনন্তর বরদা বাবু রামলাল ও তাহার মাতা মতিলালের গুরুকে আনাইয়া বিস্তর বুঝাইয়া মতিলালকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। মুঙ্গেরের নিকট রজনীযোগে নৌকা চাপন হইলে চোয়াড়ের মত আকৃতি এক জন লোক ধুনিয়ার কাছে আসিয়া "আগুন আছে—আগুন আছে" বলিয়া উঁ হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার রকম সকম দেখিয়া বরদা বাবু বলিলেন—সকলে সতর্ক হও, তদনন্তর নৌকার ছাতের উপর উঠিয়া দেখিলেন একটা ঝোপের ভিতরে প্রায় বিশ ত্রিশ জন অস্ত্রধারী লোক ঘাপ্টি মরিয়া বসিয়া আছে—ঐ ব্যক্তি সঙ্কেত করিলে চড়াও হইবে। অমনি রামলাল ও বরদা বাবু বাহির হইয়া বন্দুক লইয়া আওয়াজ করিতে লাগিলেন। বন্দুকের আওয়াজে ডাকাইতেরা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। বরদা বাবু ও রামলালের মানস যে তলওয়ার হাতে লইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ২ গিয়া দুই এক জনকে ধরিয়া আনি

নিকটস্থ দারোগার জিম্মা করিয়া দেন কিন্তু পরিবারেরা সকলে বোধ করিল। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল বাবার বাল্যাবস্থা অবধি সর্ব্ব প্রকারেই কুশিক্ষা হইয়াছে —আমার বাবুআনাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। রামলাল সৎ করিত তাহাতে আমি পরিহাস করিতাম—কিন্তু আজ জানিলাম যে বালককালাবধি মর্য্যাদা সৎসঙ্গ না করিলে সাহস হয় না। সংপ্রতি আমার অতিশয় ভয় হইয়াছিল, যদ্যপি রামলাল ও বরদা বাবু না থাকিতেন তবে আমরা সকলেই কাটা যাইতাম।

অল্প কালের মধ্যে সকলে বৈদ্যবাটীতে পৌঁছিয়া বরদা বাবুর বাটীতে উঠিলেন। বরদা বাবু ও রামলালের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া গ্রামস্থ যাবতীয় লোক চতুর্দ্দিক্ থেকে দেখা করিতে আসিল—সকলেরই মনে আনন্দের উদয় হইল—সকলেরই বদন আহ্লাদে দেদীপ্যমান হইল সকলেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদের বৃষ্টি করিতে লাগিল।

হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী বাবু পর দিবস আসিয়া বলিলেন রাম বাবু! আমি বুঝিতে পারি নাই—বাঞ্ছারামের পরামর্শে তোমাদিগের ভদ্রাসন দখল করিয়া লইয়াছি —আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে তোমাদিগের পরিবারকে বাহির করিয়া বাটী দখল লইয়াছি। তোমার অসাধারণ গুণ—এক্ষণে আমি বাটী অমনি ফিরিয়া দিতেছি—আপনারা স্বচ্ছন্দে সেখানে গিয়া বাস করুন। রামলাল বলিলেন আপনার নিকট আমি বড় উপকৃত হইলাম যদ্যপি আপনার বাটী ফিরিয়া দিবার মানস হয় তবে আপনার যাহা যথার্থ পাওনা আছে গ্রহণ করিলে আমরা বাধিত হইব। হেরম্ব বাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে রামলাল তৎক্ষণাৎ নিজে হইতে টাকা দিয়া দুই ভ্রাতার নামে কওয়ালা লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত পৈতৃক ভদ্রাসনে গেলেন এবং ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করত কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিলেন বলিলেন—" জগদীশ্বর! তোমা হইতে কি না হইতে

অনন্তর রামলালের বিবাহ হইল ও দুই ভাইয়ের অতি সম্প্রীতে মাতার ও অন্যান্য পরিবারের সুখবর্দ্ধক হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। বরদা প্রসাদ বাবু বদরগঞ্জে বিষয় কর্ম্মার্থে গমন করিলেন। বেচারাম বাবু বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া একা বৈরাগী হইয়া বারাণসীতে বাস করিলেন—বেণী বাবু কিছু দিন দিন শিক্ষায় যৌগিক হইয়া আইন ব্যবসায়ে মনোযোগ করিলেন—বাঞ্ছারাম বহুৎ ফন্দি ও ফেরেব করিয়া বজ্রাঘাতে মরিয়া গেলেন—বক্রেশ্বর খোসামোদ ও বইয়ামদ করিয়া ক্যাঁচ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—ঠকচাচা ও বাহুল্য পুলিপলামে গিয়া জাল করাতে মেয়াদ তাহাদিগকে রাস্তার মাটি কাটিতে হয় এবং কিছু দিন পরে নানাবিধ ক্লেশ পাইয়া তাহাদের মৃত্যু হইল—ঠকচাচী কোন উপায় না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারির গলি "চুড়িয়ালেও চুড়িয়া" গাইতে গাইতে ফিরিতে লাগিলেন হলধর গদাধর ও অন্যান্য অল্পবালক মতিলালের স্বভাব ভিন্ন দেখিয়া অন্যান্য কাপ্তেন বাবুর অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইল—জান সাহেব ইনসালবেণ্টে লওয়ায় দুলালি কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন—প্রেমনারায়ণ মজুমদার ভেক লইয়া "মহাদেবের মনের কথা রে অরে ভক্ত বই আর কে জানে" বলিয়া চীৎকার করিয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন—প্রমদার স্বামী অনেক স্থানে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন একণে শূন্য পাণি হওয়াতে বৈদ্যবাটীতে আসিয়া বালকদিগের স্কন্ধে ভোগ করত কেবল কলাইকন্দ খেয়ে তাহাকেনি বেদানা মেওয়া ও জলগোজা খাইয়া টক্কা মারি আরম্ভ করিলেন—তাহার পরে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে বাকি রহিল—"আমার কথাটি ফুরাল নটে গাছটি মুড়াল"——

PRINTED AND PUBLISHED BY D'ROZARIO & CO. 8, TANK-SQUARE